আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

‘অর্ধভাষী’ হয়ে উঠছে শিশু কিশোররা



সাজিদা ইসলাম পারুল: ‘হাঁস ছিল সজারু, ব্যাকরণ মানি না। হয়ে (বাকি অংশ ০৪ পাতায়

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ১৯ || সোমবার || মাঘ ২৩ || ১৪২৮ || রজব ৬ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 19 || 7 February || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন

কিংবদন্তি সুরসম্রাজ্ঞী লতা’র মহাপ্রস্তান



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সুরের অজস্র মণিমুক্তো সম্পদ হিসেবে অনুরাগীদের কাছে গচ্ছিত রেখে নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। ভারতের মুম্বাইয়ের শিবাজি পার্কে স্থানীয় সময় রোববার (৬ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যায় পূর্ণ মর্যাদায় সম্পন্ন হয়েছে সুরসম্রাজ্ঞীর শেষকৃত্য। এদিন শিবাজি পার্কে ভারত-রত্নকে শ্রদ্ধা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের মতো বিশিষ্ট রাজনীতিবিদরা। শাহরুখ খান, শচীন তেন্ডুলকর, আমির খান, রণবীর কাপুর, জাভেদ আখতার, শ্রদ্ধা কাপুরদের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রের তারকাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন হাজারও সাধারণ মানুষ। কিংবদন্তি সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের ভাই হৃদয়নাথ মরদেহের মুখাগ্নি করেন। কোভিডবিধি মেনেই শিল্পীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

জাতিসংঘের গুম বিষয়ক কমিটির বৈঠকে থাকবে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের গুম বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের আসন্ন বৈঠকে বিশ্বের ২৪টি দেশের তিন শতাধিক গুমের ঘটনা নিয়ে আলোচনা হবে। ওই আলোচনায় বাংলাদেশে গুমের বেশকিছু অভিযোগ নিয়েও ওয়ার্কিং (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)



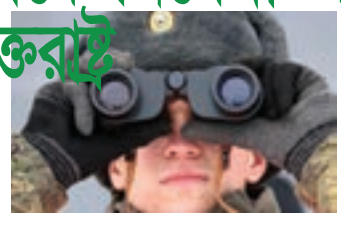
লুনার মুখে ইলিয়াস আলী গুমের চাঞ্চল্যকর তথ্য

ঢাকা ডেস্ক: সাবেক এমপি ও বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলী এখনো নিখোঁজ। কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না তিনি আসলে কোথায়? নাকি তিনি গুমের শিকার হয়েছেন। পরিবার (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

ইউক্রেনে আক্রমণে প্রস্তুত রাশিয়া

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা গোয়েন্দা তথ্যের বরাত দিয়ে বলেছেন, ইউক্রেনে সর্বাত্মক আক্রমণের প্রস্তুতিকে এগিয়ে নিচ্ছে রাশিয়া। তবে হামলার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিনা, তা পরিষ্কার নয়। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ও (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবে যুক্তরাষ্ট্র



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইরানের পরমাণু প্রকল্পকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেসব নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন দেশটির ওপর, তার উত্তরসূরি (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

কেমন হলো সার্চ কমিটি

ঢাকা ডেস্ক: পরবর্তী নির্বাচন কমিশন গঠনে করা নতুন আইনের আওতায় সার্চ কমিটি গঠন করেছেন প্রেসিডেন্ট মো. আবদুল হামিদ। শনিবার (৫ ফেব্রুয়ারী) এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

পীর হাবিবুর রহমানকে অশ্রুসিক্ত বিদায়



ঢাকা ডেস্ক: শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় প্রখ্যাত সাংবাদিক, কলামিস্ট ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের নির্বাহী সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমানকে শেষ বিদায় জানাল সহকর্মী, ঢাকাবাসী সহ সিলেটবাসী। সর্বশেষে (বাকি অংশ ৪ পাতায়)

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
MOST POPULAR IT COURSES:
❑ Software Testing with Selenium
❑ & Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930, (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
89-16 175th St., CF-4, Jamaica, NY 11432
6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372


PG Production House
MEGA
Presents
Valentine Party
FREE ENTRY WITH DINNER
February
13
2022
5PM-12AM
PLACE:
QUEENS PALACE
37-11 57th St, Woodside, NY 11377
MUSIC BY
MATI BAND
উপস্থাপনায়: আনিসুর রহমান দিপু ও সাদিয়া খন্দকার
Grand Sponsor
Abdul Kader Miah
Founder
ABDUL KADER MIAH FOUNDATION
Convenor
লিটন চৌধুরী
কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট
MEDIA PARTNERS
BANGLA PRESS
বাংলাদেশ প্রতিদিন
আজকাল
CHANNEL
PG CARE PRO
Partha Gupta
Immigrant Elder Home Care LLC
Authorized Homecare
NURUL AZIM
516-451-3748
NASREEN K AHMED
Senior Legal Consultant
Chhetry & Associates P.C.
FAHAD SOLAIMAN
এটর্নী মঈন চৌধুরী
Arshad Waris
Community Activist
Md. Ashraf Ali Khan Liton
Community Activist
ABDULLAH SUPERMARKET
OZONE PARK
সৈয়দ রাব্বী
Mannan
HALAL SUPERMARKET
OZONE PARK, 718-848-0895
NYCDOCS
Abul Bashar Bhuiyan
Community Activist
DARPAN
MASPETH, 718-729-4014
Fayooz Hookha Lounge
Shamima, 347-208-8377
2808 Stanway Street
Astoria, NY 11103
Mohammad Zafar Ullah
Community Activist
ATM MASUD KHAN
Community Activist
Kawsar Ahmed
Community Activist
SYLHET MOTORS
MORE INFO: JABUN NAHAR- 646-571-5558, 917-569-4932, 917-214-6508

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // February 7 // 2022

এরদোগান স্বস্ত্রীক করোনায় আক্রান্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান করোনাভাইরাসের তীব্র সংক্রমণশীল ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হয়েছেন। গতকাল শনিবার টুইটারে তিনি এই ঘোষণা দিয়েছেন। টুইটারে এরদোগান জানান, তিনি ও তার স্ত্রী এমিলি এরদোগান করোনাভাইরাসের মৃদু উপসর্গে ভুগছেন। রয়টার্স। তুর্কি প্রেসিডেন্ট জানান, এ অবস্থায় তিনি বাড়ি থেকে কাজ চালিয়ে যাবেন। এ সময় তিনি সবার কাছে দোয়া যান। তুর্কি ফার্স্টলেডি এমিনি এরদোগান টুইটে বলেন, আমরা আশা করছি শিগগিরই এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারব। আমরা আপনার প্রার্থনার জন্য অপেক্ষা করছি। শনিবার (৫ ফেব্রুয়ারী) এরদোগানের উত্তর তুরস্কে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরে তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এর আগে গত বৃহস্পতিবার ইউক্রেন সফর করেন এরদোগান। ওইদন রাজধানী কিয়েভে পৌঁছে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সাথে বৈঠক করেছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকায় গত বছর নভেম্বরে প্রথম শনাক্ত হয় করোনাভাইরাসের ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট। অনেক বিশেষজ্ঞ বলে আসছেন, ডেল্টার মতো ওমিক্রন গুরুতর নয়। হাসপাতালে ভর্তি হতে হচ্ছে কম, মৃত্যুও কম। কিন্তু পরিস্থিতি দেখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, ওমিক্রনকে মৃদু ভাবা ঠিক হচ্ছে না।



জেবিবিএ' (হারুন-ফাহাদ) কার্ষকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: 'হারুন-ফাহাদ' নেতৃত্বাধীন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)-এর নব নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি হারুন ভূঁইয়া এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলাইমান।

সভায় বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয়। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান, পবিত্র ঈদ উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটসে আলোকসজ্জা, জেবিবিএ'র অফিস চালু, জ্যাকসন হাইটসে স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশী কনসাল জেনারেলের সাথে জেবিবিএ'র কর্মকর্তাদের সভা, মহান একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপন প্রভৃতি। এছাড়াও জেবিবিএ-কে শক্তিশালী সংগঠন করার লক্ষ্যে কার্যকরী কমিটির নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন। পরিশেষে জেবিবিএ'র নেতৃবৃন্দ সহ প্রবাসে করোনায় আক্রান্ত হয়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ঋতুপর্ণার স্মৃতিতে লতা মঙ্গেশকর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে রোববার (৬ ফেব্রুয়ারী) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন উপমহাদেশের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকর। ৯২ বছর বয়স হয়েছিল মৃত্যুর সময়। করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কোকিলকণ্ঠীর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করলেন টলিউড অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া গান ছবিতে তার ঠোঁটে থাকবে, এ স্বপ্ন ছিল দেশের প্রতিটি অভিনেত্রীরই। সেই তালিকায় ছিলেন স্বয়ং ঋতুও। 'লতাজি'র গানে ঠোঁট মেলাতে পেরে তিনি যে যে কতটা ভাগ্যবান, সে কথাও এদিন অকপটে জানালেন ঋতু।

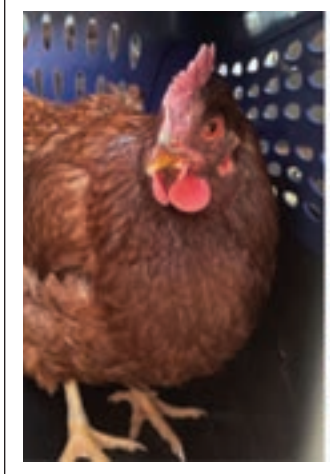
ছবির নাম 'আমার ভালোলাগা, আমার ভালোবাসা'। ঋতুপর্ণা-ফেরদৌস অভিনীত এই ছবিতে গান গেয়েছিলেন লতা। ছবির দৃশ্যে দেখা গিয়েছে, মঞ্চে মাইক হাতে গান গাইছেন ঋতু। লত মঙ্গেশকরের প্রয়াণে পুরনো দিনের স্মৃতিচারণা করলেন ঋতুপর্ণা।

ভারতীয় একটি গণমাধ্যমকে ঋতুপর্ণা বলেন, 'আমার নিজের কাছে তা ছিল বিরাট পাওয়া। বহুবছর আগে দেখেছিলাম তাকে। তার থেকে আশীর্বাদ নিয়েছিলাম।'

পেন্টাগনে অনধিকার প্রবেশে গ্রেফতার মুরগি!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগনের নিরাপত্তার ফাঁক গলে ঢুকে পড়েছিল একটি মুরগি। তা নিয়েই তুমুল হইচই পড়ে যায় পেন্টাগনে। অবশেষে গ্রেফতার করা হয়েছে সেই মুরগিটিকে। খবর দ্যা গার্ডিয়ানের।

পেন্টাগন এবং আশপাশের এলাকা নিরাপত্তাবেষ্টনীতে মোড়া। কাকপক্ষীতেও সেই নিরাপত্তার নজর এড়িয়ে ঢুকে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। যে নিরাপত্তাবেষ্টনীকে কোনো মানুষ ভাঙতে পারে না, আশ্চর্যজনকভাবে সেই বেষ্টনীকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি পেন্টাগনের ভেতরে ঢুকে পড়ায় শোরগোল পড়ে যায়। আমেরিকার নিরাপত্তাসংক্রান্ত সদর কার্যালয়ে গত সোমবার (৩১ জানুয়ারী) সেই মুরগিটি উদ্ধার করা হয়েছে। একটি প্রাণী সংস্থাকে এর পর ডাকা হয়। তার পর তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় 'আসামি'কে। মুরগিটির একটি নামও দিয়েছেন পেন্টাগনের কর্মীরা। নাম দেওয়া হয়েছে 'হেনি পেনি'।





Hillside Medical & Pain Management

164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432

Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F



পীর হাবিবুর রহমানকে অশ্রুসিক্ত বিদায়

(প্রথম পাতার পর)

সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অশ্রুসিক্ত শতশত শুভাকাঙ্খির উপস্থিতি তৈরি করেছিল শোকাবহ পরিবেশ। শেষ বিদায়কালে সবার ছিল একটাই চাওয়া 'আল্লাহ যেন পরপারে জান্নাতবাসী করেন তাকে'।

পীর হাবিবুর রহমানকে শেষ বিদায় জানাতে প্রচন্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে রোববার (৬ ফেব্রুয়ারী) রাত ৮টা থেকে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হতে থাকেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। রাত ১০টায় তার মরদেহবাহী অ্যাম্বুলেন্সটি এসে পৌঁছায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। তখন শহীদ মিনারে অপেক্ষা করছিলেন শত শত মানুষ। অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর পীর হবিবুর রহমানের মরদেহ দেখে অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এ সময় সম্মিলিত নাট্য পরিষদের সভাপতি মিশফাক আহমদ মিশু ও শিক্ষাবীদ প্রণব কান্তি দেবের উপস্থাপনায় পীর হবিবুর রহমানের কর্মজীবন নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন সিলেট সাংবাদিক ইউনিয়নের আহবায়ক লিয়াকত শাহ্ ফরিদী, দৈনিক যুগান্তরের সাবেক ব্যুরো প্রধান রেজওয়ান আহমদ, বাংলাদেশ প্রতিদিন সিলেট অফিসের নিজস্ব প্রতিবেদক শাহ্ দিদার আলম নবেল, প্রথম আলো সিলেট অফিসের সাবেক নিজস্ব প্রতিবেদক উজ্জ্বল মেহেদী। উপস্থিত সিলেটবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন পীর হাবিবুর রহমানের পরিবারের পক্ষ থেকে তার ছেলে আহনাফ ফাহমিন অন্তর ও ছোট ভাই পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ এমপি।

এসময় আহনাফ ফাহমিন অন্তর বলেন, 'তার বাবা সারাজীবন দেশ, মানুষ ও গণতন্ত্রের কথা লিখে গেছেন। মানুষকে ভালোবেসে তিনি জীবন কাটিয়েছেন। তিনি সবসময় সিলেট ও সুনামগঞ্জের মাটি ও মানুষের গল্প করতেন। শীতের রাতে শহীদ মিনারে বিশাল মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করেছে সিলেটের মানুষও তাকে মনপ্রাণ উজাড় করে ভালোবাসতেন।'

পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ এমপি বলেন, 'পীর হাবিব ভাই যা বিশ্বাস করতেন তাই লিখতেন, তাই বলতেন। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি কখনো বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতার ক্ষেত্রে কোনো আপস করেননি। সাংবাদিকতা পেশাকে তিনি ইবাদত মনে করতেন। তিনি সিলেটের মানুষকে হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসতেন। তার জীবনের শেষ লেখাটিও ছিল সিলেট নিয়ে।'

স্মৃতিচারণ শেষে পীর হাবিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। যেসব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় তার মধ্যে ছিল- সিলেট জেলা প্রেসক্লাব, সিলেট প্রেসক্লাব, ইলেকট্রনিক মিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন-ইমজা, সিলেট সাংবাদিক ইউনিয়ন, সিলেট ফটোজার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ প্রতিদিন সিলেট অফিস, দৈনিক যুগান্তর সিলেট অফিস, সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র, সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ, সিলেট জেলা ও মহানগর জাসদ, সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতি, সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা, সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থা, সিলেট জেলা ও মহানগর যুব-লীগ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, সম্মিলিত নাট্য পরিষদ, সিলেট ক্লাব, সিলেট স্টেশন ক্লাব, টি-লাগড় ক্লাব, সিলেট মহানগর ছাত্রলীগ, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ, যুক্তরাজ্য জাসদ, ইনোভেটর, দেশ ফাউন্ডেশন যুক্তরাজ্য, হৃদয়ে একাত্তর, বঙ্গবন্ধু লেখক ফোরাম, গোবিন্দগঞ্জ আবদুল হক স্মৃতি কলেজ, আমরা মুক্তযোদ্ধা সন্তান, জগন্নাথপুর সমিতি, সুনামগঞ্জ সমিতি, সিলেটভিউটোয়েন্টিফোরডটকম, বাংলাভিউ, বাধন সাহিত্য সংস্থা, আহ্বান সাংস্কৃতিক সংগঠন, গণমাধ্যম কমিশন, ইব্রাহিম স্মৃতি সংসদ, বাংলাদেশ শহিদ স্মৃতি সংসদ, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, বন্ধু এক্সপ্রেস সুনামগঞ্জ।

এক ঘণ্টা সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর রাত ১১টায় মরদেহবাহী অ্যাম্বুলেন্সটি সুনামগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

উল্লেখ্য, শনিবার (৬ ফেব্রুয়ারী) বিকালে হাস-পাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পীর হাবিবুর রহমান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শনিবার বাদ এশা রাজধানীর উত্তরা ৪ নং সেক্টর পার্ক জামে মসজিদে তার প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার দুপুর ১২টায় সুনামগঞ্জ পৌর শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হবে পীর হাবিবুর রহমানের মরদেহ। এরপর বাদ জোহর সুনামগঞ্জ কেন্দ্রীয় মসজিদে এবং নিজ গ্রাম মাইজবাড়ীতে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে পিতা-মাতার কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন পীর হাবিবুর রহমান। তার জন্ম ১৯৬৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী সুনামগঞ্জ শহরে।

'অর্ধভাষী' হয়ে উঠছে শিশু কিশোররা

(প্রথম পাতার পর)

গেল হাঁসজারু, কেমনে তা জানি না।' নতুন প্রজন্মের মধ্যে ভাষা প্রয়োগ, ব্যবহার ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভাষার মিশ্রণ ও শব্দের বিকৃত উপস্থাপনে অর্ধভাষীরা মূলত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়ের এই 'খিচুড়ি' কবিতার মতোই। এ সময়ে এসে ছড়ার 'হাঁসজারু' হয়ে উঠেছেন অনেক তরুণ শিক্ষার্থী ও বেসরকারি রেডিও চ্যানেলের উপস্থাপকরা। তারা নিত্যদিনের কাজকর্মে চলাফেরায় বাংলা-ইংরেজি বা বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি মিশ্রিত বিকৃত শব্দ উচ্চারণ করছেন। ভাষা বিশ্লেষকরা বলছেন, এসব 'বাংলিশ' বা অর্ধভাষী শব্দ প্রয়োগের প্রভাব পড়ছে শিশুদের ওপর। এভাবে চলতে থাকলে নিকট ভবিষ্যতে বাংলা ভাষার মৌলিকতা ও অস্তিত্ব সংকটে পড়তে পারে বলে মনে করছেন তারা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে অনেক অভিভাবক জোর করে তাদের সন্তানদের ইংরেজি শেখাচ্ছেন। এর ফলে বর্তমান প্রজন্ম বাংলাও শিখছে না, ইংরেজিও শিখছে না। দ্বিভাষী না হয়ে তারা অর্ধভাষী হয়ে উঠছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মিল্টন বিশ্বাস বলেন, বাংলা বলতে গিয়ে ইংরেজি বলা কিংবা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার বিকৃত উপস্থাপনের একটা বিচিত্র প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'অর্ধভাষী' প্রবণতা সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে গেছে। এভাবে কথা না বললে যেন তাদের মর্যাদাই থাকে না।

তিনি বলেন, বাংলা ভাষা ব্যবহারে সকলকে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে শব্দের বানান ও উচ্চারণ সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। শিক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রথম দায়িত্ব পরিবারের লোকজনের। তবে স্কুল পর্যায়েই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের শব্দের বানান ও উচ্চারণ শেখাতে হবে। তবেই এই জায়গা থেকে তরুণরা বেরিয়ে আসতে পারবে।

শিশুদের ওপর প্রভাব: ইন্টারনেটের বদৌলতে তিন বছর বয়স থেকেই বাবার মোবাইলে হিন্দি কার্টুন দেখছে সানজানা। বাংলা ভাষার বদলে দ্রুতই তার আয়ত্তে চলে আসে হিন্দি ভাষা। 'মা, মুঝে এক চকলেট খিলা দো', 'কেয়া হুয়া', 'মুঝে বল দে দো', 'মা কুছ ইন্তেজার কারো..' ছোট্ট সানজানার টানা হিন্দি ভাষার ব্যবহার পরিবারের সবাইকে চিন্তায় ফেলে দেয়। পরবর্তীকালে হিন্দি ভাষার পাশাপাশি সে বাংলা ভাষায় কথা বলাও শুরু করে।

রাজধানীর দক্ষিণখানের এক দম্পতির ৫ বছর ও ১১ বছর বয়সী দুই মেয়ে। দিনের অধিকাংশ সময়ই মায়ের মোবাইলে ইউটিউবে কোরিয়ান ভাষায় তৈরি কার্টুন, নাচ ও গান দেখে তারা। এক পর্যায়ে দেখা যায় বাংলার পরিবর্তে তারা কোরিয়ান ভাষায় গান গাইতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এমনকী ভাঙাচোরা কোরিয়ান ও হিন্দি ভাষায় কথাও বলে তারা।

শিশু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্তমান সময়ে পাঁচ বছরের শিশু থেকে ১২ থেকে ১৩ বছরের শিশুরা অস্বাভাবিকভাবে ঝুঁকে পড়ছে হিন্দির দিকে। ভিন্ন ভাষা জানা বা শেখা দোষের কিছু না হলেও জীবনের পরতে পরতে হিন্দি, কোরিয়া, ইংলিশ ভাষার ভাঙাচোরা ব্যবহার ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে শিশুদের ওপর।

অনেকে বলছেন, 'টম অ্যান্ড জেরি', 'মিকি মাউস', 'পাপাই দ্য সেইলর', 'বাগস বানি' কার্টুনগুলো শিশুদের নির্মল আনন্দ দিলেও তাদের মস্তিস্কে ঢুকিয়ে দিচ্ছে এই ভাঙাচোরা ভাষা।

সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক শারমীন নাহার বলেন, ভাষার জন্য রক্ত দিয়ে গর্বিত যে জাতি, তার জন্য এটি বড় বেদনার। তিনি বলেন, বাংলা ভাষার প্রচলিত ধারাকে যেন বিকৃত করা না হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

বাঙালীর হাজার বছরের সংগ্রামী ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন ও অমর একুশে এক মহান সংযোজন। একুশের পথ বেয়েই মাতৃভাষা বাংলা এসেছে।

দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক বলেন, 'ভাষা মিশ্রভাবে ব্যবহার করা ভালো নয়। স্বাস্থ্যকর নয়। কেউ ইংরেজি ভাষায় কথা বলা প্রয়োজন মনে করলে ইংরেজিতেই বলুক। কিন্তু মাতৃ ভাষা বাংলা হওয়ায় আমাদের বাংলা ভাষাতেই কথা বলতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, প্রমিত বাংলা শব্দের বানান এবং উচ্চারণ সুনির্দিষ্ট। বাংলা ভাষাকে মিশ্রিত বা বিকৃত করে বলার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সর্বোপরি সরকারকে বাংলা ভাষার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (দৈনিক সমকাল)



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

একটি ব্যতিক্রমী আত্মহত্যা

বুধবার (২ ফেব্রুয়ারী) রাতে রাজধানীতে এক ব্যতিক্রমী আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। চিত্রনায়ক রিয়াজের শ্বশুর আবু মহসিন খান ৫৮ বছর বয়সে ফেসবুক লাইভে তার ব্যক্তিজীবনের নানা হতাশার কথা শেষ করে পিস্তল দিয়ে মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন।

ক্যানসারে আক্রান্ত মহসিন খান ফেসবুক লাইভে বলেন, তার জীবনের অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করার উদ্দেশ্যেই তিনি লাইভে এসেছেন। তিনি বলেন, তিনি সম্পূর্ণ একা। তার এক খালা মারা যাওয়ার পর তার মনে এমন ভয় জন্মেছে যে, তিনিও মারা যাবেন এবং তিনি এতই একা যে, তার ফ্ল্যাটে তার মৃতদেহের খবর এক সপ্তাহ কেউ জানতে পারবে না।

ফেসবুকের অডিয়েন্সকে উদ্দেশ করে তিনি বলেছেন- ছেলে বলেন, মেয়ে বলেন, স্ত্রী বলেন, কেউ আপনার নয়। তিনি বলেন, এমনকি তার বাবাও তাকে সম্পত্তি ঠিকমতো বুঝিয়ে দেননি। তার বন্ধুরা ও যাদের ওপর তিনি আস্থা রেখেছিলেন, তারাও তার সঙ্গে আর্থিক প্রতারণা করেছে। সবটা মিলিয়ে নিজের ওপর তার এমন বিতৃষ্ণা জন্মেছে যে, তার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করছে না।

আবু মহসিন খানের আত্মহত্যা-পূর্ব বক্তব্য আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। আমাদের ধারণা, যারাই ফেসবুক লাইভে তার বক্তব্য শুনেছেন কিংবা পত্রিকায় তা পড়েছেন, তাদের সবাই তার মৃত্যুতে গভীরভাবে আপ্লুত হয়েছেন। মহসিন খান বলেছেন-একা থাকা যে কী কষ্ট, যারা একা থাকে, তারাই তা বলতে পারবেন। তার এ কথার সূত্র ধরে বলতে হয়, বিচ্ছিন্নতাবোধ আমাদের অনেককেই এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, তারা জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না।

আমাদের পরিবারগুলো ক্রমেই ভেঙে যাচ্ছে, পারিবারিক বন্ধন টুটে যাচ্ছে আর এ প্রক্রিয়ায় অনেককেই বেছে নিতে হচ্ছে একাকী জীবন। আবু মহসিন খান তাদেরই একজন। তিনি সমাজ-বিচ্ছিন্নতার এক অসহায় শিকার। আমরা বলব, তিনি এক প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র, যার মতো আমাদের অনেকেই সার্বক্ষণিক মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন। তারা হয়তো আবু মহসিনের মতো আত্মহত্যা করছেন না; কিন্তু তারা জীবন্মৃত অবস্থায় দিন পার করছেন।

আবু মহসিন খান যেসব কারণে আত্মহত্যা করেছেন, সেগুলোর অন্যতম হলো-তিনি নানাভাবে প্রতারিত হয়েছেন। বিভিন্ন মানুষের কাছে তার ৫ কোটির অধিক টাকা থাকলেও সেই টাকা তিনি ফেরত পাননি। বলা বাহুল্য, এটা আমাদের সমাজে প্রতারণার এক সাধারণ চিত্র।

প্রতারণা যারা করে তারা বুঝতে পারে না প্রতারিতের মর্মজ্বালা। আবু মহসিন ফেসবুক লাইভে তার টাকা আত্মসাতের জন্য যাদের দায়ী করেছেন, আমরা চাইব তাদের বিরুদ্ধে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আবু মহসিনের আত্মহত্যা আমাদের সমাজের কিছু রূঢ় বাস্তবতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে সবাইকে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি একেকটি জীবন কীভাবে নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে আছে। পারস্পরিক সহমর্মিতা ছাড়া, অন্যের দুঃখ উপলব্ধি করার বোধ ছাড়া এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করে অন্যকে কষ্ট দেওয়ার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের। তাহলেই সম্ভব হবে এমন অনাকাঙ্খিত আত্মহত্যা রোধ করা।

বিশ্বে 'নতুন স্নায়ুযুদ্ধ' আসন্ন?

ভিনসেন্ট নি ও এন্ড্রু রথ

চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠান উদ্বোধনের আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের শুক্রবারের (৪ ফেব্রুয়ারী) বৈঠককে পর্যবেক্ষকরা দেখছেন বিশেষভাবে। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাশিয়া ও চীনের শীর্ষ নেতৃত্বের এ বৈঠক একবিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধপরবর্তী এক নতুন স্নায়ুযুদ্ধের পথে বিশ্ব। আমাদের মনে আছে, ৫০ বছর আগের এই মাসে অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ সালে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও চীনের প্রেসিডেন্ট মাও সে তুংয়ের মধ্যকার ঐতিহাসিক করমর্দন সেসময় স্নায়ুযুদ্ধের জ্যামিতি পাল্টে দিয়েছিল। ঐতিহাসিকরা ওই সফর সম্পর্কে বলেছিলেন, সেটি ছিল এমন সপ্তাহ যেটি বিশ্বকে বদলে দিয়েছিল। ওই ঘটনার ফলেই পরবর্তী সময়ে মস্কোর সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্ক সহজ হয়।

এখন ৫০ বছর পর আমরা আরেকটি স্নায়ুযুদ্ধের কথা বলছি। সেটি যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে। যার ফলে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো এবং চীনের রাজধানী বেইজিং আরও ঘনিষ্ঠ হতে যাচ্ছে। ইউক্রেন সংকটের মধ্যে বেইজিং গত সপ্তাহে মস্কোর নিরাপত্তার বিষয়ে ন্যাটো সম্পর্কে প্রকাশ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বৃহস্পতিবার (৩ ফেব্রুয়ারী) এক বিবৃতিতে বেইজিং বলেছে, চীন এবং রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ইউক্রেন, আফগানিস্তান, কোরিয়া উপদ্বীপসহ আঞ্চলিক অভিন্ন বিষয় দেখভাল করছেন। গ্লোবাল চায়না হাবের জ্যেষ্ঠ পরিচালক ডেভিড শালম্যান বলেছেন, ২০১৩ সাল থেকে এটি ভদ্মাদিমির পুতিন ও শি জিনপিংয়ের মধ্যকার ৩৮তম বৈঠক। এবারের বৈঠকটি বৈদেশিক নীতির দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেছেন, ইউক্রেন প্রসঙ্গে রাশিয়ার অবস্থানের ব্যাপারে চীন যে ভাষায় কথা বলেছে, পুতিন তার প্রশংসা করেছে। এটি প্রমাণ করছে, ক্রেমলিন (রাশিয়া) আন্তর্জাতিকভাবে একঘরে নয়। তিনি আরও বলেছেন, যখন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্য দেশগুলো কূটনৈতিক বয়কট খেলা খেলছে, ঠিক সে সময় পুতিনের সফর চীনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

এখন ৫০ বছর পর আমরা আরেকটি স্নায়ুযুদ্ধের কথা বলছি। সেটি যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে। যার ফলে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো এবং চীনের রাজধানী বেইজিং আরও ঘনিষ্ঠ হতে যাচ্ছে। ইউক্রেন সংকটের মধ্যে বেইজিং গত সপ্তাহে মস্কোর নিরাপত্তার বিষয়ে ন্যাটো সম্পর্কে প্রকাশ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

পুতিনের সঙ্গে এ বৈঠক মূলত দুই বছরের মধ্যে শারীরিকভাবে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে অন্য কোনো বিশ্বনেতৃত্বের প্রথম সফর। এ সময় চীনের প্রপাগান্ডা আমরা দেখেছি। চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়ায় দুই দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বের প্রশংসা করে এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। বলা বাহুল্য, পুতিন-শি জিনপিংয়ের এ বৈঠক যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পশ্চিমা প্রধান দেশ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে- এটাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে ইউক্রেনের বিষয়টিও প্রধানত সামনে আসছে। ২০১৪ সালে পশ্চিমা বিশ্বের সমালোচনার মধ্যেও রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে নেয়। ফলে পুতিন বিকল্প হিসেবে শি জিনপিংয়ের সমর্থন প্রত্যাশা করেন। ফলে বেইজিং ৪০০ বিলিয়ন ডলারের ৩০ বছর মেয়াদি একটি গ্যাসের চুক্তি স্বাক্ষর করে।

যেহেতু ইউক্রেন সংকট এখন তুঙ্গে; তাই রাশিয়া আবারও আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবিলা করছে। সে জন্যই রাশিয়া পশ্চিমাদের বিপরীতে একটি শক্তিশালী মিত্রের সন্ধান করছিল। এ অবস্থায় চীনকে রাশিয়ার প্রয়োজন। তবে চীন খুবই বাস্তববাদী এবং সুযোগ কাজে লাগাতে পটু। দিন দিন চীনের দরকষাকষির অবস্থান শক্তিশালী হচ্ছে। সুতরাং শিগগিরই চীনের সঙ্গে রাশিয়ার চুক্তি হওয়া প্রয়োজন। ১৫টি চুক্তি ও সমঝোতা স্বাক্ষরের বাইরেও উভয় দেশ নিরাপত্তাসহ বৈশ্বিক বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছে। বেইজিং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রয়োজন বিবেচনা করছে। চীন বলছে, একটি দেশ অন্য কোনো দেশের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে না। চীন আলোচনার মাধ্যমে ইউরোপের নিরাপত্তা নিশ্চিতে জোর দিয়েছে। সিনহুয়ায় প্রকাশিত নিবন্ধে পুতিন জাতীয় মুদ্রার কথা বলেছেন। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতারা হুঁশিয়ার করে বলেছেন, রাশিয়া ইউক্রেনে নতুন কোনো আগ্রাসনের চিন্তা করলে সেখানে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করবে। চীনের সঙ্গে রাশিয়ার দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে বিদ্যুতের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সাইবেরিয়ার পাইপলাইন দিয়ে গ্যাস আনা-নেওয়ার বিষয়টি আলোচনা হলেও তার বাস্তবায়নে স্বাভাবিকভাবেই অনেক সময় লেগে যাবে। সেটি অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ।

২০১৯ সালের শেষে করোনাভাইরাস সংক্রমণের পর **(বাকি অংশ ৯ পাতায়)**



ড. মাহবুব হাসান

ইউক্রেন, সম্পর্কের পারদ ওঠে নামে

এই শীতকালে তাপমান যন্ত্রের পারদ নিচের দিকে নেমে থাকার কথা। সেটা প্রাকৃতিক কারণেই হয়ে থাকে। কিন্তু সম্পর্কের পারদ উপরের দিকে ধাবমান আজ, এই তুষারাক্রান্ত শীতকালেও। মানবসমাজের সহাবস্থানের ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট সম্পর্কের পারদ আজ উভয় দিক থেকেই উপরের দিকে উঠছে। তা যেন থামার কোনো লক্ষণ নেই। দু'পক্ষই একের পর এক তুরুপের তাস খেলে চলেছেন। বাক্যবিনিময় তো ছিলই, বাক্যবাণ ছোড়া হয়েছে মহাকাশপথে, আর তার কেন্দ্র হচ্ছে ইউক্রেন।

পশ্চিমাঘেঁষা দেশ যেমন ইউক্রেন, তেমনি রাশিয়ার সীমান্তবর্তী দেশও। বলা যেতে পারে দেশটি রাশিয়া ও ইউরোপের মধ্যকার এক সেতুবন্ধ। রাশিয়া থেকে যত জ্বালানি তেল ও গ্যাস রফতানি হয় ইউরোপে তার প্রায় সব পাইপলাইনের মাধ্যমে। সেসব পাইপলাইন গেছে ইউক্রেনের ভেতর দিয়ে। ফলে ইউক্রেন রাশিয়া ও ইউরোপের সংযোগ দেশ হয়ে ওঠায় এর গুরুত্ব নানা কারণে। প্রথমত বাণিজ্যের কারণে রাশিয়া চায় ইউক্রেনের ক্ষমতায় এমন একজন থাকুন, যিনি রাজনৈতিকভাবে ও মানসিকভাবে হবে রাশিয়ানপন্থী। ওই দেশটায় বসবাস করেন জাতিগত রাশিয়ানদের একটি বড় অংশ। তারা এখন রাশিয়ার পক্ষে কাজ করছে। যারা পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে, বর্তমান প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিসহ, তারা ইউরোর দিকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর ক্ষমতায় বসেছিল মস্কোপন্থী সরকার। তিনি চেষ্টা করেছিলেন ইউরোপের উন্নয়ন সহযোগিতায় দেশের উন্নয়ন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক সহ্য করেননি রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন। তারই সামরিক সহযোগিতায় রাশিয়ানপন্থীরা রাজনৈতিক প্রতিবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করলে তিনি ক্ষমতা ছেড়ে পালতে বাধ্য হন। এই সুযোগে ২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া উপদ্বীপ দখল করে নেয়। বহুদিন ধরেই এই দ্বীপটি নিজেদের করতলে নেয়ার চেষ্টায় ছিল রাশিয়া। কারণ এই দ্বীপটি রাশিয়ার জন্য একমাত্র উষ্ণ পানির উৎস। রাশিয়ার লোকেরাই কেবল নয়, পৃথিবীর মানুষেরাও জানেন শীত ও বরফপ্রধান দেশে গরম ও মিঠা পানির মূল্য কতটা। সোভিয়েত ইউনিয়ন কালে ক্রিমিয়া উপদ্বীপ ইউক্রেনের সাথে জুড়ে দেন নিকিতা ক্রুশ্চেভ। সেই থেকে, সেই ১৯৫৪ সাল থেকেই ক্রিমিয়া ইউক্রেনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভেঙে পড়ার মুহূর্তে তো আর কিছু করার মন থাকে না ক্ষমতাবানদের, তাই ক্রিমিয়ার কথাও তারা ভাবেননি। কিন্তু এককালের গোয়েন্দা, কেজিবির প্রধান পুতিন কর্তৃত্ববাদী শাসক হিসেবে আবির্ভূত হলে, তিনি তক্কে তক্কে ছিলেন, কী করে ক্রিমিয়া দখল করা যায়। সেই কাজ সম্পন্ন করার পর তিনি বাদ সাধলেন ইউক্রেনকে ইইউ ও ন্যাটোর সদস্য করার উদ্যোগে। রাশিয়ার এই দাবি আমেরিকা পাত্তা দেয়নি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি কিছুটা হলেও পাল্টে গেছে। ইউক্রেন নিয়ে সমরসজ্জা যতই এগিয়ে যাক না কেন, ন্যাটোর মহাসচিব বলেছেন, সদস্য দেশ নয় এমন কোনো রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধে যেতে তারা প্রস্তুত নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দেশটা আমেরিকা, সে বাধ্য করবে ন্যাটোকে তার পক্ষে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে।

দেশটির উন্নয়নের স্বার্থে এই উভয় পক্ষই চায় রাশিয়া ও ইউরোপের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে চলতে। মূলত সোভিয়েত পরবর্তী কাল থেকেই ইউক্রেনে রাজনৈতিক বিরোধের সূত্রপাত এখান থেকেই। রাশিয়া চায় না ইউক্রেন ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিক। সেটা হলে তার পরবর্তী পদক্ষেপই হবে ন্যাটোর সদস্য হওয়া। এটা রাশিয়া হতে দিতে চায় না। কারণ, তার রয়েছে বাণিজ্য স্বার্থ, রয়েছে সামরিক স্বার্থ, রয়েছে নিজ দেশের স্বার্থ। এ-সবের সাথে ক্ষমতায় থাকার স্বার্থ কিন্তু খাটো করে দেখার বিষয় নয়। পুতিন যে রাশিয়ায় বহু **(বাকি অংশ ১১ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

ফেব্রুয়ারি	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ফজর	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫	৫.৩৪	৫.৩৩
সূর্যোদয়	৬.৫৮	৬.৫৮	৬.৫৫	৬.৫৩	৬.৫২	৬.৫১	৬.৫০
জোহর	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০
আসর	৩.৪১	৩.৪২	৩.৪৪	৩.৪৫	৩.৪৬	৩.৪৭	৩.৪৮
মাগরিব	৫.২৩	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৮	৫.৩০	৫.৩১
এশা	৬.৪০	৬.৪১	৬.৪২	৬.৪৩	৬.৪৪	৬.৪৫	৬.৪৬

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

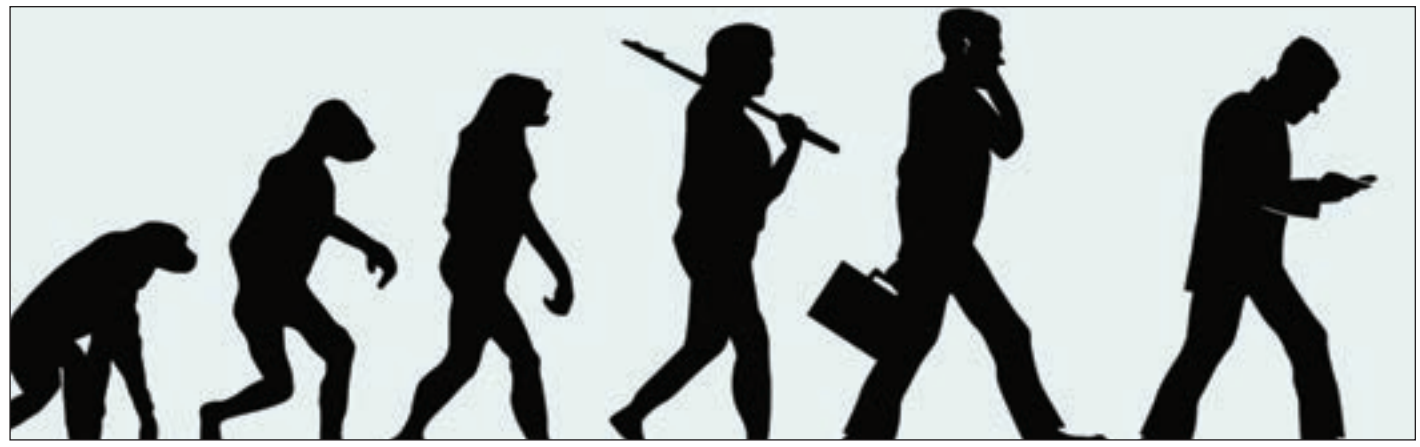
সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মানসিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে

ড. নিয়াজ আহম্মেদ

মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা ও আত্মহত্যার হার আমাদের দেশে ক্রমাগত বাড়ছে। গত ছয় মাসে ফেসবুক লাইভে এসে চারজন আত্মহত্যা করেন। সর্বশেষ গত বুধবার ফেসবুক লাইভে এসে আত্মহত্যা করেন আবু মহসিন নামে একজন। বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি।

আঁচলের জরিপে তা বেরিয়ে এসেছে। করোনা আমাদের স্বাভাবিক জীবনের ছন্দঃপতন তৈরি করেছে। ব্যতিক্রমী জীবনে নিজের এবং অন্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে না পাড়ার কারণে প্রচ- মানসিক চাপ, অস্থিরতা ও কষ্ট অনেকে সইতে পারে না। পারিবারিক ও সামাজিক সংকট অস্থিরতাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। যে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে আমরা বসবাস করছি সময়, পারিবারিক ভূমিকা, বিভিন্ন ধরনের টানাপড়েনে–সেই সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। সম্পর্কের টানাপড়েন, অবহেলা, বঞ্চনা, প্রতারণা ও না পাওয়ার বেদনা আমাদের প্রতিনিয়ত মুখোমুখি করছে। আমরা সব ক্ষেত্রে সফল হতে চাই। কিন্তু সাফল্যের পরিবর্তে যা কিছু আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা থেকে যেন আমরা একটু দূরে। ফলে আমাদের মধ্যে কাজ করছে হতাশা, একাকিত্ব এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ। আমাদের অনেককে নানা কারণেই একা থাকতে হচ্ছে। আবার একা না থাকলেও মানসিক কারণে আমার মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ কাজ করে। বিষয়টি এমন নয় যে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে একা কোথাও থাকছি। সবার মাঝেই আছি; কিন্তু আমি একা। কারো সঙ্গ আমার একাকিত্ব দূর করতে পারে না। অন্যের কাছে মনে হতে পারে মানুষটি তো ভালোই আছে; কিন্তু সবার মধ্যে থেকেও তিনি একা।

জীবনে দুঃখের শেষ নেই এমন ভাবা যাবে না। নিজেকে একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ না রেখে নগণ্য বিষয়ে অস্থির হওয়া যাবে না। কাজ করা, নিজেকে বিপজ্জনক ও অনিশ্চয়তা থেকে দূরে না রাখা, লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সঠিক নির্দেশনা না থাকা, ভালো সাফল্যেও সন্তুষ্ট না হওয়া, আমার সব কর্মকা- আমি নির্দেশক এমনটি না ভাবা–এ ধরনের মনোভাব একজনের মধ্যে থাকলে তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ কাজ করে। বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে মুক্ত হতে না পারলে তা আত্মহত্যার কারণ হতে পারে।



আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন ওঠাবসা, কথাবার্তা ও সময় কাটানো আজ আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে বন্দি। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ এখন বিয়ে, জন্মদিন এবং মৃত্যুর দিন ছাড়া খুব একটা হয় না। আগে আমরা একজন আরেকজনের বাসায় যেতাম ও আড্ডা দিতাম। এখন তা কমে গেছে। আমরা যেমন ব্যস্ত থাকি, সময় পাই না, আবার এটাও ভাবি এভাবে গেলে অন্যে কী ভাববে। অন্যের সঙ্গে খোলা মনে আমরা কথাও এখন কম বলি। যেন সব ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিকতার ছোঁয়া। আমরা সময় পেলে ঘুরতে যাই পর্যটনকেন্দ্র কিংবা কোনো রিসোর্টে। সেখানে একান্তে সময় কাটাতে পছন্দ করি। সময় কাটানোর জন্য গ্রামে যাই না। সেখানে অনেক আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সবার সঙ্গে সময় কাটানো যায়।

আমরা নিজেরা যেমন একাকী থাকতে চাইছি, তেমনি সন্তানদেরও একাকী থাকতে উৎসাহিত করছি। তাদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছি মোবাইল ফোন। সম্পর্কের প্রকাশভঙ্গিতে প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। এককথায় প্রযুক্তিনির্ভর সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। মানুষের পরিবর্তে প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে আমরা পছন্দ করছি। যার ফলে আমাদের মধ্যে কোনো সংকট এবং একাকিত্ব তৈরি হলে আমরা কাউকে কাছে পাই না। বন্ধু নির্বাচনেও আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। কেননা সেখানে প্রতারণা এবং সঙ্গ খারাপ হলে নিজেও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আমাদের আরো সতর্ক হতে হয় ছেলে-মেয়েদের বেলায়।

বিশ্বায়নের যুগে আমাদের অনেক কিছু সহজে মেনে নিতে হবে। যে কারণেই হোক আমাকে একা থাকতে হতে পারে। এটি যেমন বাস্তবতা, তেমনি শারীরিকভাবে একা থাকলেও মানসিকভাবে যেন একা থাকতে না হয় সেই মানসিকতা তৈরি করতে হবে। নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব আমাদের জীবনের একান্ত সঙ্গী হয়ে আসতে পারে। একে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি দরকার। আমি একা নই–নিজের মানসিকতা এভাবে তৈরি করতে হবে। আমার আশপাশে অনেক মানুষ এবং উপাদান আছে, যাদের আমি আঁকড়ে ধরে থাকতে পারি।

আমরা বেঁচে থাকি কাজের মধ্য দিয়ে। নিজের মধ্যে এমন এক জগৎ তৈরি করতে হবে যেখানে আপনার কাছের মানুষগুলো না থাকলেও আপনি ভালো থাকতে পারেন। নিজের মতো করে ভালো থাকতে পারেন। নিজের হতাশা এবং একাকিত্ব দূর করার জন্য নিজেকে যুক্ত করতে পারেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে। বয়স্কদের বেলায় এটি বেশি প্রযোজ্য। কেননা তাঁদের জন্য আমাদের সেবাব্যবস্থা অপ্রতুল। নিঃসঙ্গতা এবং একাকিত্ব কমবেশি আমাদের সবার সঙ্গী। জীবনের কোনো এক অধ্যায়ে এসে এ সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করে। চাওয়া-পাওয়ার হিসাব না মিলিয়ে বাস্তবতাকে স্বীকার করতে হয়। আমার ভেতর এই মনোভাব থাকতে হবে যে আমার মানসিক সমস্যা রয়েছে। আমার ভেতর বিচ্ছিন্নতাবোধ কাজ করছে। কারো না কারো সঙ্গে আমার মানসিক সংকট নিয়ে আলোচনা করা উচিত এবং তা করতে হবে দ্রুত। তা না হলে অঘটন ঘটতে পারে। যাকে কাছে পাব তিনি যদি পরিবারের কাছের কেউ না-ও হন তার সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করব। আর পরিবারের সদস্যদের বন্ধু ভাবতে হবে। আমাদের দেশে ব্যাপকহারে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। থাকতে হবে ২৪ ঘণ্টা হেল্পলাইন। একটি কথা মনে রাখতে হবে, জীবনের মূল্য অন্য যেকোনো জিনিসের তুলনায় অনেক বেশি। যত কষ্টই থাক না কেন জীবন আনন্দ এবং উপভোগের। এখানে কষ্ট ও বেদনা থাকবে কিন্তু এর মধ্যেও আনন্দ আছে। আত্মহত্যা আমাদের কাছে কোনো সমাধান নয়, বরং হেরে যাওয়া। আমরা হেরে যেতে পারি না। আসুন, আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের সংকট নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করি, নিজের একাকিত্বকে অন্যের সঙ্গে বিনিময় করি এবং ভালো-মন্দ সব কিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে চেষ্টা করি। জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করে গড়ে তুলি।

লেখক : অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

সারসকভ-২ : আল্ফা থেকে ওমিক্রন

ডা: মো: তৌহিদ হোসাইন

করোনাভাইরাসের নামকরণ

ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা, ভ্যাকসিন ও ওষুধ তৈরির সুবিধার্থে তাদের জিনগত গঠনের ওপর ভিত্তি করে ভাইরাসের নামকরণ করা হয়ে থাকে। ভাইরাসের নামকরণের জন্য 'ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অন ট্যাক্সোনমি অব ভাইরাস' নামক একটি কমিটিও আছে। কিন্তু মহামারী চলাকালে বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থা এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

করোনাভাইরাস শব্দটি ল্যাটিন ভাষার 'করোনা' থেকে নেয়া হয়েছে যার অর্থ 'মুকুট'। কারণ দ্বিমাত্রিক সঞ্চালন ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ভাইরাসটির আবরণে লেগে থাকা ব্যাঙের ছাতা-আকৃতির গ্লাইকোপ্রোটিনের কাঁটাগুলোর কারণে এটিকে অনেকটা মুকুট বা সৌর করোনার মতো দেখায় এবং এসব প্রোটিনকে স্পাইক প্রোটিন বলে।

দি ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অন ট্যাক্সনমি অব ভাইরাসেস ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ সালে ঘোষণা করে যে, নব আবিষ্কৃত ভাইরাসটির নাম হবে সিভিয়ার অ্যাকিউট রেস্পিরেটরি সিন্ড্রম ভাইরাস-২। এ নাম এ জন্য ঠিক করা হয়েছিল যে, নব আবিষ্কৃত ভাইরাসের ২০০৩ সালে পৃথিবীতে প্রাদুর্ভাব সৃষ্টি করা আরেকটি ভাইরাস সিভিয়ার অ্যাকিউট রেস্পিরেটরি সিন্ড্রম ভাইরাসের সাথে জেনেটিকালি মিল ছিল। ভাইরাসটি দ্বারা সৃষ্ট রোগের অস্থায়ী নামকরণ করা হয় ২০১৯ সালে নভেল করোনাভাইরাস (এনসিওভি-১৯) বা হিউম্যান করোনাভাইরাস (এইচসিওভি-১৯)। এর পাশাপাশি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাসচিব ট্রেড্রস গ্যাব্রিয়াসেস আধানম ওই ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২০ সালে সারসকভ-২ দ্বারা সৃষ্ট রোগের নাম দেন করোনাভাইরাস ডিজিজ-১৯ বা কোভিড-১৯।

চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম শনাক্তকৃত ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট রোগ কোভিড-১৯ কে ৩০ জানুয়ারি ২০২০ সালে 'আন্তর্জাতিক উদ্বেগ সৃষ্টিকারী' রোগ হিসেবে ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। পরে ১১ মার্চ ২০২০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটিকে বিশ্ব মহামারী রোগ হিসেবে ঘোষণা করে।

করোনাভাইরাসের মিউটেশন কী?

সব ভাইরাসই সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনে তেমন ইম্প্যাক্ট পড়ে না। কিছু কিছু পরিবর্তনের জন্য যখন ভাইরাসের কার্যকর গুণাগুণের পরিবর্তন হয়, ছড়িয়ে পড়ার এবং রোগের গভীরতা বাড়িয়ে দেয়, ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়, রোগ নির্ণয়ে, চিকিৎসা দিতে সমস্যা সৃষ্টি করে তখনই ভ্যারিয়েন্টের প্রশ্ন দেখা দেয়। ভাইরাল র‍্যাপলিকেশনের সময়ে ত্রুটিপূর্ণভাবে আরএনএ জেনেটিক কোডে যে পরিবর্তন হয় তা-ই মিউটেশন।

অথবা ভাইরাল র‍্যাপলিকেশনের সময়ে আরএনএ'র নিউক্লিউটাইড সিকুইন্সে যে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটে তা-ই মিউটেশন।

মানুষের শরীরের বাইরে করোনাভাইরাসের কোনো বংশবৃদ্ধি নেই। এরা মানুষের শরীরের বাইরে শুধু ভাইরাসের বাইরের এনভেলপ মেমব্রেনটির মাধ্যমে কোনো রকমে টিকে থাকতে পারে- একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

কেবল মানুষের শরীরের নির্দিষ্ট কোষের ভেতরেই করোনাভাইরাসের বংশবৃদ্ধি হয়। আর বংশবৃদ্ধি র‍্যাপলিকেশনের মাধ্যমেই হয়।

সব ভাইরাসেই র‍্যাপলিকেশন হয়ে বংশবৃদ্ধি হয়। তাই বলে সব র‍্যাপলিকেশনেই মিউটেশন হয় না।

প্রকৃতির সব প্রাণীই চায় তার মৃত্যুর পর যেন তার বংশধারা বজায় থাকে।

র‍্যাপ্লিকেশন মানে, এক ভাইরাস থেকে আরেক ভাইরাসের হুবহু কপি করা। কিন্তু মানুষের যেমন অনেক কপি প্রিন্ট করতে গেলে কিছু না কিছু, ভুল কপি বের হবেই, তেমনি ভাইরাসও কালে-ভদ্রে তার কপি করতে গিয়ে ভুল কপি করে। এই ভুল কপিরই বৈজ্ঞানিক নাম মিউটেশন।

একটি স্পাইক প্রোটিন হলো ১২৭৩টি পয়েন্টে ২০টি বিভিন্ন ধরনের অ্যামাইনো এসিডের ভিন্ন ভিন্নভাবে পুঁতির মালার মতো করে সাজানো একটি চেইন। এই ২০টি অ্যামাইনো এসিড ১২৭৩ পয়েন্টের কোনটি কোন জায়গায় বসবে তা ভাইরাসে আরএনএতে থাকা জেনেটিক কোড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একটি করোনাভাইরাসে গড়ে যে ৭৮টি স্পাইক প্রোটিন থাকে তার সংখ্যা বাড়লে সংক্রমণ ক্ষমতাও বেড়ে যায়।

একটি ভাইরাসের মিউটেশনের পর নিম্নোক্ত যেকোনো একটি ঘটনা ঘটবেই।

প্রথমত, শুধু জিনগত পরিবর্তন হয় কিন্তু ভাইরাসের গঠনে এবং চরিত্রে কোনো পরিবর্তনই হবে না। দ্বিতীয়ত, গঠনের পরিবর্তন হবে কিন্তু চরিত্রের পরিবর্তন হবে না। তৃতীয়ত, গঠনের ও চরিত্রের উভয় অবস্থার পরিবর্তন হবে।

এই গঠনের ও চরিত্রের পরিবর্তনে ভাইরাসটি নিউট্রাল, দুর্বল কিংবা ভয়ঙ্করও হয়ে উঠতে পারে।

প্রকৃতিতে অনবরত ভাইরাসে যে পরিবর্তন হচ্ছে তা মূলত দুই ধরনের। একটি হলো জেনোটাইপিক পরিবর্তন আর আরেকটি হলো ফেনোটাইপিক পরিবর্তন। জেনোটাইপিক পরিবর্তন জিন সিকুইন্স স্টাডি করে জানা যায়। ফেনোটাইপিক পরিতন বর্তমান বিশ্বে দু'টি কর্তৃপক্ষ পারস্পরিক যোগসাজশে করোনা ভাইরাসের নামকরণে নিয়োজিত আছে।

ভাইরাসের ভ্যারিয়েন্ট মানেই ভয়ঙ্কর নয়। সুখের বিষয় হলো আমাদের দুনিয়া তোলপাড় করা এই সারসকভ-২ ভাইরাসের মিউটেশন অন্যান্য করোনাভাইরাসের চেয়ে ধীর এবং অরিজিনাল সারসকভ-২ এর সংক্রমণ ক্ষমতা প্রতি একজন করোনা রোগীর দু-তিনজন। ফলে এর রিপ্রোডাকশন নম্বর ২.৫ তবে হামের ১৮-২০। কিন্তু ভ্যারিয়েন্টে পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমান ওমিক্রনের রিপ্রোডাকশন নম্বর প্রায় ১০.

কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করতে গিয়ে যখন নতুন ভ্যারিয়েন্ট হয়ে যায় তখন সংক্রমণ ক্ষমতা অনেক বেড়ে যেতে পারে। এ জন্যই বিজ্ঞানীরা ভ্যারিয়েন্টের গতি প্রকৃতি সর্বদাই নজরে রাখছেন।

মিউটেশন শুধু হলেই হবে না, ভাইরাসের কোন জায়গায় কতটি মিউটেশন হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন মিউটেশন যদি স্পাইক প্রোটিনের আরবিডি অংশের এন৫০১ওয়াই ও ই৪৮৪কে সাইটে হয়, তা হলে ভাইরাস সহজেই মানব কোষে ঢোকার সুযোগ পায় এবং অ্যান্টিবডিকেও নিউট্রালাইজ করে।

জেনে রাখা ভালো যে সারসকভ-২ ভাইরাসটির মিউটেশনে বেশির ভাগ পরিবর্তন হয় স্পাইক প্রোটিনে। স্পাইক প্রোটিনের পরিবর্তনের এই নির্দেশনা তখনই পায় যখন ভাইরাসের আরএনএতে থাকা জেনেটিক কোড মিউটেশনের মাধ্যমে কিছুটা পরিবর্তিত হয়। এই স্পাইক প্রোটিনে যত পরিবর্তন হবে ততই ভাইরাসের নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ভাইরাসের এই ভ্যারিয়েন্ট কেন?

প্রথমত, এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ভাইরাসের বংশবিস্তারের সুযোগ মানে র‍্যাপলিকেশন হওয়া, আর র‍্যাপলিকেশন মানে মিউটেশন, আর বারবার মিউটেশন মানেই ভ্যারিয়েন্ট ফরম্যাশন।

দ্বিতীয়ত, যে সমাজের লোকজনকে ভাইরাস হানা দেয় দীর্ঘ দিন রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কারণে মানুষের শরীরে এক ধরনের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। সেই প্রতিরোধকে ওভারকাম করতে গিয়ে ভাইরাসও বারবার নতুন নতুন মিউটেশন ও ভ্যারিয়েন্ট ফরম্যাশন করতে থাকে।

ভাইরাস বিভিন্নভাবে আরো বেশি প্রতিকূলতার মধ্যে পড়লে তা ডাবল ভ্যারিয়েন্ট এমন কি ট্রিপল ভ্যারিয়েন্টেও রূপান্তরিত হতে পারে। যেমন ভারতীয় ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এখন আরো বিধ্বংসী হয়ে ডেল্টা প্লাসে রূপান্তর ঘটেছিল।

ভয়ঙ্কর ভ্যারিয়েন্টে কী কী পরিবর্তন হতে পারে?

প্রথমত, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা অর্জিত হয়। স্পাইক প্রোটিনের বিশেষ করে আরবিডি অংশে পরিবর্তনের কারণে সহজেই মানব কোষে ঢোকার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ইমিউন সেল কর্তৃক তৈরি নিউট্রালাইজিং অ্যান্টিবডি নিষ্ক্রিয় করতে পারে।

তৃতীয়ত, রোগের গভীরতা ও জটিলতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

চতুর্থত, রোগ শনাক্তকরণে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

পঞ্চমত, চিকিৎসা অকার্যকর করে তুলতে পারে।

ষষ্ঠত, আরেকটি ভয়ঙ্কর ভ্যারিয়েন্টের সৃষ্টি হতে পারে।

ভ্যারিয়েন্ট নামকরণ

প্রকৃতিতে অনবরত ভাইরাসে যে পরিবর্তন হচ্ছে তা মূলত দুই ধরনের। একটি হলো জেনোটাইপিক পরিবর্তন আর আরেকটি হলো ফেনোটাইপিক পরিবর্তন। জেনোটাইপিক পরিবর্তন জিন সিকুইন্স স্টাডি করে জানা যায়। ফেনোটাইপিক পরিতন বর্তমান বিশ্বে দু'টি কর্তৃপক্ষ পারস্পরিক যোগসাজশে করোনা ভাইরাসের নামকরণে নিয়োজিত আছে। তার একটি হলো বিজ্ঞানীরা যারা ভ্যারিয়েন্টের আবিষ্কারক আরেকটি হলো পাবলিক হেলথ এজেন্সি। মে ২০২১ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা করেন যে, করোনার ভ্যারিয়েন্টগুলোর নাম গ্রিক বর্ণমালার ক্রমানুসারে হবে। গ্রিক বর্ণমালায় ২৪টি অক্ষর আছে। তার মধ্যে প্রথম বর্ণ আল্ফা থেকে ১৫তম বর্ণ ওমিক্রন পর্যন্ত করোনা ভ্যারিয়েন্টগুলোর নাম দিয়ে পূর্ণ হয়েছে। মাঝখানে দু'টি বর্ণমালা নিউ (এনইউ) এবং জি (এক্সআই) ভ্যারিয়েন্ট নামকরণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কারণ এনইউ (নিউ) বর্ণটি নিউয়ের (এনইডব্লিউ) সাথে কনফিউজ করে। (এক্সআই) যার উচ্চারণ 'জি' বর্ণটি চীনের প্রেসিডেন্টের নামের সাথে কনফিউজ করে।

গ্রিক বর্ণমালার নামানুসারে করোনার মিউটেশনগুলোর নামকরণ করা হয়েছে সন্দেহ দূরীকরণ, সহজে চেনা, বোঝা ও নামের কলঙ্ক মোচনের জন্য। গ্রিক বর্ণমালার প্রথম বর্ণ আল্ফা শেষ বর্ণ ওমেগা।

সংক্ষেপে বলা যায় ভ্যারিয়েন্টগুলোর নামকরণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশমাফিক তিনটি কারণে সহজ বোধ্য করে রাখা হয়েছে।

প্রথমত, মেডিক্যাল সাইন্সের ঐতিহ্যগত কারণ। মেডিক্যাল সাইন্স এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কার নামকরণে গ্রিক বর্ণমালাকে অনুসরণ করে আসছে। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় করোনা ভ্যারিয়েন্টগুলোর নাম গ্রিক বর্ণমালায় রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষ বৈজ্ঞানিক নামের মতো কঠিন একটি নামের তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারার কথা নয়, অথচ এই রোগ সম্পর্কে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে কম বেশি জানা ও সচেতন থাকা জরুরি। এসব বিবেচনায় এনে মে ২০২১ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে প্রতিটি ভ্যারিয়েন্ট যখনই আবিষ্কার হবে তা যদি ভ্যারিয়েন্ট অব ইন্টারেস্ট এবং ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্ন ধরনের বিবেচনায় আসে তা হলে তাদের আপাতত দুটো নাম নির্ধারণ করে ফেলা হবে। তার একটি হলো বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত দেয়া অরিজিনাল বৈজ্ঞানিক নাম যা বিজ্ঞানীরা রিসার্চের কাজে লাগাবেন। আর আরেকটি নাম থাকবে, যা সাধারণ মানুষের সতর্কতা ও বোঝার জন্য জরুরি। এটিকে সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি ভ্যারিয়েন্টের 'ডাক নাম'। আসল নাম হলো এর 'বৈজ্ঞানিক নাম' যেটা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কারের পর নির্ধারণ করে থাকেন।

তৃতীয়ত, উহানে নতুন বা নোবেল করোনাভাইরাস যখন আবিষ্কার হলো তখন এর নাম রাখতে বেগ পেতে হয়নিই। নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট সামনে একের পর এক যখন আসা শুরু করল, তখন ভ্যারিয়েন্টগুলোর নাম সাময়িকভাবে যে দেশ থেকে ভ্যারিয়েন্টের উৎপত্তি হতো সে দেশের নামানুসারে ওই ভ্যারিয়েন্টের নামকরণ করা হতো। যেমন আল্ফা, বিটা, গামা ও ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের আবিষ্কারকালীন সময়ের নাম ছিল যথাক্রমে ইউকে, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল ও ইন্ডিয়ান ভ্যারিয়েন্ট। কিন্তু কেউই চায় না সেটি রাষ্ট্র হোক কিংবা কোনো ব্যক্তি যে নিজের নামের পাশে আরেকটি কলঙ্ক লেপন করা নাম যুক্ত হোক। যেমন, ডেল্টা **(কাকি অংশ ১৮ পাদায়)**

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা সর্বনিম্ন ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনানে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন রেস্তোরাঁর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ২ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্যারাশাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

বিশ্বে 'নতুন স্নায়ুযুদ্ধ'

(৫ পাতার পর)

এটি বিদেশে পুতিনের তৃতীয় সফর। চীন-রাশিয়া উভয় দেশ পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। ইউক্রেন সংকট ঘিরে ন্যাটো জোটের দেশগুলোর সঙ্গে বিরোধে রাশিয়াকে জোরালোভাবে সমর্থন করছে চীন। এর মাধ্যমে চীন-রাশিয়ার নতুন সম্পর্কের উষ্ণতা স্পষ্ট। এতে চীন ও রাশিয়া উভয়ের যৌথ স্বার্থ যেমন রয়েছে, তেমনি উদ্বেগও কম নয়। পশ্চিমা শক্তির বিপরীতে তারা কীভাবে ভূমিকা রাখবে, সেটিও দেখার বিষয়। তারা কেবল ন্যাটোর সম্প্রসারণের উদ্যোগই প্রত্যাখ্যান করেনি; একই সঙ্গে অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও স্বার্থকে সম্মানের কথাও বলেছে। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বৈচিত্র্যায়ন এবং অন্যদের শান্তি ও সমৃদ্ধির বিষয়টিও উভয় দেশের বিবৃতিতে এসেছে।

বেইজিংয়ের গত মাসের হিসাব অনুসারে চীন ও রাশিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য গত বছর ১৪৭ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। ২০১৫ সালে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার পর সেটি বলা চলে দ্বিগুণ হয়েছে। গত সপ্তাহে উভয় দেশের জ্যেষ্ঠ কূটনীতিকরা এশিয়া বিষয়ে সম্মত হয়েছেন। আর পশ্চিমা চাপ সত্ত্বেও সাম্প্রতিকতম পদক্ষেপ তাদের আরও নিবিড় সম্পর্কেরই ইঙ্গিতবহ। মস্কো এবং বেইজিং উভয়েই ইউক্রেন সংকটে যেভাবে একজোট হয়েছে, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা চিন্তা করবে কীভাবে এ দুই শক্তিকে ইউক্রেনে পদক্ষেপ গ্রহণে নিবৃত্ত করা যায়। যদিও অনেকে ধারণা করছেন, উভয় নেতার এ বৈঠক নতুন কোনো ঝুঁকির কারণ হবে না। চীনের বিবৃতি চীনের পক্ষে দেখা গেলেও বিশেষজ্ঞরা এমন কিছু বিষয় বলছেন, যেখানে দেখার বিষয় রয়েছে। যেমন বিশেষজ্ঞদের মতে, চীন যুদ্ধের ক্ষেত্রে কখনোই তার সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে অঙ্গীকার করবে না। একইভাবে যদিও তাইওয়ান বিষয়ে পুতিন এর পূর্বে বেইজিংয়ের পাশে দাঁড়িয়েছে, তখন তিনিও যুক্তরাষ্ট্র কিংবা তাইওয়ানের মধ্যে যুদ্ধ হলে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহারের অঙ্গীকার করেননি।

এখন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে পুতিনের বেইজিং বৈঠক যতটা না আলোচিত হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি উঠে আসছে বেইজিংয়ে নিক্সনের সফরের ৫০ বছর পূর্তির প্রসঙ্গ। তা ছাড়া এ সপ্তাহেই চীনের বেইজিং সফর করেছেন মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাতাহ আল-সিসি এবং কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট কাসিম জোমার্ট তোকায়েভ। যারা কূটনৈতিকভাবে শীতকালীন অলিম্পিক বয়কট করেছে এবং যারা বেইজিংয়ে এসেছে, এর মধ্যে আমরা বিশ্বের একটি নতুন মেরুকরণের ইঙ্গিত পাই।

ভিনসেন্ট নি ও এন্ড্রু রথ: গার্ডিয়ানের যথাক্রমে চীন ও মস্কো সংবাদদাতা; ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মাহমুদ হাসানের প্রশ্নঃ

আমি বেশ কয়েকবছর আগে এদেশে এসেছি। আমি অবিবাহিত। এখানে একটি মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সে বিবাহিত। কিন্তু সে বিবাহিতা হলেও তার স্বামীর সাথে বনিবনা নেই বলে তারা ডিভোর্সড দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এবারে আমার ব্যাপারে একটু উল্লেখ করতে চাই। আমি স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে এদেশে এসেছিলাম। এদেশে আসার পর বেশ কয়েকবছর আমার স্টুডেন্ট ভিসা ধরেও রেখেছিলাম। কিন্তু এখন আমার স্টুডেন্ট ভিসার মেয়ার আর বহাল নেই। অর্থাৎ এখন আমার কোন বৈধ স্ট্যাটাস নেই।

এখন আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিয়ে হলে আমার স্ত্রী আমার জন্যে আবেদন করতে পারবে কিনা?

আমার আরো জানার বিষয় হচ্ছে আমার হবু স্ত্রী তার পূর্বের বিয়ের ডিভোর্সের কতদিন পরে আবার বিয়ে করতে পারবে? এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কামনা করছি। পরামর্শের অপেক্ষায় রইলাম।

মাহমুদ হাসানের প্রশ্নের উত্তরঃ

ডিভোর্স এবং পুর্নবিবাহের ব্যাপার জানতে চেয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে যথাযথভাবে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমাদের আরো কিছু জানতে চাওয়ার থাকে।

আপনি উল্লেখ করেছেন যে মেয়ের সাথে আপনার সম্পর্ক হয়েছে সে বিবাহিত। ধারণা করছি তার বিয়ে বেশ আগেই হয়েছে- অর্থাৎ খুব সাম্প্রতিক সময়ে তাদের বিয়ে হয়নি। তারা এখন ডিভোর্সের পরিকল্পনা নিয়েছে। এ বিষয়ে সাধারণভাবে জবাব হচ্ছে তারা ডিভোর্স দেবার পরিকল্পনা নিয়ে থাকলে- সে কাজটি তারা আইন অনুসারে করতে পারে। উভয়ের সম্মতিতে ডিভোর্স হলে কোন ঝামেলা ছাড়াই ডিভোর্স হতে পারে। আপনার চিঠি থেকে এমন ধারণা আমার হয়েছে।

তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার আর তা হল যে আপনার হবু স্ত্রী যদি বিয়ে করে তার স্বামীর মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পাওয়ার পরই ডিভোর্স দেন তবে তার জন্য সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এ জন্য আমাদের পরামর্শ হচ্ছে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করে তার পরামর্শ নেয়অ শ্রেয়।

এখন প্রশ্ন আসে ডিভোর্স দেবার কতদিন পার আবার বিয়ে করা যায়? এ ব্যাপারে বাঁধাধরা কোন সময় সীমা নেই। সাধারণতভাবে ডিভোর্স দেবার পরে আবার বিয়ে করার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন নেই। আপনার হবু স্ত্রী ডিভোর্সের পরে আপনাদের বিয়ে হলে তখন আপনার স্ত্রী আপনার জন্য আবেদন করতে পারবে। কিন্তু গ্রিনকার্ডের জন্যে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। আপনি বৈধ ভিসায় এদেশে প্রবেশ করেছেন। এ কারণে আপনার ভিসা এভায়েলেবল হলে আপনি এখান থেকে আপনার স্ট্যাটাস এডজাস্ট করতে পারবেন।

তবে আপনার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের ফাইল না হওয়া পর্যন্ত আপনি ওয়ার্ক পারমিট পাবেন না। আপনার জন্য আপনার স্ত্রীর করা আবেদন গৃহিত না হওয়া পর্যন্ত আপনি এদেশে বৈধ বলে গৃহিত হবেন না। যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনে একজন এটর্নীও সাথে আলোচনা করবেন।

নিউইয়র্ক থেকে আসমা বেগমের প্রশ্নেঃ

আমি আমার স্বামীর করা আবেদনে গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছি। কিছুদিনের মধ্যে সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করব। একটি বিষয়ে জানার জন্যে এই চিঠি লিখছি।



আমি সন্তান সম্ভবনা। আমার ছোট আরো একটি বাচ্চা আছে। আমি অসুস্থ। আমার এই শারীরিক অবস্থায় আমাকে এখানে দেখাশোনার জন্যে তেমন কেউ নেই। এই অবস্থায় আমি কি আমার মা-বাবার জন্যে আবেদন করতে পারি?

আসমা বেগমের প্রশ্নের উত্তরঃ

এ ব্যাপারে প্রথমেই আমাদের জানা দরকার একজন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন। গ্রিনকার্ডধারী একজন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পরিবারের নিম্নে উল্লেখিত সদস্যদের গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করতে পারেনঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী), ২) ২১ নিম্ন বয়সের এবং ৩) ২১ উর্ধ বয়সের অবিবাহিত সন্তানেরা।

একজন আমেরিকান নাগরিক পরিবারের নিম্নে উল্লেখিত সদস্যদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

১) স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী, ২) সন্তান ২১ নিম্ন বয়সের, ২১ উর্ধ্ব বয়সের এবং বিবাহিত, ৩) অভিভাবক মা-বাবা, ৪) সহোদর-২১ নিম্ন এবং উর্ধ্ব অবিবাহিত এবং বিবাহিত ভাইবোন।

আপনার ক্ষেত্রে যে করা যায়, আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী। আপনি যখন ইউএস সিটিজেনশীপ লাভ করবেন তখন আপনি আপনার মা-বাবার জন্যে আবেদন করতে পারবেন। এর মধ্যে আপনার মা-ইউএসএ আসার জন্যে নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসার আবেদন করতে পারেন।

আমেরিকান দূতাবাস এবং কনস্যুলেট যুক্তরাষ্ট্রে সাময়িক সফরের জন্যে বি-ওয়ান/বি-টু ভিসা ইস্যু করতে পারেন। এ জন্য পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। তবে ভিসা অফিসারকে আপনার সন্তুষ্ট করতে হবে যে, যুক্তরাষ্ট্র সফরের জন্য আপনার ভাল যুক্তি রয়েছে; আর্থিকভাবে আপনি আপনার সফরের ব্যয়ভার নির্বাহে সক্ষম এবং স্বদেশের সঙ্গে আপনার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এবং সফর শেষে আপনি দেশে ফিরে যাবেন।

আপনার অবস্থান বিবেচনায় আপনার মায়ের বি-টু ভিসা প্রাপ্তি সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আপনাকে অবশ্যই নিচে উল্লেখিত কাগজপত্র উপস্থাপন করতে হবে। যদি আপনি আপনার ডাক্তার ও সোস্যাল ওয়ার্কারের কাছে থেকে উত্তম অর্থাৎ যথাযথ ও জোরদার যুক্তসহ একটি চিঠি উপস্থাপন করতে পারেন;

আপনার সর্বশেষ ট্যাক্স রিটার্ন ব্যাংক লেটার এবং আপনার বা আপনার স্বামী জব লেটারের সঙ্গে এফিডেভিট অব সাপোর্ট (ফরম আই-১৩৪)।

আজ আপনাদের কাছে থেকে রি-ফিউজ স্ট্যাটাস এবং হিউমোনিটোরিয়ান প্যারোল আবেদন দ্রুত করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে লেখা পাওয়ার ভিত্তিতে কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য উল্লেখ করা হলো।

রিফিউজি স্ট্যাটাসঃ

কারো রিফিউজি স্ট্যাটাসের আবেদন যদি পেন্ডিং থাকে, সেক্ষেত্রে বিদেশে রিসোটেলমেন্ট সাপোর্ট সেন্টারে দ্রুততর করার আবেদন পাঠাতে হবে। আরও বিস্তারিত জানতে ইউএসসি-সআইএস কোশ্চেন এন্ড আনসার রিফিউটি পেজ দেখতে হবে।

হিউমোনিটোরিয়ান প্যারোলঃ

হিউমোনিটোরিয়ান প্যারোলের আবেদন দ্রুততর করতে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে হিউমোনিটোরিয়ান এফেয়ার্স ব্রাঞ্চে আবেদন জানাতে হবে। আরও তথ্য জানা যাবে- হিউমোনিটোরিয়াম অব অব সিগনিফিক্যান্ট পাবলিক প্যারোল ফল ইনডিভিজিয়াল আউট সই কি ইউনাইটেড স্টেস পেজ দেখতে হবে।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল:
kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ইউক্রেন, সম্পর্কের পারদ ওঠে নামে

গত মঙ্গলবার (১ ফেব্রুয়ারী), আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আরো সৈন্য পাঠাচ্ছেন ন্যাটোর পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরিতে। সামরিক সরঞ্জাম পাঠাচ্ছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। জার্মানিতেও পাঠাবেন সেনা। মানে হলো, রাশিয়া যেমন ইউক্রেনের সীমান্তে লাখো সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম উপস্থিত করেছে, তেমনি আমেরিকাও করছে জার্মানি ও ফ্রান্সে।

(৫ পাতার পর)

বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন, তার পেছনেও আছে এসব আন্তর্জাতিক বিষয় ও সম্পর্কের টানাপড়েনের অদৃশ্য-প্রায় রাজনৈতিক কাহিনী। অবশ্যই এসব কাহিনীর প্রধান ও প্রথম উপাদান হচ্ছে জনগণ। কিন্তু জনগণের স্বার্থের চেয়ে ক্ষমতার স্বার্থ সবচেয়ে বড় ও বেশি। ইউক্রেন নিয়ে পশ্চিমাদের সাথে রাশিয়ার সামরিক ও মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ এখানেই নিহিত।

২.

গত মঙ্গলবার (১ ফেব্রুয়ারী), আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আরো সৈন্য পাঠাচ্ছেন ন্যাটোর পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরিতে। সামরিক সরঞ্জাম পাঠাচ্ছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। জার্মানিতেও পাঠাবেন সেনা। মানে হলো, রাশিয়া যেমন ইউক্রেনের সীমান্তে লাখো সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম উপস্থিত করেছে, তেমনি আমেরিকাও করছে জার্মানি ও ফ্রান্সে।

কেন করছে? রাশিয়াকে রাজনৈতিক ও সামরিক চাপের মধ্যে ফেলতে। রাশিয়া যাতে মাথা নত করে বলে যে ঠিক আছে তোমরা ইউক্রেনকে ইইউভুক্ত করে নাও, ন্যাটোতে জায়গা দাও, কিন্তু তার বিনিময়ে আমাকে কী কী দেবে, বলো? আমেরিকার মূল লক্ষ্য এটাই। ইউক্রেন যুক্ত হলেই যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের শক্তি অপ্রতিরোধ্য ও সর্বোচ্চ হবে এমন নয়। এটা হলো সামরিক রাজনৈতিক খেলা। এর সাথে জড়িয়ে আছে সামরিক সরঞ্জামের বাণিজ্য। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী বলে যে কথাটা বাংলায় চালু আছে সেই ধারাটা চালু রাখা।

পুতিন বলেছেন ইউক্রেনের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের পেছনে তার কোনো সামরিক অভিলাষ/অভিসন্ধি নেই। কিন্তু লাখো সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম সমাবেশের পেছনে আছে আমেরিকা ও ইউরোপকে প্রচ্ছন্ন হুমকি যে ইউক্রেনকে জোটভুক্ত না করার আহ্বানের পোক্ত ভিত রচনা। ধরা যাক, ইউক্রেন ইইউভুক্ত হলো, ন্যাটোর সদস্যও হলো। তাতে রাশিয়ার কী করার আছে? সে কি ক্রিমিয়া দখলের মতো ইউক্রেন দখল করে নেবে? সেটা করলে যে আরো একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হতে পারে সেটা পুতিন ভালোভাবেই জানেন। তাই তিনি যুদ্ধে যেতে চান না। রবং তিনি উল্টো করে বলেছেন বাইডেন চাইছেন তাকে (রাশিয়াকে) যুদ্ধে টেনে নামাতে। এটা যে সাফাই পুতিনের তা বুঝতে না পারার কারণ নেই। কিংবা তিনি চান সামরিক ও রাজনৈতিক চাপটি থাক। গত দেড় মাস ধরে ইউক্রেন সমস্যা আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রে লাট্টুর মতো চক্কর খাচ্ছে। অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে না যে ইউক্রেন প্রশ্নে কেউ ছাড় দেবে। তবে, তারা যে অন্ধের মতো এগুচ্ছে না, সেটাও বোঝার আছে। হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট রাশিয়া সফর করছেন। আবার যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ যাচ্ছেন ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে, সেখানে যাওয়ার কথা আছে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানেরও। তারা সবাই যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে সাহস জোগাতে যাচ্ছেন সেটাও বোধগম্য। বিশ্ববাসীও বুঝছে, পশ্চিমাদের সামরিক ইউনিটি। নিরাপত্তা বিষয়ে সবাই সজাগ তাতে সন্দেহ নেই। এর মধ্যেই আমরা জেনেছি, আমেরিকা ২.৭ বিলিয়ন মূল্যের যুদ্ধসরঞ্জাম পাঠিয়েছে ইউক্রেনে। অর্থাৎ সামরিক ধমক আর ধমকির পেছনে রয়েছে সামরিক সরঞ্জামের বিক্রি-বাট্টাও, এটা আমরা সব সময়ই ভুলে থাকি। যুদ্ধ লাগার আগেই এই বাণিজ্য করে নেবে পুঁজিবাদী বিশ্ব। কি করে পুঁজির সমৃদ্ধি করতে হয়, সেই কৌশল তারা ভালো জানে।

যদি সত্যই যুদ্ধ বাধে, মানে রাশিয়া যদি সামরিক বাহিনী ঢুকিয়ে দেয় ইউক্রেনে, তাহলে কি ন্যাটো চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে রাশিয়ার ওপরে? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এর আগেই আমরা শুনেছি, রাশিয়া যদি ইউক্রেনে আক্রমণ চালায় তাহলে বাইডেনের ভাষায় রাশিয়া বড় ধরনের ভুল করবে এবং সব রকম অবরোধের মধ্যে পড়বে। তার মানে হচ্ছে যত রকম বাণিজ্য আছে, যত রকম সাহায্য-সহযোগিতা চলমান, সেগুলো কার্টেল করা হবে। সেখানে মানবিক সহায়তা খাদ্যশস্যের জোগানও বন্ধ করে দেবে। ফলে রাশিয়া মহাসঙ্কটে পড়বে। ঠিক বিপরীত চিত্রও আছে। রাশিয়া ইউরোপে তার জ্বালানি রফতানি বন্ধ করে দেবে। জার্মানি তার জ্বালানির ৫০ শতাংশের জোগান পায় রাশিয়া থেকে। মানে জ্বালানি সঙ্কটে পড়বে জার্মানিসহ গোটা ইউরোপ। শুধু জার্মানি নয়, ইউরোপের অনেক দেশই জ্বালানি আমদানি করে রাশিয়া থেকে। রাশিয়ার জ্বালানির সরবরাহ বন্ধ করে দিলে মহাসমর বাধতে সময় লাগবে না। আর কে না জানে, পৃথিবীর ক্ষুধার্ত মানুষের দিকে, না পুঁজিবাদী বিশ্বের চোখ আছে, না সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ার দৃষ্টি আছে। পুঁজির পৃথিবীতে মানুষের মূল্য আছে, তবে তার স্থান অর্থের সরণির পর, নিচে।

৩.

সম্পর্ক যে স্বার্থের অন্য নাম হতে পারে, তা বিশ্ব রাজনীতিকরা ভালোভাবেই জানেন ও বোঝেন। এই জানা ও বোঝার ভেতরে আছে আরো নানান উপ-স্বার্থ ও পার্শ্ব-স্বার্থ। সেগুলো চোরা-স্রোতের মতোই চলমান।

আপাতত এই সিনে চীনকে দেখা যাচ্ছে না। সে ঘাপটি মেরে বসে আছে। পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, তা পরখ করে চলেছে। কারণ রাশিয়ার সাথে তার মিত্রতা আছে, কিন্তু গভীরতর কোনো কিছু নয়। সেই মিত্রতা হচ্ছে শত্রুর শত্রু হচ্ছে তার বন্ধু-এইভাবে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে নানা বিষয়েই বিরোধ আছে চীনের। বিশেষ করে দক্ষিণ, উত্তর চীন সাগর নিয়ে আর ইন্দো-প্যাসিফিক প্রশ্নে ওই বিরোধ বর্তমান বিশ্বের এক আলোচিত বিষয়। সম্পর্কের এই টানাপড়েন নিয়েও চলে বাণিজ্য। যেমন ফ্রান্সের কাছ থেকে পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন কেনার চুক্তি থেকে অস্ট্রেলিয়াকে ছিনিয়ে নিয়েছে তাদেরই বন্ধু দেশ আমেরিকা ও যুক্তরাজ্য। ফ্রান্স সে সময় খুব ক্ষেপেছিল। কিন্তু একই রাজনৈতিক ও সামরিক জোটের ভেতরে থাকলে লাভ-ক্ষতির চুলচেরা হিসাব নেয়া যায় না। ফ্রান্স তাই ওই ৪০ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি মেনে নিয়েছে। এখন, এই যুদ্ধের ম ম গন্ধের সুবাদে ন্যাটোর অন্যদেশে বিক্রি করবে প্রয়োজনীয় সামরিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম। ইউরোপের গরিব দেশগুলো (তুলনামূলকভাবে গরিব) ন্যাটোর সদস্য হওয়ার খাতিরে সে অস্ত্র কিনবে। এই বাণিজ্যগুলো চোরা-স্রোতের মতোই, দেখা যায় না, কিন্তু তা চলছে। রাশিয়াকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখতে হবে-ন্যাটোর নেতা যুক্তরাষ্ট্রের এই দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসরণ করবে তারা। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থ দেখার চেয়ে আমেরিকার নির্দেশ মানতে বাধ্য হবে তারা। ইউক্রেন সঙ্কট আলোচনার টেবিলে আসবে খুবই দ্রুত। কারণ গত দেড় মাস ধরে যে সামরিক ও রাজনৈতিক চাপ চলছে, তার ইতি টানতে না পারলে, তার খেসারত বিশ্বরাজনীতিকদের দিতে হবে। ইউক্রেন পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলেই আবার শুরু হবে ইন্দো-প্যাসিফিক নিয়ে নতুন সামরিক-রাজনৈতিক প্রণোদনা। অথবা মালাবার স্ট্রেইট নিয়ে আরেকটি অভিযোগের সূচনা হবে, যা গোটা এশিয়ার পূর্বাংশের দেশগুলোকে সামরিক ও রাজনৈতিক চাপের মধ্যে ফেলে দেবে। সে পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষায় থাকতে হবে। আমরা আরো একটি সঙ্ঘাতপূর্ণ সামরিক রাজনীতির মুখোমুখি হতে পারি, যা বিশ্বকে আবারো কাঁপিয়ে তুলবে। তবে, পারমাণবিক যুদ্ধ হবে না, এটা নিশ্চিত।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনৃক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা কি দুরাশা?

ড. হারুন রশীদ

রক্তস্নাত ভাষা আন্দোলনের মাস চলছে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা এবং একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসও। 'মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা'। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি-বজড়িত সালাম, বরকত, শফিক, রফিক, জব্বারের রক্তস্নাত ভাষার মাসে নতুন করে শপথ নিতে হবে মাতৃ ভাষার মর্যাদা রক্ষার। দুঃখজনক হচ্ছে, শুধু ফেব্রুয়ারি এলেই আমাদের ভাষাচেতনা জেগে ওঠে। বাকি সময় উদাসীনতা আর অবহেলার।

দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পথ ধরে বাঙালী বুকের তাজা রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল নিজের ভাষায় কথা বলার অধিকার। বাঙালী ছাড়া আর কোনো জাতি তার নিজের ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করেনি, অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেয়নি। এ কারণে বাঙালির এই মহান আত্মত্যাগকে গোটা বিশ্ব স্মরণ করে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস পালনের মাধ্যমে। তারা জানতে পারে আমাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা। বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের কথা।

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় সফরে এসে তার বক্তৃতায় ঘোষণা করেন, 'একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' সেদিন 'নো নো' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করেছিল এ দেশের ছাত্র-যুবকরা। এরপর নানা সংগ্রাম-আন্দোলনের পথ ধরে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী মাতৃ ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়। এর জন্য রক্ত ঝরাতে হলেও বাঙালি দারুণ আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। একুশ তাদের এমনই সাহসী করে তোলে যে, এরপর বলা হতে থাকে 'একুশ মানে মাথানত না করা'। এ উন্নতশির জাতিই পরে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে ধাবিত হয়। বস্তুত একুশের পথ ধরেই এসেছে আমাদের স্বাধীনতা।

হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্যমি-ত বাংলা সমৃদ্ধ একটি ভাষা। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাশের মতো লেখক সৃষ্টি হয়েছে এ ভাষায়ই। কিন্তু সেই ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পরবর্তী সময়ে তেমন কোনো উদ্যোগ কি নেওয়া হয়েছে? সময়ের অভিঘাতে পালটে যাচ্ছে সবকিছু। প্রযুক্তিনির্ভর একবিংশ শতাব্দীতে তরুণ প্রজন্মও বাংলা ভাষার প্রতি চরম উদাসীন। অন্য ভাষা শেখায় কোনো দোষ নেই। রবীন্দ্রনাথের শরণ নিয়ে বলতে হয়-'আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি পরে ইংরেজি শেখার পত্তন।' মাতৃভাষা ভালো করে না জানলে কোনো ভাষায়ই দক্ষতা অর্জন করা যায় না।

যে চেতনাকে ধারণ করে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল, তার কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে এই দশকে-সংগত কারণেই এ প্রশ্ন আজ জাতির সামনে। এছাড়া বাংলাদেশ নামের স্বাধীন দেশটির বয়স এখন ৫০ বছর। স্বাধীনতালাভের মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পূর্ণতা পায়। এ কারণে আশা করা হয়েছিল, রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। দেশের সব মানুষ তাদের নিজের ভাষায় লিখতে-পড়তে পারবে। কিন্তু বাস্তবে কি তাই হয়েছে? এর উত্তর হলো-না, হয়নি। এখনো সর্বস্তরে বাংলা চালু হয়নি। উচ্চ আদালত, প্রশাসনসহ সর্বত্র এখনো ইংরেজির দাপট। এখনো বাংলায় রায় দেওয়ার রীতি চালু হয়নি। এমনকি ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র পর্যন্ত লেখা হয় ইংরেজিতে। সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, ব্যানার-ফেস্টুন, বিজ্ঞাপনেও ইংরেজির ছড়াছড়ি। যদিও এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ এখনো অক্ষরজ্ঞানহীন। বস্তুত ভাষা আন্দোলন এখনো শেষ হয়ে যায়নি। যতদিন একজন মানুষও নিরক্ষর থাকবে, ততদিন ভাষা আন্দোলন চলবে। এর চেতনাকে ধরে রাখতে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রত্যেক মানুষকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তুলতে না পারলে, তাদের শিক্ষিত করে তোলা না গেলে ভাষা শহিদদের আত্মা তৃপ্তি পাবে না। তাদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শনও সম্ভব হবে না।

> **সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার, বিশেষ করে যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাই বলে নিজস্ব সত্তা বিসর্জন দিয়ে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হবে? এই আত্মবিনাশের পথ থেকে আমাদের ফিরে আসতেই হবে। লেখায়, বলায়, পঠনে-পাঠনে সর্বত্র বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মর্যাদার আসনে।**

শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যে বিষয়টি যুক্ত তা হলো নিজস্ব ভাষা। ভাষা মানুষের আত্মবিকাশের পথকে সম্প্রসারিত করে। এজন্য একজন মানুষ তার ভাষা প্রয়োগে যতটা দক্ষতা অর্জন করবে, জীবনের নানা ক্ষেত্রে তিনি তত সু-বিধাজনক অবস্থায় থাকবে। এজন্য বাস্তবিক কারণেই একজন আধুনিক মানুষের আরও দক্ষ, যোগ্য হয়ে ওঠার জন্য ভাষার ওপর পূর্ণ দখল থাকা চাই। সেটা অবশ্যই তার মাতৃভাষা। এর সঙ্গে অন্য ভাষা যত শেখা যায়, ততই ভালো। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, শুরুতেই এ ভাষার গাঁথুনি শক্ত করতে হবে। পরে ইংরেজি কিংবা অন্যান্য ভাষার গোড়াপত্তন করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ভাষা সচেতনতার অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। সমস্যা হচ্ছে, নতুন প্রজন্ম বাংলা বা ইংরেজি কোনো ভাষাই ভালোভাবে শিখছে না। তারা বাংলার সঙ্গে ইংরেজি-হিন্দি মিশিয়ে এক জগাখিচুড়ি ভাষার জন্ম দিচ্ছে। এতে ভাষা বিকৃতি ঘটছে চরমভাবে। একবিংশ শতাব্দীতে তথ্যপ্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। ফেসবুক-ইন্টারনেটে যোগাযোগের ক্ষেত্রে জন্ম নিচ্ছে এক অদ্ভুত ভাষা। রোমান হরফে বাংলা লেখা হচ্ছে। সেই বাংলার ধরনও আবার বড়ই বিচিত্র। এফএম রেডিওর বিরুদ্ধে ভাষা বিকৃতির অভিযোগ সবচেয়ে বেশি। এজন্য গণমাধ্যমে ভাষা ব্যবহারের ব্যাপারে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার, বিশেষ করে যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাই বলে নিজস্ব সত্তা বিসর্জন দিয়ে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হবে? এই আত্মবিনাশের পথ থেকে আমাদের ফিরে আসতেই হবে। লেখায়, বলায়, পঠনে-পাঠনে সর্বত্র বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মর্যাদার আসনে। মনে রাখতে হবে, একুশে ফেব্রুয়ারি এখন শুধু আমাদের নিজস্ব ব্যাপার নয়, এটি এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবেও। এমনকি জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উঠেছে। বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ব্যাপারে দাবি জানানো হয়েছে। এ দাবির পক্ষে জোরালো জনমত গঠন করতে হবে। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে যাতে বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় সেজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

প্রতিবছর ভাষার মাসে বইমেলা শুরু হলেও করোনা মহামারির কারণে এবার তা হচ্ছে না। মহামারির কারণে মেলা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সত্যি বলতে কী, একুশের আরেক অর্জন আমাদের বইমেলা। বইমেলা জড়িত বাঙালীর চেতনা ও আবেগের সঙ্গে। বাঙালীর যত আন্দোলন-সংগ্রাম, ইতিহাস-ঐতিহ্য, তা সৃষ্টি হয়েছে সাংস্কৃতিক জাগরণের মধ্য দিয়েই। বইমেলা সাংস্কৃতিক জাগরণে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি আবেগ এবং অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক উদার চেতনাসমৃদ্ধ হয়ে বইমেলা রূপ নিয়েছে বাঙালীর সর্বজনীন উৎসবে। সেখানে শুধু ক্রেতা-বিক্রেতা ও পাঠকেরই সমাগম হয় না, মেলা পরিণত হয় লেখক, প্রকাশক, পাঠক, দর্শকসহ বয়স-শ্রেণি-নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের মিলনমেলায়। সৃজনশীল প্রকাশকরা হাজারও বইয়ের পসরা নিয়ে হাজির হন বইমেলায়। মেলায় আগত দর্শক সমাগম নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করে, সারা দেশের অগণিত গ্রন্থপিপাসুর নতুন বই হাতে পাওয়ার বিপুল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। একুশের চেতনাসমৃদ্ধ মেলাকে কীভাবে আরও সম্প্রসারণ করা যায়, এর শ্রীবৃদ্ধি করা যায়, তা নিয়ে ভাবতে হবে আমাদের। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, সময়ের অভিঘাতে সবকিছু পালটাচ্ছে। মানুষের রুচি ও মূল্যবোধও পালটাচ্ছে-যে কারণে এর সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য বইমেলার উদ্দেশ্য ও কর্মপরিকল্পনায়ও পরিবর্তন আনতে হবে। বইকেন্দ্রিক একটি সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণে বইমেলা যেন আরও বেশি অবদান রাখতে পারে, সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।

বাংলাদেশে বসবাসরত প্রতিটি নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা থাকলেও সেগুলোর মধ্যে বেশির ভাগের ভাষারই নেই নিজস্ব বর্ণমালা। লিখিত রূপ না থাকায় তাদের ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে তাদের অবলুপ্তিও ত্বরান্বিত হচ্ছে। অথচ একুশের চেতনাই হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর ভাষা হারিয়ে যেতে না দেওয়া। এ দায়িত্ব শুধু বাঙালির নয়, পৃথিবীর সব মানুষের।

একুশ তখনই সার্থক হবে, যখন প্রতিটি জনগোষ্ঠী তার নিজের মায়ের ভাষায় কথা বলতে পারবে। এ ভাষায় শিক্ষালাভ করতে পারবে। শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবে। তবেই সার্থক হবে একুশ। সার্থক হবে বইমেলা। ভাষাচেতনার মাসে এই বোধ জেগে উঠুক সবার মধ্যে।

লেখক: সাংবাদিক

দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র!



আবদুল মান্নান

বিএনপি ও তার সমমনা দল, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কর্মকা-বলছে, জাতীয় নির্বাচনের আর বেশি দেরি নেই। যদিও এই নির্বাচনের নির্ধারিত সময় ২০২৩ সালের শেষের দিকে। এত আগে থেকে বিএনপি ও তার মিত্রদের দৌড়ঝাঁপের কারণ হচ্ছে, দলটি ২০০৮ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এখন পর্যন্ত আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া তহবিল তছরুপের দায়ে দ-িত।

বর্তমানে তিনি প্রধানমন্ত্রীর অনুকম্পায় শর্ত সাপেক্ষে মুক্ত হয়ে নিজ বাড়িতে আছেন এবং নিজের পছন্দসই হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তাঁর বয়স এখন প্রায় ৭৭ বছর এবং তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছেন। এর মধ্যে আছে লিভার সিরোসিস, দাঁতের সমস্যা, অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ। হাঁটাচলাও তাঁর জন্য সমস্যা। কয়েক দিন আগে বিএনপির একজন দায়িত্বশীল প-িত খালেদা জিয়াকে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অভিহিত করে সবার কাছে হাসির পাত্র হয়েছেন। দলের মহাসচিব পিছিয়ে থাকবেন কেন? তিনি দলের দ-িত ও বর্তমান পলাতক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে শিশু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যাই হোক, খালেদা জিয়া এ দেশেরই একজন বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতা। তিনবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন করেছেন। তাঁর সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করি। ৮১ দিন হাসপাতালে থাকার পর তিনি গত বুধবার কিছুটা স্থিতিশীল অবস্থায় বাড়ি ফিরেছেন। বিএনপি ও তার মিত্ররা খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে যে অসুস্থ রাজনীতির অবতারণা করেছিলেন তাঁর এই বাড়ি ফেরায় আপাতত তা কিছুটা হলেও বন্ধ হয়েছে।

যে দলটির জন্ম অস্বাভাবিকভাবে ক্ষমতায় থেকে, সেই দল দীর্ঘ প্রায় ১৩ বছর ক্ষমতার বাইরে। এটা অনেকটা মুসলিম লীগ হওয়ার পথে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার মতো। তা যাতে না হয় সে ব্যাপারে দলের শীর্ষ নেতারা তাঁদের দেউলিয়া সাঙ্গোপাঙ্গকে নিয়ে দীর্ঘদিন দেশে ও দেশের বাইরে জোরালো তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে নিত্যনতুন সঙ্গীও জুটছেন। সর্বশেষ যুক্ত হলেন আওয়ামী লীগের ১৯৯৬-২০০১ সালের সফল অর্থমন্ত্রী, আততায়ীর হাতে নিহত শাহ এ এম এস কিবরিয়ার ছেলে ড. রেজা কিবরিয়া। তাঁর প্রসঙ্গে পরে আসছি।

কিছুদিন ধরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে দেশের বিরুদ্ধে সেই দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সংস্থার কাছে বিএনপির নালিশ করা নিয়ে বেশ তোলপাড় চলছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের অনেক দেশ ও অস্ট্রেলিয়ায় নালিশ করার জন্য এমন অনেক বৈধ প্রতিষ্ঠান আছে, যাদের বলা হয় লবিস্ট ফার্ম। যে সবচেয়ে বেশি ফি দেয়, এরা তার হয়ে সেই দেশে ব্যবসা পেতে বা অন্য কোনো রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে সেই দেশের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে নালিশ বা সুপারিশ করে। এখানে নীতিনৈতিকতার কোনো ব্যাপার নেই। বিএনপি বাংলাদেশে তাদের কথায় 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের' জন্য যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কামনা করে সেই দেশে তাদের পক্ষে ওকালতি করার জন্য লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ করেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তাঁর দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দালিলিক প্রমাণসহ এই তথ্য জাতীয় সংসদে জানালে বাংলাদেশে এ বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি তোলপাড় শুরু হয়েছে। প্রথমে তারা তা অস্বীকার করলেও যখন বলা হলো এসব দলিল যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ওয়েবসাইটেই পাওয়া যায়, তখন বিএনপির মহাসচিব স্বীকার করেন তাদের পক্ষ হয়ে তাদের কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী এই কাজটি করেছে এবং অনুরোধ করেছে যুক্তরাষ্ট্র যেন বাংলাদেশকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তবে বিএনপি মহাসচিব বলেছেন, তারা অর্থ সহায়তা বন্ধ নয়, পর্যালোচনার কথা বলেছে।

দেশের পক্ষে এ ধরনের লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ করা দোষের কিছু নয়, তা যদি হয় দেশের স্বার্থে। যেসব দেশে শিশুশ্রম ব্যবহৃত হয়, যুক্তরাষ্ট্র সেসব দেশ থেকে পণ্য আমদানি বন্ধ করে দিয়েছিল ২০০৩ সালে। এতে বাংলাদেশের উঠতি তৈরি পোশাকশিল্প মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। সমস্যায় পড়েছিল বাংলাদেশ। খালেদা জিয়া সরকার তখন লবিস্ট নিয়োগ করেছিল। তবে বাংলাদেশের নিয়োগ করা সেই লবিস্ট ফার্ম তাদের কাজে ব্যর্থ হয়।

খালেদা জিয়া ২০১৩ সালে লন্ডনভিত্তিক একটি লবিস্ট ফার্মের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন টাইমসে তাঁর নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি আবেদন করেন 'বাংলাদেশের গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে' যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সব রকমের বাণিজ্য ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা যেন বন্ধ করে দেয়। বিষয়টি সংসদে উঠলে তা তাঁর লেখা নয় বলে জানান। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে যে সামান্য পরিমাণের শুল্ক সুবিধা দিত, এরপর তা বন্ধ করে দেয়। নিজের পায়ে কুড়াল মারা আর কাকে বলে। এ নিয়ে দেশে তোলপাড় শুরু হলে খালেদা জিয়ার একসময়ের আইনমন্ত্রী বর্তমানে প্রয়াত ব্যারিস্টার মওদুদ সংসদে জানিয়ে দেন ওই প্রবন্ধটি তাঁরই লেখা।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র‍্যাবের সাবেক কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এই বলে যে তারা বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের সঙ্গে জড়িত। এতে বিএনপি ও তার সতীর্থরা বেজায় খুশি। র‍্যাব গঠিত হয়েছিল খালেদা জিয়ার শাসনকালে ২০০৩ সালে। প্রথম কয়েক মাসে তারা ৪৩ জন মানুষকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করে এই বলে যে তারা সবাই সন্ত্রাসী। এই হত্যাকা-ের যেন কোনো বিচার করা না যায় সে জন্য খালেদা জিয়ার আইনমন্ত্রী সংসদে একটি দায়মুক্তি বা ইনডেমনিটি আইন পাস করেন। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তখন কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। ২০১৫ সালে শেখ হাসিনার সরকারের সময় দেশের উচ্চ আদালত এই আইন বাতিল করে দেন।

র‍্যাবের কারণে বাংলাদেশ বর্তমানে অনেক নিরাপদ। এখন জঙ্গিবাদ, অস্ত্র চোরাচালান, অবৈধভাবে মাদক ও মানবপাচার বন্ধ হয়েছে। তাদের দক্ষতার কারণে অনেক পুরনো মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর হাতে কম করে হলেও এক হাজার মানুষ বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের শিকার হয়। তাহলে তাদের এসব বাহিনী কি নিষিদ্ধ করে দিতে হবে? মোটেও না। প্রতিটি দেশেই এই রকম এলিট ফোর্স আছে। চেষ্টা করতে হবে এই রকম হত্যাকা- বন্ধ করা এবং দেশের ফৌজদারি আইনকে যুগোপযোগী করে তোলা। বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনের ফাঁক গলে কত দুর্বৃত্ত আর সন্ত্রাসী যে বের হয়ে যায় তার হিসাব করা কঠিন।

এবার আসি বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার ছেলের যুদ্ধ ঘোষণা প্রসঙ্গে। খালেদা জিয়ার শাসনকালে, ২০০৩ সালে শাহ এ এম এস কিবরিয়া হবিগঞ্জে নিজ জেলায় সন্ত্রাসীদের গ্রেনেডে গুরুতর আহত হলেন। তিনি তখন সংসদ সদস্য। তাঁকে দ্রুত উন্নত চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারযোগে ঢাকায় আনার প্রয়োজন ছিল। খালেদা জিয়া তা দিতে অস্বীকার করেন। তিনি পথিমধ্যে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এই উচ্চশিক্ষিত ও আপাত মার্জিত সন্তানের খায়েশ হয়েছে তিনি রাজনীতিতে এসে ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করবেন। ২০০৮ ও ২০১৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়নের চেষ্টা করলেন। বিফল হয়ে ড. কামাল হোসেনের গণফোরামে যোগ দিলেন। পরে গণফোরামকে দ্বিখ-ি-ত করার কাজে লিপ্ত হলেন। ২০১৮ সালে তিনি নাগরিক ঐক্যের প্রার্থী হয়ে ধানের শীষ মার্কা নিয়ে হবিগঞ্জ আসন থেকে নির্বাচন করে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। সেই ব্যক্তি এখন আওয়ামী লীগ হটাও আন্দোলনের একজন সৈনিক। কয়েক দিন আগে বিবিসিকে এক সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেন এই যে যুক্তরাষ্ট্র র‍্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তিনি তাতে বেশ উৎফুল্ল। আশা করছেন, এ রকম আরো নিষেধাজ্ঞা আসবে। এ জন্য তিনি ও অন্যরা কাজ করছেন। পিতার রক্তের সঙ্গে বেইমানির উদাহরণ আর কী হতে পারে!

সম্প্রতি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, যিনি আবার বিএনপির স্বঘোষিত উপদেষ্টা, তিনি আবিষ্কার করেছেন মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দেওয়া ও দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে যাবজ্জীবন কারাদ- দেওয়া নাকি ভুল হয়েছে। কাদের মোল্লা নাকি একাত্তরে ছাত্র ইউনিয়ন করতেন আর সাঈদী শিশু ছিলেন। প্রশ্ন হলো, আগামী নির্বাচনে বিএনপি কাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখিয়ে অগ্রসর হবে? যে দুজন ঝুলিতে আছেন দুজনই দ-িত। একজন আবার মারাত্মক অসুস্থ। আর যাঁরা বিএনপির সঙ্গে নতুন জুটেছেন তাঁদের বুঝতে হবে অনেক পুরনো পাগলে ভাত পায়নি। তবে চেষ্টা করতে দোষের কিছু নেই।

লেখক : বিশ্লেষক ও গবেষক

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

জনগণের জন্য রাজনীতি

হায়দার মোহাম্মদ জিতু

সিনহা হত্যা মামলায় 'আইনের মারপ্যাঁচ

মো. রেজাউল করিম সিদ্দিকী

কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ ইসমাইল ৩১ জানুয়ারী ২০২২ তারিখে সেনাবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা মেজর সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা মামলার রায়ে ১৫ জন অভিযুক্ত আসামির মধ্যে প্রদীপ কুমার দাশ (বরখাস্তকৃত ওসি, টেকনাফ) এবং লিয়াকত আলীকে (বরখাস্তকৃত ইন্সপেক্টর, বাহারছড়া পুলিশ ফাঁড়ি) মৃত্যুদ-াদেশ এবং অন্য ছয়জনকে যাবজ্জীবন কারাদ- দি-ত করেছেন। অবশিষ্ট সাতজনকে আদালত খালাস দিয়েছেন। এ রায়ে ভিকটিমের বোন ও মামলার বাদী শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌস বলেছেন, তিনি ও তার পরিবার মনে করেন, রায়টি প্রত্যাশা পূরণ করেছে। কিন্তু সন্তুষ্ট তারা সেদিন হবেন, যেদিন রায়টি কার্যকর করা হবে।

রায় বাস্তবায়নের আগে পূর্ণ সন্তুষ্ট হওয়ার মতো অবস্থা আসলে নেই। সাম্প্রতিককালে বহু চাঞ্চল্যকর মামলার রায়ে অধস্তন আদালতে আসামিদের মৃত্যুদ- হলেও আপিলে বেকসুর খালাস পাওয়ার নজির রয়েছে। তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় ত্রুটির কারণে আসামিদের বেকসুর খালাস পাওয়ায় মেজর সিনহার বোনের মতো ভুক্তভোগী অনেকের মনে খানিকটা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও শঙ্কা তৈরি হয়েছে- শেষ পর্যন্ত নিষ্প্রভ প্রদীপরা আবার জ্বলে উঠবে না তো! এই উদ্বেগ ঘনীভূত হয়েছে মেজর সিনহা হত্যা মামলাটি সাধারণ হত্যা মামলা হিসেবে বিচার করার কারণে। মামলাটি নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩-এর আওতায় বিচার করা হলে খালাসপ্রাপ্ত সাতজনের হয়তো সাজা হতো। যারা ওই ঘটনায় বৈরী ভূমিকা পালন করেছিল, তাদের সঠিক আইনে বিচারের আওতায় আনলে দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকা- বন্ধের পথ সুগম হতো।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৩১ জুলাই পুলিশের গুলি ও অমানবিক নির্যাতনে নিহত হন মেজর সিনহা। শামলাপুর চেকপোস্টে ব্যারিকেড দিয়ে গাড়ি থামিয়ে ভিকটিমকে ১ নম্বর আসামি লিয়াকত আলী গুলি করে রাস্তায় ফেলে দেন। ঘটনার দুঘণ্টা পর অকুস্থলে আসেন ২ নম্বর আসামি ওসি প্রদীপ। তিনিও নিপীড়ন চালান এবং সবশেষে ভিকটিমের গলায় পা দিয়ে পিষে পিষে মৃত্যু নিশ্চিত করেন। ওই হত্যাকা- সহযোগিতা করে দায়িত্বরত পুলিশ ও এপিবিএনের কয়েক সদস্য। মৃতপ্রায় সিনহাকে তারা হাতকড়াও পরিয়ে দেয়! ঘটনাটি দেশজুড়ে শুধু চাঞ্চল্যই সৃষ্টি করেনি; সাবেক সেনা কর্মকর্তার ওপর পুলিশ সদস্যদের পৈশাচিক আক্রমণের ফলে আন্তঃবাহিনী টানাপোড়েন দেখা দিয়েছিল। যার ফলে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ এবং পুলিশপ্রধান বেনজীর আহমেদ একসঙ্গে কক্সবাজার গিয়েছিলেন এবং যৌথভাবে সংবাদ সম্মেলন করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। ঘটনার চার দিন পর ৫ আগস্ট হত্যা মামলাটি করেন মেজর সিনহার বোন। মামলা করার চার মাসের মধ্যে র‍্যাব তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ হত্যা মামলার অভিযোগপত্র গ্রহণ করেন। ২০২১ সালের মাঝামাঝি থেকে বিচার কার্যক্রম শুরু হয়।

বিস্তৃত অর্থে বিশ্বের পরাশক্তিধর দেশগুলো যেখানে এই পরিস্থিতিতে জীবন এবং অর্থনীতি সামাল দিতে টালমাটাল হয়েছে, খেই হারিয়ে ফেলেছে, জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে, সেখানেও শেখ হাসিনা বিস্ময়করভাবে সফলতা দেখিয়েছেন। বৈশ্বিকভাবে সাফল্যের উদাহরণ রচনা করেছেন।

নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক, লাঞ্ছনাকর অথবা দ-বিরোধী একটি আন্তর্জাতিক সনদের পক্ষরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে। মূলত এ আইনটির মাধ্যমে বিচারবহির্ভূত হত্যা কিংবা নির্যাতন বন্ধের কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছিল রাষ্ট্র। এ আইনের ২(৭) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে- 'হেফাজতে মৃত্যু অর্থ সরকারি কোনো কর্মকর্তার হেফাজতে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু; ইহা ছাড়াও হেফাজতে মৃত্যু বলিতে অবৈধ আটকাদেশ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক গ্রেপ্তারকালে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুকেও নির্দেশ করিবে; কোনো মামলায় সাক্ষী হউক বা না হউক জিজ্ঞাসাবাদকালে মৃত্যুও হেফাজতে মৃত্যুর অন্তর্ভুক্ত হইবে।' আইনের ১৫(২) ধারামতে, কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে যদি নির্যাতন করেন এবং উক্ত নির্যাতনের ফলে উক্ত ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে নির্যাতনকারী এ আইনের ১৩(১) ধারা অনুযায়ী অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং তজ্জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্যূন যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদ- অথবা ন্যূনতম এক লাখ টাকা অর্থদ- অথবা উভয় দ-ে দি-ত হবেন এবং অর্থদ-ের অতিরিক্ত দুই লাখ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে প্রদান করবেন। কোনো ব্যক্তি এ অপরাধ সংঘটনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সহায়তা বা প্ররোচিত করলে কিংবা অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্র করলে তিনিও এ আইনের ১৫(৩) ধারা মোতাবেক অন্যূন দুই বছরের

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MBPPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

বিএনপির এখন বড় 'দুর্দিন'



সালাহউদ্দিন বাবর

গণতান্ত্রিক দেশেই রাজনৈতিক অঙ্গনে পক্ষ-প্রতিপক্ষের মধ্যে পাল্টা বক্তব্য দেয়া হর হামেশাই ঘটে যেসব বক্তব্যে দলের নীতি কার্যক্রম নিয়ে কথা থাকে। সেখানে গণতান্ত্রিক শিষ্টাচার ও শৈলীর কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। আমাদের এখনো পাল্টাপাল্টি কথা হয়, কিন্তু সেখানে গণতান্ত্রিক 'নর্মস' বা চেতনা এতটাই লঙ্ঘিত হয়, বহু ক্ষেত্রেই তা শালীনতা ভব্যতার সীমা অতিক্রম করে যায়। ফলে রাজনীতির অঙ্গনে সব সময়ই বিরাজ করে তিক্ততা ও সাধারণ সৌজন্যের সীমাহীন ঘাটতি।

সম্প্রতি ক্ষমতাসীন দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা তাদের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপিকে উদ্দেশ করে বলেন, দলটির এখন বড় 'দুর্দিন', এটা বিএনপির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের লক্ষ্যে বলা হয়নি। বক্তব্যের মূল সুরটি হচ্ছে তীর্যক; দলটিকে নিছক হেয় প্রতিপন্ন করা। এটাই সবাই বোঝেন। দেশের দলগুলো কখনোই সত্যিকার অর্থে তাদের প্রতিপক্ষের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর মতো এমন উদারতার এখনো উন্মেষ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেনি। সৌজন্য সহমর্মিতার প্রকাশের মানসিকতা এখনো তারা লালন করেন না। বরং এটাই দেখা যায়, ক্ষমতাসীনরা তাদের প্রধান প্রতিপক্ষকে ঠেলতে ঠেলতে খাদে ফেলার আয়োজনেই ব্যস্ত থাকে।

বিএনপির প্রতি যে নেতা 'দুর্দিনে' থাকার কথা যে উদ্দেশ্যেই বলে থাকুন না কেন, তাতে কিন্তু সত্যতা আছে। কেননা ক্ষমতাসীন দলের সব পর্যায়ের নেতাগণ অহর্নিশভাবে বিএনপিকে বাক্যবাণে জর্জরিত করছেন। তাতে তাদের ভালো থাকা জো'টা কোথায়? বিএনপির পক্ষ থেকে সরকারের কোনো ভুল নীতি, সিদ্ধান্ত, দুর্বলতার সমালোচনা করে কিছু বললে, তা বিবেচনায় নেয়া তো দূরের কথা; তা যেন মৌচাকে ঢিল ছোড়ার মতো হয়ে যায়। চতুর্দিক থেকে এই দলটি ওপর বাক্যে গোলা ছোড়া শুরু হয়ে যায়। কোনো অভিযোগ তোলা অন্যায় হবে না যদি তথ্য-উপাত্ত হাজির করে তোলা হয়। কিন্তু কোনো তথ্য-উপাত্ত পেশ না করে বিএনপিকে যা ইচ্ছা তাই বলে মজলুম বানানো হচ্ছে। শুধু বিএনপি নয়, আরো কিছু দল এভাবে জুলুমের শিকার হচ্ছে। এতে ক্ষমতাসীনের প্রতি এসব সংগঠনগুলোর কর্মী-সমর্থক শুভাকাঙ্ক্ষীদের মনে ভীষণ নেতিবাচক ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে। সরকারের জন্য তা জনবিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবে। সুষ্ঠু ভোটের পর প্রকৃত বিজয়ীরা শুধু কোনো দলগোষ্ঠী বিশেষের সরকার থাকে না, সবার সরকার হয়ে উঠতে হয়, উদারচিত্তের পরিচয় দিতে হয়। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে অনাবিল মমতার দৃষ্টিতে দেখতে হয়। সবার প্রশ্ন সেভাবে দেখা হচ্ছে।

এটা আমরা বিশ্বাস করি- অকারণ ছিদ্রান্বেষণ, উদ্দেশ্যমূলক কিছু বলা হলে তার জবাব দেয়ার অধিকার সবার আছে। আবার এটাও যথার্থ বলে মেনে নিতে হবে, গণতান্ত্রিক সমাজে সরকারে দুর্বলতাকে রঙ না চড়িয়ে তুলে ধরার অধিকার সবারই সংরক্ষিত থাকে। এটা সহ্য না করে, গালমন্দ করা কুরুচির পরিচায়ক তো বটেই; সে সাথে অগণতান্ত্রিক হীন উদ্দেশ্যেই বলতে হবে।

রাজনৈতিক অঙ্গনে নেতা-নেত্রীদের সবাই অভিন্ন ধ্যান-ধারণা পোষণ করবেন বিশেষ করে যেখানে গণতন্ত্রের অস্তিত্বের কথা বলা হয়। তবে হ্যাঁ, যেখানে স্বৈরতন্ত্র বহাল সেখানে সবাইকে এক কাতারে চলতে হয় বা চলতে বাধ্য করা হয়। সত্য কথা বলাটারও অধিকারও থাকে না। নির্দিষ্ট করে দেয়া সরল রেখার বাইরে যে যতটুকু বেরিয়ে আসবে, সেটা কারো হাতই হোক আর পা'ই হোক ছেঁটে দেয়া হবে। তাতে সে বাঁচুক বা মরুক অথবা বিকলাঙ্গ হোক 'কুছ পরওয়া' নেই। আমাদের এখানেও কি কেউ সে রকম কথা ভাবেন? প্রশ্নটা মনে উদয় হলো এ জন্য যে, ক্ষমতাসীন দলের সেই শীর্ষ নেতা সম্প্রতি বিএনপির আন্দোলনকে 'দূষণ' বলে অভিহিত করেছেন। তাকে যদি তিনি দূষণই মনে করেন তবে সেটা দূর করা, ক্লিন করা জরুরি! অথচ বিএনপি তো নাগরিকদের তেমন সমস্যা সঙ্কটে ফেলে দেয়নি। তারা মিছিল-মিটিং করছে। কিন্তু প্রতিদিন তো নয়। বিশেষ কোনো অকেশনে বা উপলক্ষে তা করে। তা ছাড়া বাংলাদেশে তো এটা কোনো নতুন 'ফেনোমেনো' নয়। আর সমাবেশ শোভাযাত্রা করা তো ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংগঠনের সাংবিধানিক অধিকার। দেশের সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে রয়েছে '....শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।' গণতন্ত্রের চেতনাকে সংবিধানে এভাবেই উচ্চকিত করা হয়েছে। তাকে যদি দূষণ ভাবা হয়, তবে সেটা তো গণতন্ত্র ও সংবিধানের পরিপন্থী। অথচ গণতন্ত্রের সৌরভ সৌন্দর্য হচ্ছে ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। শ্রদ্ধা করা না জানলে শ্রদ্ধা পাওয়াও যায় না। ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রতি গণতান্ত্রিক শিষ্টাচার যারা অনুশীলন করেন, তাদের প্রাত্যহিক জীবনে চলনে বলনে পরিস্ফুট হয় তা।

দেশে লিখিতভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকলেও নিত্যদিনে কার্যক্রমের মধ্যে তার প্রতিফলন নেই। সংসদীয় গণতন্ত্র যেভাবে চর্চা হয় 'মাদার পার্লামেন্টে' তথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কার্যক্রমে, তার ধারে কাছে আমরা নেই। এ নিয়ে ক্ষমতাসীনরা সোচ্চার; কিন্তু সে গণতন্ত্র চর্চায় তারা 'ব্যাক বেঞ্চার'। গত ৫০ তার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বটে; কিন্তু দলের পূর্বসূরিদের আচার-আচরণ 'এটিকেট' থেকে এখন আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের 'ক্রটলি মেজোরিটি' থাকা সত্ত্বেও তারা যোজন দূরে অবস্থান করছে। এ কোনো অসত্য 'এলজাম' নয়। অতীতে আওয়ামী লীগে প্রশংসিত ভূমিকার কথা বলব। দিনে দিনে ব্যক্তি কিংবা সংগঠন গুণে আচরণে আরো পরিশীলিত হয়। তাতে সমাজ আলোকোজ্জ্বল হয়। কিন্তু আজ তো অসহিষ্ণুতা দেশকে গ্রাস করছে।

ফিরে যাই দূষণ ছড়ানোর প্রসঙ্গে; তবে তো দূষণ দূর করতে হবে, ক্লিন করা জরুরি! কথা আছে 'যারে দেখতে নারি, তার চরণ বাঁকা।' বিএনপি ডানে বামে যে দিকে ঘুরতে গেলেও কি দূষণ বিচ্ছুরিত হয়? তারা বললেও দোষ, না বলেও দোষ। বেচারারা পাতালে যাবে, না ঊর্ধ্ব আকাশে উঠে যাবে নাকি 'ভ্যানিশ' হয়ে গেলে সবাই খুশি হয়! ভুলে যাই কেন বিএনপির ভোটপ্রাপ্তির হিসাব। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন। বিএনপির ভোট লাভের অঙ্কটি ছিল এক কোটি পাঁচ লাখ সাত হাজার ৫৪৯। সপ্তম সংসদ নির্বাচনে তার ভোট দুই কোটি ২৮ লাখ ৩১ হাজার ৯৭৮। মনে হয় ক্ষমতাসীনদের স্বস্তির জন্য বিএনপিকে তার সমর্থকদের দেশান্তরিত, গ্রহান্তরিত হতে হবে। আসলে এটা কেন স্মরণ রাখা হচ্ছে না বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশের প্রাচীনতম এবং বড় দল আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক থিম এর বিপরীতে যে, নতুন রাজনৈতিক ধারণা পেশ করেন। এ দেশ লাখ কোটি মানুষ তাদের মনের মণিকোঠায় স্থান তাকে দিয়েছে। তার জন্য অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা কর্মীরা সহ্য করেও চলেছে। প্রকৃত পক্ষে বিএনপি এ দেশের গণমানুষের দলে পরিণত হয়েছে। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিএনপিতে শামিল হলে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে একটি গুণগত দিক পরিলক্ষিত হয়। সেটা দেশ ও দশের প্রতি দায়িত্বানুভূতির সৃষ্টি; তারা নীরবভাবেই দেশের এতটুকু স্বার্থের হানি হলে মরমে মরে যায়, সরব সোচ্চার হয়ে ওঠে। দেশে মানুষের ধর্মীয় এবং দেশজ শুদ্ধ সংস্কৃতিকে হৃদয়ে লালন করে আবেগে আপ্লুত। তাদের মনে গেঁথে গেছে 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ।' ফিরে যাওয়া যাক পূর্ব প্রসঙ্গে, বিএনপির দুর্দিনের কথায়। রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ধ্বংসের জন্য তার প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত বহু ভুয়া মামলা দায়ের করে তারা। সেসব মামলার জের টেনে তিনি জেল জীবনযাপন করছেন আর শত দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তাকে। সেই সরকারের ভুয়া মামলা থেকে আরো অনেককেই অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। সেই সব ভুয়া মামলা তুলে নিয়েছে পরবর্তী সরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে, বেগম জিয়ার মামলাগুলো তোলা হয়নি। এটা অবশ্যই আইনের ব্যত্যয়, বৈষম্যমূলক আর রাজনৈতিক কারণ এর পেছনে রয়েছে কি, এখানে সংবিধানের দুটি অনুচ্ছেদ তুলে ধরছি। সংবিধানে ২৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার।' ২৮(১) অনুচ্ছেদে রয়েছে '... কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।' এসব ন্যায়ানুগ সুযোগ তিনি পাচ্ছেন না কেন!

দেশে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়। বিশেষ করে প্রতিপক্ষ দল ও নেতা-নেত্রীদের নিয়ে। রাজনীতিতে প্রতিযোগিতা অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু প্রতিহিংসা পরশ্রীকাতর অত্যন্ত গর্হিত ব্যাপার, নিন্দনীয় বিষয়। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে তা শতভাগ বিরাজ করছে। এর কারণ হচ্ছে ক্ষমতা কর্তৃত্ব পাওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা; তা ছলে বলে কৌশলে কব্জা করতে রাজনীতিকরা মরিয়া হয়ে ওঠেন। তাই আমাদের সুষ্ঠু ধারার রাজনীতির বিকাশ ঘটছে না। ক্ষমতা কর্তৃত্ব পাওয়ার চাবিকাঠিটা যদি জনগণের হাতে স্থায়ী করা যেত, তথা আমাদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজনটা যদি স্বচ্ছ করা যেত, জনগণের ভোটাধিকারটা যদি সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো তা হলে ভোট হাতিয়ে নেয়ার বিষবৃক্ষটা শুকিয়ে যেত। বিএনপির ধারণা, নব্বই পূর্ববর্তী সময়ে মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনার যে আন্দোলন হয়েছিল, তাতে বেগম জিয়ার যে অবদান তো ভুলে যাওয়া যায় না। বেগম জিয়া বাইরে থাকলে তেমন কিছু হতে পারে সে ভয় থেকেই কি তাকে আটক রাখা হয়েছে? প্রশ্ন হতে পারে তার কি এখন শারীরিক সক্ষমতা রয়েছে? তার উত্তর, তিনি বাইরে থাকলে মুক্ত মানুষের মতো কথা বললে পারলেই চলত। তিনি আন্দোলনে প্রতীক হয়ে থাকতে পারতেন। মুক্ত থাকলে এতটা অসুস্থ হতেন কিনা

বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না, এটা বঙ্গবন্ধুর উক্তি। সারা পৃথিবীতে সবাই এটা একবাক্যে স্বীকার করেন বিরোধী দলের কাজ সরকারকে পাহারা দিয়ে রাখা। সরকারের সমালোচনা করা। ছায়া-সরকারের ভূমিকা পালন করা। শক্তিশালী বিরোধী দল গণতন্ত্রকে সুরক্ষা দেয়। বিরোধী দল দুর্বল হলে জনগণের কপালে দুঃখ নেমে আসে।

দেশের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তাই এখানে বহুমত পথের মানুষ তাদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বসবাসের এবং নিজস্ব চিন্তা-চেতনার আলোকে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। সে বিবেচনায় এসব সংগঠন নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পরস্পর সহযোগী। আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জাতীয় পার্টিও সে বিবেচনায় পরস্পরের সহযোগী। তাই এক সহযোগীর দুর্দিনে অপর সহযোগীর এগিয়ে আসাটা তো সাধারণ সহমর্মিতা ও সৌজন্য। আর গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তা আরো জরুরি। কেননা গণতন্ত্র মানেই একাধিক দলের অস্তিত্ব বজায় থাকা জরুরি। এক হাতে যেমন তালি বাজে না তেমনি একাধিক দল না থাকলে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় থাকতে পারে না। মেষ পাল থেকে কোনো একটি মেষ বিচ্ছিন্ন হলে নির্ঘাত তার স্থান হবে নেকড়ের উদরে! বিএনপি না থাকলে বহু বিপদই হতে পারে ক্ষমতাসীনদের। আজকে বিএনপির বড় বিপদ যা আমাদের নজরে পড়ছে তা হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ কুৎসা ছড়ানো আর দলের অগণিত নেতাকর্মীদের আসামি করে গায়েবি মামলায় জড়িয়ে কারাবাসে নেয়া। এসব থেকে সরে এলেই শুধু বিএনপির মদদ করা হতে পারে। শুধু তাই নয়, সুস্থ ধারার রাজনীতির বিকাশ ঘটবে- এটা মানুষ কি আশা করতে পারে না?

তবে এটা বুঝি, বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে একটা মানসিক অশান্তি ও শূন্যতা বিরাজ করছে। দলের চেয়ারপারসন বন্দী অবস্থায় রয়েছেন। তিনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ। তার সুষ্ঠু চিকিৎসা নিয়ে সংগঠনের নেতাকর্মীরা সন্তুষ্ট নন। দেশে যতটুকু চিকিৎসা হওয়া তা হচ্ছে বটে। কিন্তু রোগমুক্ত হতে পারছেন না তিনি। তার আরো উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন; এটা অতীব জরুরি। তা পূরণের জন্য তাকে বিদেশে নেয়া অত্যন্ত জরুরি বলে সংগঠনের নেতাকর্মীরা দাবি করে যাচ্ছেন। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো নিয়ে বিএনপির দাবি অগ্রাহ্য করা হচ্ছে আইনের নানা প্রশ্ন তুলে। এটা তো সাধারণ প্রশ্ন জীবন নিয়ে। বেগম খালেদা জিয়ার জীবন রক্ষার সাথে আইনের মারপ্যাঁচ কতটা মানবিক? আইন তো মানুষের কল্যাণের জন্য; সে বিবেচনাটা কি করা হচ্ছে? আর তা ছাড়া প্রতি নাগরিকের সুচিকিৎসার অধিকার আইনের মারপ্যাঁচের কাছে পরাজিত হবে। এটা অবশ্যই উত্তম দৃষ্টান্ত হবে না। তিনি একাধিকবার দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, ক্ষমতায় থাকাকালে তিনি দেশকে সর্বোচ্চ সেবা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের তার যে অবদান তাকে কি মূল্যায়ন করা হবে না?

তা ছাড়া তার জেলজীবন নিয়ে প্রশ্ন আছে। তিনি প্রতিহিংসার শিকার কি না তা কে বলবে? তৎকালীন যে সরকার ছিল তাদের বৈধতার প্রশ্ন নাইবা তুললাম। কিন্তু বেগম খালেদার প্রতি সেই সরকারের চরম প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং তার সন্দেহ আছে। তা ছাড়া বাইরে গিয়ে উন্নত চিকিৎসারও সুযোগ নিতে পারতেন। বেগম জিয়ার প্রতি একটা বিশেষ আবেগও কর্মীদের রয়েছে।

তা ছাড়া আরো সমস্যা হলো, বিএনপিতে নেতৃত্বের শূন্যতাও রয়েছে। দলের মহাসচিবসহ হাতেগোনা জনাকয়েক নেতাকেই আমরা সক্রিয় দেখছি। এতবড় দল, বিপুল তার কর্মী-সমর্থক শুভাকাঙ্ক্ষী, তারা নেতাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। অবশ্য বিএনপির নেতৃত্বে আসা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। কেননা তাতে জেল জুলুমের ভয় থাকে। তাই এই ঝুঁকি নিতে অনেকেই সাহসী হন না। এ জন্য সংগঠনটির এগিয়ে যাওয়া থমকে আছে।

এদিকে, তাত্ত্বিকদের কথা হচ্ছে 'নেতৃত্ব হলো মানুষের জন্য একটি পথ খুলে দেয়া, যাতে তারা কোনো অসাধারণ ঘটনা ঘটানোর ক্ষেত্রে নিজেদের অবদান রাখতে পারেন।' যে দলের নেতাদের চিন্তাচেতনা অগ্রসরমুখী, ইতিবাচক হয়ে থাকে; নেতারা আবেগ সঞ্চারিত করে তাদের কর্মীদের ওপর চাপিয়ে দেন না বরং এই মুহূর্তের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেন তখন দলের কর্মীদের ভেতর স্বতঃস্ফূর্ততা আসে। তাছাড়া এমন কৌশলের মাধ্যমে সহজাত দক্ষতাসম্পন্ন নেতারা অনুগামীদের প্রভাবিত করতে পারেন। দেশের সার্বিক পরিবেশ দলের কার্যকলাপকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে থাকে। এখন বিএনপির পক্ষে সাধারণ রাজনৈতিক কার্যক্রমই পরিচালনা করা কঠিন বটে। সেটা উপরে কিছুটা উল্লেখ করেছি। তার পরও এ কথা স্বীকার করতে হবে, দলে বহু নেতাকর্মী বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছেন। প্রতিকূলতা মোকাবেলার পরিবর্তে তারা এখন প্রায় নিষ্ক্রিয়।

সরকারের পূর্বসূরিরা অতীতে বিরোধী দলের প্রতি যে ধৈর্য সহ্য আর সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করতেন তা কল্পনা করা যায় না। 'টলারেন্স' বা সহ্য করার অনুশীলন বস্তুত গণতান্ত্রিক রাজনীতির একান্ত অপরিহার্য একটি অনুষঙ্গ। আজ তার ঘাটতি আমরা এখন লক্ষ করি। বঙ্গবন্ধুর সরকারের 'টলারেন্স' ছিল এক অনুপম অনুষঙ্গ। আজকে বিএনপি ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে যে আচরণ পাচ্ছে তা সবার কাছে পরিষ্কার। বঙ্গবন্ধুর আমলে তৎকালীন বিরোধীদল জাসদের পক্ষ থেকে সরকারের নীতি আদর্শের নিন্দা সমালোচনা তো ছিলই, তাদের বাহ্যিক আচরণ ছিল মারমুখী যুদ্ধংদেহী। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিরোধী দলের এমন আচরণ কোনোভাবে অনুমোদন দেয়া যায় না। এমন আচরণের পরও তৎকালীন সরকার অপরিসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে সেই কথা ভাবলে অভিভূত হতে হয়। সম্ভবত সদ্য স্বাধীন দেশে নতুন গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের স্বার্থে সরকার এমন ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিল। তৎকালীন বিরোধী দল জাসদের নেতারা ও তাদের অঙ্গ ছাত্র সংগঠন সরকারের বিরুদ্ধে তো বটে এমনকি খোদ ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যে অশালীন অশ্রাব্য ভাষায় গালমন্দ করেছেন, তা এতটা অরুচিকর যা উচ্চারণ করা লজ্জাকর। ভাবতে অবাক লাগে একটি নির্বাচিত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে সে দলের নেতারাসহ কর্মীরা হামলা চালান। সম্প্রতি সংসদে জাতীয় পার্টি এমপি কাজী ফিরোজ রশিদের একটি বক্তব্য অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উদ্ধৃতি করছি। তিনি সংসদে বলেছেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার পটভূমি তৈরি করেছিল 'জাসদ'। জাসদের সেই সব নেতারা আজ আওয়ামী লীগ সরকারের সহযোগী, এমনকি কেউ কেউ মন্ত্রীও ছিলেন। তৎকালীন একটি ছাত্র সংগঠনের নেত্রী পরে সরকারের প্রতিপক্ষ দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে উদ্দেশ করে এমন স্লোগান তুলেছিলেন যা কি না ফৌজদারি আইনে অপরাধযোগ্য ছিল। হাসি পায়, তিনিও বর্তমান সরকারের মন্ত্রী ছিলেন, 'সেলুকাস রাজনীতি কী বিচিত্র; ততোধিক বিচিত্র এই দেশ'।

একটা বিষয় এখন ভাবার সময় হয়েছে যে, গত ৫০ বছরেও কোনো ক্ষেত্রেই আমরা সুষ্ঠু ধারা সৃষ্টি করতে পারিনি এবং একই কথা প্রযোজ্য যে, ৫০ বছরেও রাজনৈতিক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যন্ত গড়ে তুলতে পারিনি। পারিনি রাজনীতির সুন্দর শৈলী রচনা করতে। কোনো দল ক্ষমতায় এসে তার ওয়াদা অঙ্গীকার সব কিছু ভুলে যায়। বিরোধিতাকে বিকল্প ভাবার মতো উদারতা দেখাতে পারিনি। সংসদীয় গণতন্ত্রের মাতৃভূমি ব্রিটেনে সংসদে প্রধান বিরোধী দলে 'ছায়া মন্ত্রিসভা' রয়েছে। আদৌ সেখানে পৌঁছার কোনো সদিচ্ছা কি আমাদের আছে?

বিরোধী দলের প্রতি গুরুত্বের বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর যে উপলব্ধি তার একটা চিত্র তুলে ধরছি ২০১৮ সালে প্রকাশিত আনিসুল হকের রচিত 'বিরোধী দল ছাড়া কি গণতন্ত্র হয়?' শীর্ষক একটি জাতীয় দৈনিকের এক নিবন্ধ থেকে। 'বিরোধী দলের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখে গেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের পর শেখ মুজিব গিয়েছিলেন করাচিতে, দেখা করেছিলেন তখনকার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে। শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন, 'আমি বললাম যে, আওয়ামী লীগ বিরোধী পার্টি। তাকে কাজ করতে সুযোগ দেয়া উচিত। বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না। আপনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তা আমি জানি।'

বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না, এটা বঙ্গবন্ধুর উক্তি। সারা পৃথিবীতে সবাই এটা একবাক্যে স্বীকার করেন বিরোধী দলের কাজ সরকারকে পাহারা দিয়ে রাখা। সরকারের সমালোচনা করা। ছায়া-সরকারের ভূমিকা পালন করা। শক্তিশালী বিরোধী দল গণতন্ত্রকে সুরক্ষা দেয়। বিরোধী দল দুর্বল হলে জনগণের কপালে দুঃখ নেমে আসে।

বিরোধী দলকে যদি মূল্যায়ন করা না হয়, তাদের গণতান্ত্রিক কর্মকা- করতে দেয়া না হয়, তাদের সমালোচনা বিষবৎ ঠেকে। ক্ষমতাসীনরা যদি কেবল একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চা করে, তবে এটা মনে রাখা উচিত মানুষের প্রকৃতি দুর্বল আর সীমাবদ্ধ। দুর্নীতি, ক্ষমতার অপচর্চার ঘটনা নির্ঘাত ঘটবেই। মানুষ যখন দেখে তার কাজের বাদ প্রতিবাদ করার কেউ নেই, তখন সে উদ্ধত, উন্নাসিক, আর দাম্ভিক হয়ে ওঠে, বেপরোয়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা শত ভাগ। মানুষ তার নিজের মুখ দেখতে যেমন প্রয়োজন আয়নার, সরকারের কাজের ধরন, কার্যকারিতা কতটা তা যাচাই করার একমাত্র পথ তার প্রতিপক্ষের আলোচনা সমালোচনা আর মূল্যায়ন থেকে। 'ইফেক্টিভ' বিরোধী, ইফেক্টিভ সরকারের পূর্বশর্ত। যে দেশে সরকার জনগণকে সর্বোচ্চ সেবা দিতে পেরে সফল প্রশংসিত, তার বিরোধী দলের অবদান কিছুমাত্র খাটো করে দেখার উপায় নেই। আজ দেশে যে দুর্নীতির প্রসার, সুশাসনের ঘাটতি, আইনের শাসনে অবক্ষয়, তা প্রশাসনের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতেই হোক, তার ষোলো আনা দায় তাদেরই নিতে হবে। এর একমাত্র রিমেডি-সলিউশন জবাবদিহিতাকে জাগ্রত করতে হবে, একে দমিয়ে রাখলে দেশ অপকর্মের তলায় তলিয়ে যাবে।

বর্তমান সরকার দীর্ঘ দিন টানা ক্ষমতাসীন রয়েছে, তাদের ক্ষমতায় আসীন হওয়া এবং এখন পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাটা যে 'মানের' নির্বাচনের মাধ্যমেই হোক সে কথা এখন তুলতে চাই না, কেননা দেশের মানুষের চোখ থাকতে তারা অন্ধ নয় আর স্মৃতিটাও এত খাটো নয় যে, সব ভুলে গেছে। দীর্ঘ সময় থাকার সুযোগ ঘটায় তাদের দেশের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে প্রকৃত পক্ষে একটি 'গ্রেট অপরচ্যুনিটি', সেই সুযোগটার যদি নির্মোহ মূল্যায়ন করা হয়, তবে যতটুকু ইতিবাচক দিক বেরিয়ে আসবে, সেই তুলনায় নেতিবাচক কর্মকা-ের ফিরিস্তিটা সন্দেহ নেই যে, সেটা নাতিদীর্ঘ হবে।

সামগ্রিক বিবেচনায় প্রশাসনে নেতিবাচক দিকগুলো বিবেচনায় নিলে যে উপসর্গ নিয়ে যে কথা বলতে হবে তাতে দেশে দুর্নীতির হাল হকিকতের বিষয় উল্লেখ করতে হয়। দেশের সংবাদপত্রগুলো প্রকৃতপক্ষে সমাজের দর্পণ। হেন দিন নেই যে, দেশের প্রধান দৈনিকগুলোতে নানা অনিয়ম দুর্নীতির খবর থাকে না। এসব খবরাখবর প্রমাণ করে, দেশে কী পরিমাণ দুর্নীতি হচ্ছে। সেই সাথে অনিয়ম অব্যবস্থা আর বেআইনি যত কার্যকলাপ।

প্রতিদিন দেখছি, বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা ইটভাটায় ফসলি জমির মাটি কেটে নেয়া হচ্ছে। লোকালয়ে, বিদ্যালয়ের পাশে গড়ে ওঠা ইটভাটার এলাকায় সীমাহীন দূষণের কবলে পড়ছে, বনখেকো আর পাহাড় খেকোরা বন উজাড় করছে, পাহাড় কেটে ফেলা হচ্ছে, নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছে, তাছাড়া আরো কত অনিয়ম ও বেআইনি কাজ হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে কেঁচো খুঁজতে গেলে সাপ বেরিয়ে আসবে। মানবিকতা, মানবাধিকার, নীতি নৈতিকতার যত অবক্ষয়। এসবের কোনো প্রতিকার হবে না! এভাবেই দিন যাবে?

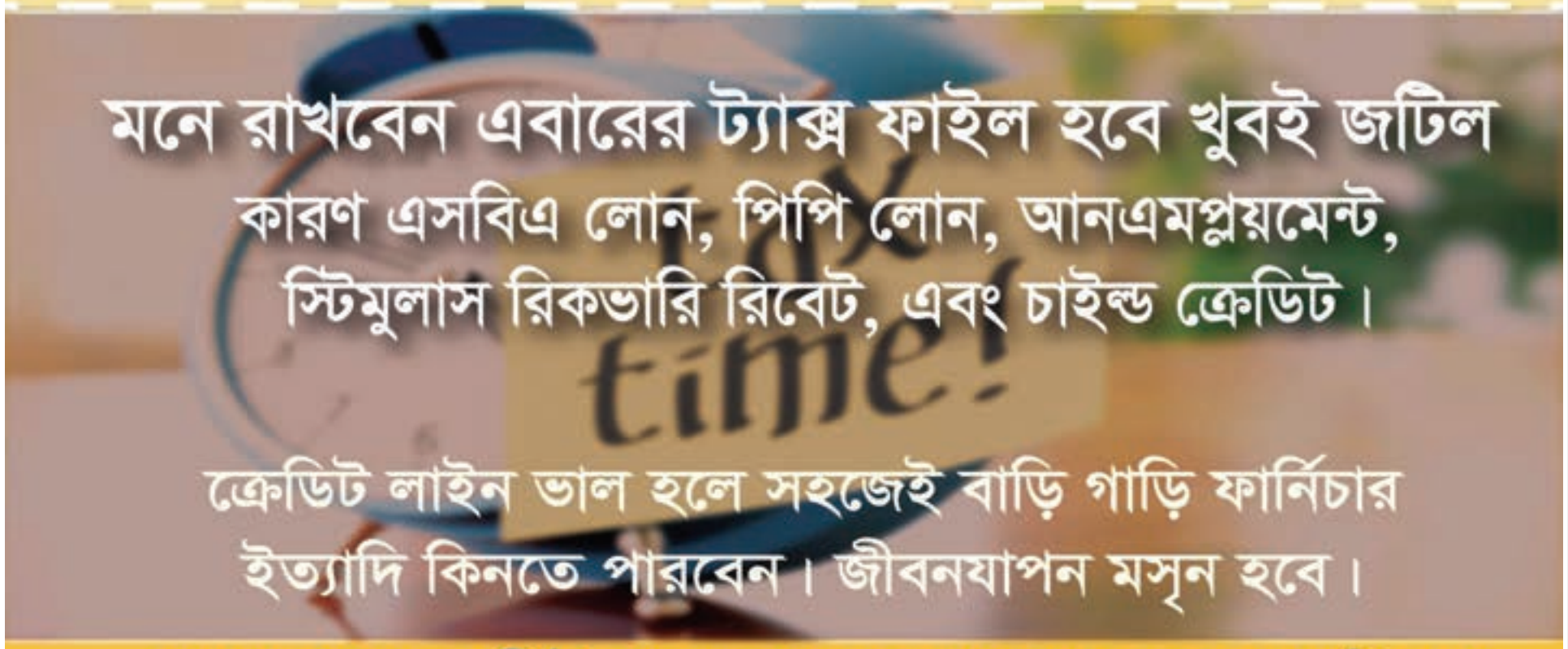
প্রশাসনের নানা অপকর্ম, অমানবিকতাসহ নানা বিষয়ে মার্কিন শেং সানারে কথা শুনে সরমে মরে যাই একথা ভেবে যে, দেশের ভাবমর্যাদা কোথায় গিয়ে ঠেকবে? প্রজাতন্ত্রের দায়িত্বশীলদের শিথিলতা, অদক্ষতা, শাসনব্যবস্থার জবাবদিহিতার ও মানবাধিকার অভাবই প্রকৃত অর্থে দেশের জন্যই দুর্দিন ঘনিয়ে আনছে। বিএনপির দুর্দিন যেমন, তেমনি দেশের দুর্দিন। বোদ্ধা সমাজকে তা গভীর চিন্তায় ফেলছে। ইতিবাচক রাজনীতি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। আর সুস্থ স্বচ্ছ নির্বাচনই ইতিবাচক রাজনীতির প্রথম সোপান।

সাউথ ইষ্ট ইউএসএ গ্রুপ
দিচ্ছে নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলের নিশ্চয়তা

আপনি অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার দ্বারা আপনার ট্যাক্স ফাইল করুন

অন্যথায় সামান্য ভুলের কারণে আপনি পেতে পারেন আইআরএস নোটিশ!

আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার।
যারা নির্ভূল ট্যাক্স ফাইল করতে সম্পুর্ণ অভিজ্ঞ।



মনে রাখবেন এবারের ট্যাক্স ফাইল হবে খুবই জটিল
কারণ এসবিএ লোন, পিপি লোন, আনএমপ্লয়মেন্ট,
স্টিমুলাস রিকভারি রিবেট, এবং চাইল্ড ক্রেডিট।

ক্রেডিট লাইন ভাল হলে সহজেই বাড়ি গাড়ি ফার্নিচার
ইত্যাদি কিনতে পারবেন। জীবনযাপন মসৃন হবে।

আপনার ক্রেডিট সমস্যার সমাধান করতে চাইলে
আজই যোগাযোগ করুন।

Confidential & safe

SOUTHEST USA GROUP, INC.
Debt Settlement and Credit Repair

74-09 37th Avenue, 2nd FL, Room# 206, Jackson heights, NY 11372

Phone: 718-639-6207 Cell: 917-566-1612

Email: usa.bd54@gmail.com

সিনহা হত্যা মামলায় ‘আইনের মারপ্যাঁছ

মো. রেজাউল করিম সিদ্দিকী

কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ ইসমাইল ৩১ জানুয়ারী ২০২২ তারিখে সেনাবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা মেজর সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা মামলার রায়ে ১৫ জন অভিযুক্ত আসামির মধ্যে প্রদীপ কুমার দাশ (বরখাস্তকৃত ওসি, টেকনাফ) এবং লিয়াকত আলীকে (বরখাস্তকৃত ইন্সপেক্টর, বাহারছড়া পুলিশ ফাঁড়ি) মৃত্যুদ-াদেশ এবং অন্য ছয়জনকে যাবজ্জীবন কারাদ- দি-ত করেছেন। অবশিষ্ট সাতজনকে আদালত খালাস দিয়েছেন। এ রায়ে ভিকটিমের বোন ও মামলার বাদী শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌস বলেছেন, তিনি ও তার পরিবার মনে করেন, রায়টি প্রত্যাশা পূরণ করেছে। কিন্তু সন্তুষ্ট তারা সেদিন হবেন, যেদিন রায়টি কার্যকর করা হবে।

রায় বাস্তবায়নের আগে পূর্ণ সন্তুষ্ট হওয়ার মতো অবস্থা আসলে নেই। সাম্প্রতিককালে বহু চাঞ্চল্যকর মামলার রায়ে অধস্তন আদালতে আসামিদের মৃত্যুদ- হলেও আপিলে বেকসুর খালাস পাওয়ার নজির রয়েছে। তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় ত্রুটির কারণে আসামিদের বেকসুর খালাস পাওয়ায় মেজর সিনহার বোনের মতো ভুক্তভোগী অনেকের মনে খানিকটা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও শঙ্কা তৈরি হয়েছে- শেষ পর্যন্ত নিষ্প্রভ প্রদীপরা আবার জ্বলে উঠবে না তো! এই উদ্বেগ ঘনীভূত হয়েছে মেজর সিনহা হত্যা মামলাটি সাধারণ হত্যা মামলা হিসেবে বিচার করার কারণে। মামলাটি নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩-এর আওতায় বিচার করা হলে খালাসপ্রাপ্ত সাতজনের হয়তো সাজা হতো। যারা ওই ঘটনায় বৈরী ভূমিকা পালন করেছিল, তাদের সঠিক আইনে বিচারের আওতায় আনলে দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকা- বন্ধের পথ সুগম হতো।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৩১ জুলাই পুলিশের গুলি ও অমানবিক নির্যাতনে নিহত হন মেজর সিনহা। শামলাপুর চেকপোস্টে ব্যারিকেড দিয়ে গাড়ি থামিয়ে ভিকটিমকে ১ নম্বর আসামি লিয়াকত আলী গুলি করে রাস্তায় ফেলে দেন। ঘটনার দুঘণ্টা পর অকুস্থলে আসেন ২ নম্বর আসামি ওসি প্রদীপ। তিনিও নিপীড়ন চালান এবং সবশেষে ভিকটিমের গলায় পা দিয়ে পিষে পিষে মৃত্যু নিশ্চিত করেন। ওই হত্যাকা- সহযোগিতা করে দায়িত্বরত পুলিশ ও এপিবিএনের কয়েক সদস্য। মৃতপ্রায় সিনহাকে তারা হাতকড়াও পরিয়ে দেয়! ঘটনাটি দেশজুড়ে শুধু চাঞ্চল্যই সৃষ্টি করেনি; সাবেক সেনা কর্মকর্তার ওপর পুলিশ সদস্যদের পৈশাচিক আক্রমণের ফলে আন্তঃবাহিনী টানাপোড়েন দেখা দিয়েছিল। যার ফলে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ এবং পুলিশপ্রধান বেনজীর আহমেদ একসঙ্গে কক্সবাজার গিয়েছিলেন এবং যৌথভাবে সংবাদ সম্মেলন করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। ঘটনার চার দিন পর ৫ আগস্ট হত্যা মামলাটি করেন মেজর সিনহার বোন। মামলা করার চার মাসের মধ্যে র‍্যাব তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ হত্যা মামলার অভিযোগপত্র গ্রহণ করেন। ২০২১ সালের মাঝামাঝি থেকে বিচার কার্যক্রম শুরু হয়।



নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক, লাঞ্ছনাকর অথবা দ-বিরোধী একটি আন্তর্জাতিক সনদের পক্ষরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে। মূলত এ আইনটির মাধ্যমে বিচারবহির্ভূত হত্যা কিংবা নির্যাতন বন্ধের কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছিল রাষ্ট্র। এ আইনের ২(৭) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে- ‘হেফাজতে মৃত্যু অর্থ সরকারি কোনো কর্মকর্তার হেফাজতে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু; ইহা ছাড়াও হেফাজতে মৃত্যু বলিতে অবৈধ আটকাদেশ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক গ্রেপ্তারকালে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুকেও নির্দেশ করিবে; কোনো মামলায় সাক্ষী হউক বা না হউক জিজ্ঞাসাবাদকালে মৃত্যুও হেফাজতে মৃত্যুর অন্তর্ভুক্ত হইবে।’ আইনের ১৫(২) ধারামতে, কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে যদি নির্যাতন করেন এবং উক্ত নির্যাতনের ফলে উক্ত ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে নির্যাতনকারী এ আইনের ১৩(১) ধারা অনুযায়ী অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং তজ্জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্যূন যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদ- অথবা ন্যূনতম এক লাখ টাকা অর্থদ- অথবা উভয় দ-ে দ-িত হবেন এবং অর্থদ-ের অতিরিক্ত দুই লাখ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে প্রদান করবেন। কোনো ব্যক্তি এ অপরাধ সংঘটনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সহায়তা বা প্ররোচিত করলে কিংবা অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্র করলে তিনিও এ আইনের ১৫(৩) ধারা মোতাবেক অন্যূন দুই বছরের সশ্রম কারাদ- অথবা ২০ হাজার টাকা অর্থদ- বা উভয় দ-ে দ-িত হবেন। ২(৪) ধারামতে, পুলিশসহ দেশে আইন প্রয়োগ ও বলবৎকারী সরকারি কোনো সংস্থাকে বোঝায়।

মেজর সিনহা হত্যাকা- অভিযুক্ত মূল আসামি প্রদীপ এবং লিয়াকত ডিউটিরত পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। তারা মেজর সিনহাকে সন্দেহভাজন বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক আইনি ক্ষমতাবলে নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন এবং গুলি চালিয়ে ও শারীরিক আঘাতে হত্যা করেন। ফলে স্পষ্টতই তারা নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩-এর আওতায় অপরাধ সংঘটন করেছেন। এ দুজনকে ঘটনার আগে-পরে সহযোগিতা প্রদান করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আরও কয়েক সদস্য। মামলাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে তিনটি মিথ্যা মামলা পুলিশের পক্ষ থেকে রুজু করা হয়। সব বিষয় অবহিত থাকার পরও অভিযুক্ত পুলিশ কর্তকর্তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তৎকালীন পুলিশ সুপারসহ অনেকেরই নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৫(২)-এর অধীনে অভিযুক্ত হওয়ার কথা। যেহেতু এ আইনে বলা হয়েছে- অন্যান্য আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পুলিশি হেফাজতে নির্যাতন বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে এ আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাবে; সেহেতু আইনের কোনো বিধান উপেক্ষিত হয়ে থাকলে সেই ত্রুটির পুরো সুবিধা পাবে দ-িত আসামিরা।

২০০২ সালে অঞ্জলী দেবী নামে একজন ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশ করে পাবনা জেলা থেকে একটি ৪ বছর বয়সী শিশুকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার পথে জনতার হাতে ধরা পড়ে। সে ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৬(১) ধারায় মামলা হলে অঞ্জলীকে ২০০৫ সালের জুন মাসে পাবনার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মৃত্যুদ- দি-ত করেন। পরে মহামান্য হাইকোর্ট ডেথ রেফারেন্স ও অঞ্জলীর আপিল শুনানির পর অধস্তন আদালতের দ-াদেশ বাতিল করে অঞ্জলীকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন। উচ্চ আদালত মনে করেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাটি তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি পুরোপুরি নিজের জিম্মায় চুরিকৃত শিশুটিকে নিতে পারবে। দ-বিধির সাধারণ অপহরণ বা চুরির মামলায় বিচার করা হলে শাস্তি হয়তো কম হতো, কিন্তু অঞ্জলী বেকসুর খালাস পেতে না। আশা করি, মেজর সিনহার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটবে না।

লেখক: বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী

সারসকভ-২ : আল্ফা থেকে ওমিক্রন

(৮ পাতার পর)

ভ্যারিয়েন্ট যখন আবিষ্কৃত হলো, তখন ইন্ডিয়ায় আবিষ্কার হওয়ায় একে ডাকা হতো ইন্ডিয়ান ভ্যারিয়েন্ট নামে। কিন্তু এ নামের সাথে মানুষের জন্য ক্ষতিকর একটি ভাইরাসকে পরিচিতির উদ্দেশ্য হওয়ায় সংশ্লিষ্ট দেশ এই নামে ডাকাকে আপত্তি করল। এ অবস্থায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ব্যাপারটি আমলে নিয়ে ভৌগোলিক এলাকা অনুসারে নামকরণের প্রথার বিকল্প গ্রিক বর্ণমালাকে বেছে নেয়। এ পর্যন্ত ভ্যারিয়েন্টগুলোর নামের ব্যাপারে চারটি পদ্ধতি চালু আছে। প্রথম নামটি বৈজ্ঞানিক নাম যা মিউটেশন ও জেনেটিক পরিবর্তনকে প্রাধান্য দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে। এ নামের ধারকবাহক সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা (বি.১.১.৭, বি.১.৩৫১, পি.১, বি.১.৬১৭.২ ইত্যাদি)। দ্বিতীয় ধরনের নামকরণ করা হয়েছে গ্রিক বর্ণমালার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে যার উদ্ভাবক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (যেমন- আল্ফা, বিটা, গামা, ডেল্টা, ওমিক্রন প্রভৃতি)। তৃতীয় ধরনের নামকরণ করা হয়েছে ভৌগোলিক এলাকাকে গুরুত্ব দিয়ে (ইন্ডিয়ান ভ্যারিয়েন্ট, ইউকে ভ্যারিয়েন্ট প্রভৃতি)। চতুর্থ ধরনের নামকরণ হলো মিশ্র ধরনের।

অবশ্য সাম্প্রতিক মাসগুলোতে, বেশির ভাগ বিজ্ঞানী একটি একক বংশ-নামকরণ পদ্ধতিতে সহজ বোধ করছেন। কারণ এ পদ্ধতিতে ভ্যারিয়েন্টের বিবর্তনীয় রূপ ব্যখ্যা করা সহজ হয়।

করোনাভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট প্যান্ডেমিক পরিস্থিতি, বিশ্বব্যাপী এর অপ্রতিহত প্রভাব এবং এপিডেমিওলজিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাভাইরাসের ভ্যারিয়েন্টগুলোকে অফিসিয়ালি ভ্যারিয়েন্টস আন্ডার সারভিলেন্সের অন্তর্ভুক্ত করে।

এর আওতায় ভ্যারিয়েন্টগুলোকে ভ্যারিয়েন্টস ইন মনিটরিং, ভ্যারিয়েন্টস আন্ডার ইনভেস্টিগেশন, ভ্যারিয়েন্টস অব ইন্টারেস্ট, ভ্যারিয়েন্টস অব কনসার্ন অ্যান্ড ভ্যারিয়েটস অব হাই কন্সিকুয়েন্সেস এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ভ্যারিয়েন্টগুলোর বিভিন্ন নামকরণ এপিডেমিওলজির গুরুত্ব অনুপাতে করা হয়েছে। ভ্যারিয়েন্টের এসব ধরন স্টাটিক নয়, বরং ডাইনামিক। আজকে যেই ভ্যারিয়েন্টটা ভ্যারিয়েন্ট অব ইন্টারেস্ট, কালকে সেটি তার ধ্বংস ক্ষমতার কারণে ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্নে রূপ নিতে পারে। আবার আজকে যেটা ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্ন, কিছু দিন পর তার মারণঘাতী ক্ষমতা কমে যাওয়ায় ভ্যারিয়েন্ট অব ইন্টারেস্টের কাতারে চলে আসতে পারে। একসময় বিলুপ্তও হয়ে যেতে পারে। তবে একটি সাধারণ কথা মনে রাখতে হবে যে, একটি ভ্যারিয়েন্ট যখন আবির্ভূত হয় তখন যে সংক্রমণশীলতা বা মারণক্ষমতা নিয়ে আসে, তা সাধারণত দিনে দিনে দুর্বল হয়ে যায় অথবা নতুন শক্তিধারী বা দুর্বল ভ্যারিয়েন্ট বা সাব-ভ্যারিয়েন্ট তৈরি হয়; যা ভিন্নধর্মী হয়ে থাকে। কিন্তু একই ভ্যারিয়েন্ট আরেকটি নতুন ভ্যারিয়েন্ট হওয়া ছাড়া শক্তিশালী হয় না।

ভ্যারিয়েন্ট নামকরণের পরিবর্তন ও বিলুপ্তকরণ- সব ঘোষণাই দিয়ে থাকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

ভ্যারিয়েন্টগুলোর কার্যকরী সংজ্ঞা

ভ্যারিয়েন্ট অব ইন্টারেস্ট হবে যখন মিউটেশনের কারণে নিম্নবর্ণিত পরিবর্তনগুলোর একটি বা একাধিক লক্ষণীয়ভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রতীয়মান হয়।

- স্পাইক প্রোটিনের আরবিডি অংশের সাথে মানুষের ফুসফুস কোষের রিসেপটর এসিই-২ এর যুক্তকরণ সহজ ও দ্রুত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।
- আগেই ভ্যাকসিন বা ইনফেকশনের মাধ্যমে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডির ক্ষমতা খর্ব হয়।
- রোগ নির্ণয়ে জটিলতা ও চিকিৎসা সক্ষমতা কমে যায়।
- রোগ ছড়ানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রোগের সিভিয়ারিটি বেড়ে যায়।

ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্ন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, একটি ভ্যারিয়েন্ট অব ইন্টারেস্টকে ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্ন তখনই বলা হবে যখন নিচের পরিবর্তন সূচকের এক বা একাধিক চরিত্র পাওয়া যাবে।

- দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- রোগটি আরো মারাত্মক হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যু হার বেড়ে যাওয়া।
- ভ্যাকসিনের সক্ষমতা কমিয়ে অ্যান্টিবডি অধিকহারে নিউট্রাল করা।
- চিকিৎসা সক্ষমতা আরো কমে যাওয়া।
- রোগ নির্ণয়ে জটিলতা.

এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ভ্যারিয়েন্টস অব কনসার্নগুলো নিম্নরূপ :

আল্ফা ভারিয়েন্ট : বি.১.১.৭ (ইংল্যান্ড, সেপ্টেম্বর ২০২০)।

আল্ফা ভ্যারিয়েন্ট হলো চীনের উহানে আবিষ্কৃত সারসকভ-২ এর একটি ভ্যারিয়েন্ট। এটি নভেম্বর ২০২০ সালে যুক্তরাজ্যে প্রথমে শনাক্ত হয়। ভ্যারিয়েন্টটিকে বিজ্ঞানীরা ভ্যারিয়েন্ট আন্ডার ইনভেস্টিগেশনের আওতায় এনে এর ওপর ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। অতঃপর ৩ ডিসেম্বর, ২০২০ সালে প্রথম ভ্যারিয়েন্ট হিসেবে একে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভ্যারিয়েন্টস অব কনসার্ন ঘোষণা করেন। ৩১ মে ২০২১ সালের আগ পর্যন্ত এই ভ্যারিয়েন্টের নাম ছিল ইউকে ভ্যারিয়েন্ট। কিন্তু যুক্তরাজ্যের ভেতরে ইটা (লিনিয়েজ বি.১.৫২৫) ভ্যারিয়েন্ট নামে আরো একটি ভ্যারিয়েন্টের উদ্ভব হয়েছিল বিধায় এই আল্ফা ভ্যারিয়েন্টটিকে কেন্ট ভ্যারিয়েন্ট নামেও ডাকা হতো। অতঃপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৩১ মে ২০২১ সালে এটিকে আল্ফা ভ্যারিয়েন্ট নামে অভিহিত করে। এটি ৩ ডিসেম্বর ২০২১ সাল পর্যন্ত ১৯২টি দেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর স্পাইক প্রোটিনের এন৫০১ওয়াই মিউটেশন থাকায় মানব কোষের রিসেপ্টরের সাথে ভাইরাসের বাইন্ডিং এফিনিটি বেড়ে যায়, ফলে তা মানব কোষে সহজেই ঢুকে যেতে পারে। ‘এন৫০১ওয়াই’ মিউটেশন মানে স্পাইক প্রোটিনের অ্যামাইনো এসিড চেইনের ৫০১ নম্বর পজিশনের এস্পারাজিন (এন) নামক অ্যামাইনো এসিডটি টাইরোসিন (ওয়াই) নামক অ্যামাইনো এসিড দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। এ মিউটেশনটির অবস্থান স্পাইক প্রোটিনের রিসেপ্টর বাইন্ডিং ডোমেইনেরও (আরবিডি) আরেকটি স্পেশাল অংশ যাকে রিসেপ্টর বাইন্ডিং মোটিফ (আরবিএম) বলা হয় সে অংশে। আরবিএমের এ অংশটি মানব কোষের এসিই-২ নামক রিসেপ্টরের সাথে যুক্ত হয়ে ভেতরে ঢোকে। এ মিউটেশনটি থাকলে ভাইরাস দুটো সুবিধা অর্জন করে। তার একটি হলো মানুষের রক্তে থাকা অ্যান্টিবডিকে সহজেই ফাঁকি দেয়া, আরেকটি হলো এসিই-২ রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ডিং এফিনিটি বেড়ে যাওয়া। ফলে ভাইরাসটি খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই মিউটেশনটি বিটা ও গামা ভ্যারিয়েন্টেও বিরাজমান। এর ডি৬১৪জি নামক মিউটেশন থাকায় ভাইরাল র‍্যাপলিকেশন বেড়ে যায়। কিন্তু পি৬৮১এইচ মিউটেশনের কাজ কী তা জানা যায়নি। এটি অরিজিনাল উহানের ভাইরাসের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি সংক্রামক। তবে ডিজিজ সিভিয়ারিটিও ক্ষানিকটা বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ও মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এটির বিরুদ্ধে খুবই কার্যকর। এটির ই৪৮৫কে মিউটেশনের কারণে ভ্যাকসিন বা ইনফেকশন সৃষ্ট অ্যান্টিবডিকে ফাঁকি দিতে পারে।

ভ্যারিয়েন্ট যখন আবিষ্কৃত হলো, তখন ইন্ডিয়ায় আবিষ্কার হওয়ায় একে ডাকা হতো ইন্ডিয়ান ভ্যারিয়েন্ট নামে। কিন্তু এ নামের সাথে মানুষের জন্য ক্ষতিকর একটি ভাইরাসকে পরিচিতির উদ্দেশ্য হওয়ায় সংশ্লিষ্ট দেশ এই নামে ডাকাকে আপত্তি করল। এ অবস্থায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ব্যাপারটি আমলে নিয়ে ভৌগোলিক এলাকা অনুসারে নামকরণের প্রথার বিকল্প গ্রিক বর্ণমালাকে বেছে নেয়।

বিটা ভ্যারিয়েন্ট : বি.১.৩৫১ (দক্ষিণ আফ্রিকা, মে ২০২০)

২০২০ সালের ১৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় আবিষ্কৃত এবং ১৩৯টি দেশে বিস্তার লাভকারী এই ভ্যারিয়েন্টটি ডিসেম্বর ২০২০ সালে ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্ন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আল্ফা ভ্যারিয়েন্টের তিনটি মিউটেশন ছাড়াও বিটা ভ্যারিয়েন্টের কে৪১৭এন পজিশনে অতিরিক্ত একটি মিউটেশন আছে, যে কারণে রক্তে চলাচলকারী অ্যান্টিবডিকে নিউট্রালাইজ করে ফেলতে পারে। এটি আল্ফা ভ্যারিয়েন্টের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি সংক্রমণশীল। একটু বেশি সংক্রমণশীল হওয়ায় আবার ডিজিজ সিভিয়ারিটি কম। বিটা ভ্যারিয়েন্টের মূল অস্ত্র রক্তে চলাচলকারী অ্যান্টিবডির প্রতি একধরনের রেজিস্টেন্স তৈরি করা। তার মানে যাদের ভ্যাকসিন দেয়া হয়ে গেছে বা আগে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে গেছে তাদের আবার আক্রান্ত হওয়ার চান্স বেড়ে যায়। ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের চেয়ে কম সংক্রমণশীল হওয়ায় এটি ডেল্টা ভাইরাস দ্বারা অনেকাংশেই প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

গামা ভ্যারিয়েন্ট : পি.১ (ব্রাজিল, নভেম্বর ২০২০)

১১ জানুয়ারি ২০২১ সালে ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্ন হিসেবে ঘোষিত এ ভ্যারিয়েন্টি অন্য ভ্যারিয়েন্টগুলোর মতোই ই৪৮৪কে, এন৫০১ওয়াই ও ডি৬১৪জি পজিশনে মিউটেশন আছে। এটির কে৪১৭টি পজিশনেও আরেকটি মিউটেশন আছে, যে কারণে মানব কোষের সাথে বাইন্ডিং এফিনিটি বেড়ে যায়। তার মানে দ্রুত ছড়ায়। এর আরো একটি মিউটেশন যা এইচ৬৫৫ওয়াই পজিশনে আছে কিন্তু এর কাজ সম্পর্কে জানা যায়নি। এটি ভ্যারিয়েন্ট অব নন-কনসার্নগুলোর চেয়ে ১.৭-২.৪ গুণ বেশি সংক্রমণশীল। করোনা থেকে সেরে ওঠা ব্যক্তিবর্গ গামা ভ্যারিয়েন্ট থেকে মাত্র ৫৪-৭৯ শতাংশ প্রটেকশন দিতে পারে। তবে ভালো সংবাদ হলো প্রচলিত সব ভ্যাকসিনই এর বিরুদ্ধে কার্যকর।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

মারাঠি সেই ছোট্ট মেয়েটি যেভাবে হয়ে ওঠেন ভারতের সুর সম্রাজ্ঞী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মৃত্যুর সামনে তিনি দাঁড়াতে পারতেন না। মায়ের মৃত্যুর দিনেও মায়ের পা জড়িয়ে ছিলেন। মায়ের চোখের দিকে তাকাতে পারেননি। ডাক্তারের কড়া নির্দেশ ছিল কোনও মৃতদেহের সামনে যেন তিনি না যান। তবুও গিয়েছিলেন তিনি। লতা মঙ্গেশকর। কিশোরকুমারের মৃত্যু সংবাদ শুনে তাঁর বাড়িতে।

তার পর? প্রেশার তিনশো বাই একশো।

অত্যন্ত স্পর্শকাতর মন। সরস্বতীর আলো! মৃত্যুকে সহ্য হবে কেন তাঁর? নাহ্, শুধুই সরস্বতী নয়।

১৯২৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মারাঠি পরিবারে যখন লতা জন্মগ্রহণ করেন, তখন থেকেই মঙ্গেশকর পরিবারে লক্ষ্মী অচঞ্চলা। তাঁর বাবা তো তাঁকে লক্ষ্মী বলেই ডাকতেন। বাবার নাম দীননাথ মঙ্গেশকর। নাট্য অভিনেতা ও গায়ক ছিলেন। লতাকে প্রথম হেমা বলে ডাকা হত। আগের নাম হেমা থাকলেও, বাবার 'ভাব বন্ধন' নাটকের 'লতিকা'র চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে হেমার নাম বদল করে রাখা হয় লতা। যে নাম পরে কিংবদন্তি হয়ে ওটে। ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত একমাত্র মানুষ তিনি, জীবিত অবস্থায় যাঁর নামে পুরস্কার দেওয়া হত। মুম্বইয়ের পেডার রোডের বাড়িতে, তিনটে ল্যান্ডলাইনের উপর ভিত্তি করেই বিশ্বসাথে যোগ রেখে গেছেন তিনি। ভারতের সুর সম্রাজ্ঞী!

কাজটাকেই নিজের ধ্যানজ্ঞান রেখেছিলেন। যে কাজ গান গাওয়া। তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি 'মহল'-এর 'আয়েগা আনেওয়ালার'ও তো সত্তর বছর পেরিয়ে গেল। গানের বাইরে কোনও কিছুতে জড়াননি তিনি। ছোটবেলা থেকেই জীবনযুদ্ধ। অর্থের তাগিদেই ছবিতে অভিনয় করতে হয়েছিল। 'ফিল্মে অভিনয় তেরো বছর বয়সে। ওই মেকআপ আলো লোকজন গ্ল্যামার একদম ভাল লাগেনি আমার! তাই আর অভিনয় করার কথা ভাবিনি'– পরে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে অভিনয় প্রসঙ্গ এলে এ কথাই বলেছেন লতা মঙ্গেশকর।

জীবনে প্রথম যখন বাবার সঙ্গে মঞ্চে উঠেছিলেন তখন বয়স মাত্র নয়। বার বার বলেছেন, 'বহুত তকলিফ উঠায়ি হ্যয় ম্যয়নে।'

পরে জীবনের মধ্যগগনে অবশ্য বুঝেছিলেন– মধ্যবিত্ত পরিবারের স্ট্রাগল তাঁকে লতা মঙ্গেশকর তৈরি করেছে। মাটি থেকে উঠে আসা আর মাটির সঙ্গে লেগে থাকা তারারাই সত্যিকারের আর্টিস্ট বলে মনে করতেন তিনি। তাঁর কাছে যেমন ছিল সচিন তেন্ডুলকর বা অমিতাভ বচ্চন। আকাশ ছুঁয়েও যাঁরা মাটির কাছে থাকেন। লতাজির কথায় 'একদম সিম্পল'।

‡ছোট বেলা থেকেই লতা মঙ্গেশকরের অন্ধ ভক্ত সচিন তেন্ডুলকর। দেশে-বিদেশে সব সময়ই তাঁর সঙ্গী লতাজির গান। তাই নিজের বাড়ির মিউজিক রুমের জন্য লতা মঙ্গেশকরের ব্যবহার করা কোনও জিনিস চেয়েছিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। সচিনের ইচ্ছা মতো, নিজের হাতের লেখা দু'টো গান মাস্টার ব্লাস্টারের হাতে তুলে দেন লতা।

বাবার নাটক লেখা, বাড়িতে গানের ক্লাস, লোকজন– এই সব দেখতে দেখতে তৈরি হয়েছেন লতা। প্রথম দিন স্কুলে গিয়েই অন্য বাচ্চাদের গান শিখিয়েছিলেন। সেই কারণে শিক্ষকের কাছে বকা খাওয়ায়, পরের দিন থেকে স্কুল যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি।

ইতিমধ্যে বাবার একটা নট্যকোম্পানি ছিল সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁরা চলে আসেন পুণেতে। বাবাই ছিলেন পরিবারের বটবৃক্ষ। হঠাৎ সেই বাবা চলে গেলেন। লতা মাত্র তেরো। আছে আশা, ঊষা, মিনা আর হৃদয়নাথ। পুরো পরিবারের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে।

পয়সাও সংসারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ল। কাজে মনপ্রাণ বসিয়ে দিলেন লতা। নাহ্, শোক আগলে বসে থাকেননি। মাঠে নামলেন লড়াই করতে। সাহায্য পেলেন বিনায়ক দামোদর কর্নাটকির, যিনি ছিলেন 'নবযুগ চিত্রপট' ফিল্ম কোম্পানির মালিক।

১৯৪২-এ মরাঠি ছবি 'কিতী হসাল'-এ প্রথম গান রেকর্ড করেন লতা। ১৯৪৫-এ 'নবযুগ চিত্রপট' মুম্বই পাড়ি দেয়। লতাজির প্রথম উপার্জন ছিল ২৫ টাকা। প্রথম বার মঞ্চে গাওয়ার জন্য লতা ওই ২৫ টাকা পান।

এ বার লতা আসছেন আরব সাগরের পাড়ে তাঁর সুরের আসন নিয়ে। হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীত শিখতে আরম্ভ করেন উস্তাদ আমন আলি খানের কাছে। বিনায়কের মৃত্যুর পর গুলাম হায়দার লতার দায়িত্ব নেন। তিনি লতাকে আলাপ করিয়ে দেন প্রযোজক শশধর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শশধর



মুখোপাধ্যায় লতার গলার স্বর শুনে বলেছিলেন, 'বড্ড সরু গলা'। কিন্তু হায়দার জানতেন, এমন এক দিন আসবে যখন সবাই এই লতার পায়ে পড়ে থাকবে গান রেকর্ডিং এর জন্য। হায়দারের 'মজবুর' ছবিতে ১৯৪৮-এ গান রেকর্ড করেন লতা। এর পর আরও সুযোগ এলেও, তখনও সঙ্গে ছিল সমালোচনা। বলা হত নুরজাহানকে নকল করেন লতা। দিলীপ কুমার লতার উর্দু অ্যাকসেন্ট নিয়ে প্রশ্ন তোলেন! লতা জানতেন সমালোচনা শুনতে। উর্দু শিখতে আরম্ভ করেন তিনি। অবশেষে ১৯৪৯-এ হিট হয় 'আয়েগা আনেওয়ালা'। সেখান থেকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি।

পঞ্চাশের দশক থেকে আজ পর্যন্ত, বিশ্ব সংগীতের জমি লতার কণ্ঠকে জড়িয়ে আছে। অনিল বিশ্বাস থেকে শচীন দেববর্মণ, খৈয়াম, নৌসদ, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কল্যাণজি-আনন্দজি, রামচন্দ্রমের মতো অগুনতি পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেন লতা। তাঁর কণ্ঠ মাধুরীর নেশা ছড়াতে থাকে দেশময়, বিশ্বময়। শুধু হিন্দি ছবির গান নয়। গীত-গজল-ভজন-'অ্যায় মেরে ওয়াতেন কে লোগো'-র মতো দেশাত্মবোধক গানে ভারতকে মনখারাপে ভিজিয়ে রাখেন তিনি। ষাটের দশকে লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের ঘরানায় লতার সুরবিহার দেশ রাগ কালকে ছাপিয়ে নিজস্ব ঘরানা তৈরি করে। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সাতশো গান রেকর্ড করেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের সঙ্গে। শোনা যায় লতাকে বিষ দিয়ে মারার চেষ্টাও হয়েছিল। তিন মাস অসুস্থ ছিলেন তিনি। তাঁর গলার রোম্যান্টিকতা আজও ভারতীয় রোম্যান্সের শেষ কথা।

যতীন মিশ্রর বই 'লতা সুর গাথা'তে লতাজি বলেছেন, "প্রায়ই রেকর্ডিং করতে করতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়তাম আমি, আর ভীষণ খিদে পেত আমার। তখন রেকর্ডিং স্টুডিওতে ক্যান্টিন থাকত। নানা রকম খাবার পাওয়া যেত কি না, সে বিষয়ে আমার মনে নেই। তবে চা-বিস্কুট খুঁজে পাওয়া যেত তা বেশ ম‡ন আছে। সারা দিনে এক কাপ চা আর দু-চারটে বিস্কুট খেয়েই কেটে যেত। এমনও দিন গেছে, যে দিন শুধু জল খেয়ে সারাদিন রেকর্ডিং করছি, কাজের ফাঁকে মনেই আসেনি যে ক্যান্টিনে গিয়ে কিছু খাবার খেয়ে আসতে পারি। সারা ক্ষণ মাথায় এটাই ঘুরত– যে ভাবে হোক নিজের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে হবে আমাকে।"

১৯৬৩ সাল। ভারত-চিন যুদ্ধে লিপ্ত। জীবন বিসর্জন দিচ্ছেন সৈন্যরা। লতা গাইলেন 'ইয়ে মেরে ওয়াতান কি লোগো' গানটি। তাঁর এই গান শুনে কেঁদেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু স্বয়ং। কণ্ঠ দিয়ে জাতিকে এক করে দিতে পারতেন তিনি! কার্গিলের যুদ্ধেও সেনাদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে বেজেছিল লতার সেই গান। আজও ভারতের মতো ভিন্ন ভিন্ন ভাষার রাষ্ট্রে ২৬ জানুয়ারি মানে লতার এই গান!

১৯৭৮ সাল। ভারতের নাইটেঙ্গলকে নিয়ে ছবি করতে চেয়েছিলেন স্বয়ং রাজ কপূর। তাঁর মেয়ে ঋতু নন্দার বইতে উল্লেখ আছে সেই ঘটনার। লতা অভিনয় করেননি। গান গেয়েছিলেন 'সত্যম শিবম সুন্দরম'। শুধু হিন্দি নয়, আরও পঁয়ত্রিশটা ভাষায় অন্তত হাজার খানেক গান রেকর্ড করেছেন লতা। অভিনয়ের লোভ তাঁকে কাবু করতে পারেনি।

১৯৭৫ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস-এ ছ'হাজার মানুষের সামনে লতা মঙ্গেশকরকে প্রথম নিয়ে আসেন মুকেশ। লতার উপর মোহন দেওরা আর রচনা শাহ-র রচনা থেকে জানা যায়– খালি পায়ে, সাদা বেগুনি পাড়ের সাধারণ শাড়ি আর নিজের হাতে লেখা গানের কাগজ নিয়ে মঞ্চে এসেছিলেন লতা। যেন এক সাধারণ মেয়ে! ততো দিনে হিন্দি ছবির তাবড় নায়িকাদের লিপে তাঁর গান। রেডিও, টেলিভিশনে ঝরে পড়ছে মুক্তদানার মতো সুর। মান্না দে বলেছেন, "যে যত ভালই গাক। লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে ঈশ্বর বাস করেন। ওর মতো কেউ গাইতে পারবে না।" 'মান্নাদা'র সঙ্গে তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠতা এতটাই ছিল যে, মঙ্গেশকর পরিবার মান্না দে-কে বড় দাদার মতো মানতেন।

নব্বইয়ের দশকে সিনেমার ক্যানভাস বদলালেও লতা রইলেন স্বমহিমায়। নদিম-শ্রবণ থেকে এ আর রহমান, তার আগে আর ডি বর্মণ– কেউ বাদ দেওয়ার স্পর্ধা দেখাননি লতাকে। প্রখ্যাত এই সঙ্গীতশিল্পীকে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান অফিসার দে লা লিজিয়ঁ দ্য 'নর প্রদান করেছিল সে দেশের সরকার।

কী এমন ধাতুতে তৈরি তিনি যে অসুস্থ হওয়ার আগের দিনও গান করেছেন?

রাজ সিংহ দুঙ্গারপুর লতার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। উনি বলতেন, "লতা গলার ব্যাপারে এত পারফেকশনিস্ট যে, ভালবাসলেও আইসক্রিম ছুঁয়ে দেখে না।" জানা যায়, ভরপেট খাওয়া বা আইসক্রিম কোনওটাই গলার জন্য খেতেন না লতা। শোনা যায় রাজ সিং দুঙ্গারপুরের সঙ্গে গভীর বন্ধুতার সুবাদেই লতা এত ক্রিকেটপাগল হ‡য় উঠেছিলেন।

বাংলা ছিল তাঁর ভালবাসার জায়গা। কিশোরকুমার আর হেমন্তদা ছিলেন তাঁর রাখি ভাইয়া। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে যাবতীয় গসিপ উড়িয়ে দিয়েছিলেন সুর সম্রাজ্ঞী। হেমন্ত কন্যা রাণুকে নিজের হাতে সাধ খাইয়েছিলেন। বাংলায় বিবেকানন্দকে নিয়ে গান রেকর্ড করার প্রবল ইচ্ছে ছিল তাঁর। সরস্বতীর ইচ্ছেও বুঝি আটকে রাখে সময়! তা হলে কী পরজন্ম?

সলিল চৌধুরীর মৃত্যুতে দুঃখ পেয়ে বলেছিলেন "সলিলদা যোগ্যতা অনুযায়ী কিছুই পেল না।"

ভারতের সর্বকালের সেরা এই গায়িকা নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই ভালবাসতেন। পা অবধি লম্বা চুল! পা অবধি বিনুনি! হঠাৎ-ই কেউ দেখে ফেলতেন বাড়ি গেলে। খোঁপা, ঘোমটা, শাড়ি... আমিকে আগলে রাখার আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁর মধ্যে। এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "অমিতাভ বচ্চন বা সচিনকে কি চিৎকার করে বলতে হয় আমি অমিতাভ! আমি সচিন! আমায় দেখ!?"

অনেকেই জানেন না, ছদ্মনামে গানের পরিচালনাও করেছেন তিনি। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বার বার যখন 'আনন্দ ঘন' নামের কাউকে ডাকা হচ্ছিল, ডকুমেন্ট বলছিল তিনি এখানে উপস্থিত, কিন্তু কেউ পুরস্কার নিতে উঠছিল না স্টেজে। অবশেষে লতা উঠে পুরস্কার নেন। মারাঠি চলচ্চিত্রের রহস্যময় সঙ্গীত পরিচালক আনন্দ ঘন-র রহস্য এ ভাবেই সবার সামনে আসে।

এক অখ-ধার রাগের আলাপ ধুন– এ সবের দেশ নেই। ভাষা নেই। তা বয়ে চলে কালের যাত্রায়। এই যাত্রার নাম লতা মঙ্গেশকর। নীরব আত্মার বিপ্লব। বিশ্ব সংগীতের সব জাতি তাঁর কাছে ঋণী। তিনিই পারেন শিল্প, দর্শন, চিত্রকলা, সিনেমা, নাটক, কবিতাকে তাঁর সুরে জাগিয়ে দিতে। এই ঋণ চুকিয়ে দেওয়ার নয়। যে সময়ে তিনি এসেছিলেন সেই সময়ের সমগ্র মানব সভ্যতা তাঁর ঋণ নত হয়ে স্বীকার করছে! লতা মঙ্গেশকর। এক নীরব আত্মা। সরস্বতী।

সরস্বতীর সৎকার হয় না!

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন লতা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ও বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছেলিনে মেলোডির রানি লতা মঙ্গেশকর। বিভিন্ন স্থানে গান পরিবেশন করে বাঙালী রি-ফিউজিদের জন্য তহবিলও সংগ্রহ করেছিলেন এই কিংবদন্তী। বিখ্যাত অভিনেতা সুনীল দত্তসহ ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্লেনে করে বিভিন্ন স্থানে গান পরিবেশন করতে যেতেন তারা।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তার জন্য ভারতীয় শিল্পীরা এগিয়ে আসেন।গান গেয়ে তহবিল সংগ্রহের পাশাপাশি গড়ে তুলেছিলেন বাংলাদেশের জন্য বিশ্বব্যাপী সচেতনতা।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপনেও অর্থ সাহায্য করেছিলেন তারা। সে সময় লতা মঙ্গেশকর ছাড়াও আশা ভোঁসলে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, কিশোর কুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মোহাম্মদ রফি, মান্না দে, সলিল চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীরা বাংলাদেশের জন্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে গানও গেয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর। ১৯৭২ সালে মমতাজ আলীর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'রক্তাক্ত বাংলা' নামে চলচ্চিত্রে প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরী সুরে 'ও দাদাভাই' শিরোনামের গান গেয়েছিলেন এই কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী। এটিই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে গাওয়া লতা মঙ্গেশকরের একমাত্র গান।

১৯২৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর লতার জন্ম এক মারাঠি পরিবারে। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বাবাকে হারান। তার আগে অবশ্য বাবার হাত ধরেই অভিনয় এবং গান শিখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ১৩-১৪ বছর বয়সেই প্রথম বার সিনেমায় গান গাওয়া। মরাঠি ছবিতে। মুম্বাই যাওয়ার পর ১৯৪৮ সালে প্রথম হিন্দি ছবিতে গান। 'মজবুর' ছবিতে

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের সঙ্গে লতা মঙ্গেশকর।বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের সঙ্গে



লতা মঙ্গেশকর।

২৭ দিনের লড়াই শেষ করোনার কাছে হেরে গেলেন ভারতীয় উপমহাদেশের সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। রবিবার (৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮ টা ১২ মিনিটে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। করোনা আক্রান্ত হওয়ায় গত ১১ জানুয়ারী তাকে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত ছিলেন তিনি। প্রথম থেকেই তাকে আইসিইউ-তে রাখা হয়েছিল। ৩০ জানুয়ারী শিল্পীর কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট আসে। কিন্তু বয়সজনিত নানা সমস্যার কারণে শেষ পর্যন্ত আর লড়তে পারলেন না তিনি।

লুনার মুখে ইলিয়াস আলী গুমের চাঞ্চল্যকর তথ্য

(প্রথম পাতার পর)

অবশ্য বিশ্বাস করে তিনি আবার ফিরে আসবেন। বিশেষ করে তার স্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডেপুটি রেজিস্ট্রার তাহসিনা রুশদীর লুনা। ১০ বছর হয়ে গেল ইলিয়াস আলীর নিখোঁজের রহস্য এখনো উদ্ঘাটিত হয়নি। আসলে সেদিন কীভাবে, কোথা থেকে ইলিয়াস আলীকে উঠিয়ে নেয়া হয় তা নিয়ে মিডিয়ায় হাজারও খবর ছাপা হয়েছে। কিন্তু তার স্ত্রী লুনা কখনো মুখ খুলেননি। মানবজমিন অনুসন্ধান টিমের সদস্য কাজী সুমন তার মুখোমুখি হয়েছিলেন সম্প্রতি। তার কাছে দিয়েছেন চাঞ্চল্যকর কিছু তথ্য। এরই ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন।

২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল। রাত তখন ১২টা। বনানী থানা থেকে একটি ফোন আসে জ্যেষ্ঠপুত্র আবরার ইলিয়াসের মোবাইলে। দৌড়ে মা তাহসিনা রুশদীর লুনার রুমে যান আবরার। কাঁচা ঘুমে আচ্ছন্ন মাকে ডেকে তোলেন। বলেন, পুলিশ জানিয়েছে আমাদের গাড়ি নাকি বনানী থানায়। তখনও স্বামী এম ইলিয়াস আলীর বিপদ আঁচ করতে পারেননি লুনা। অনেকটা স্বাভাবিক চিন্তা নিয়ে পুত্রকে বলেন, আমাদের ড্রাইভার আনসারকে ফোন দাও। পুত্র জানান, আনসারকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন লুনা বলেন, তাহলে তোমার বাবাকে ফোন দাও। উদ্বিগ্ন পুত্র জানান, বাবার ফোনও বন্ধ। পুত্রের জবাব পেয়ে দিশাহারা হয়ে যান লুনা। দু'জনের ফোন একসঙ্গে বন্ধ কেন? তখন থেকে নানা দুশ্চিন্তা তার মাথায় আসতে থাকে। লুনা বলেন, সঙ্গে সঙ্গেই বনানী থানার ঐ পুলিশ কর্মকর্তাকে ফোন করি। জিজ্ঞেস করি, গাড়ি থানায় গেল কীভাবে? তখন ওই পুলিশ কর্মকর্তা জানান, টহল পুলিশ আমাদের জানিয়েছে, বনানীর ২ নম্বর সড়কের সাউথ পয়েন্ট স্কুলের সামনে একটি গাড়ি পড়ে আছে। পরে আমরা গাড়ি থানায় নিয়ে আসি। ফের ওই পুলিশ কর্মকর্তার কাছে জানতে চাই, গাড়িটির মুখ কোনদিকে ছিল। পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, বাসার দিকে মুখ করা ছিল। গাড়িতে চালক আনসার আলীর মোবাইলটি পাওয়া যায়।

কিছুক্ষণ পরই স্থানীয় একজন ছাত্রদল নেতা আসেন বাসায়। তিনি জানান, রাত পৌনে ১২টার দিকে গাড়িচালক আনসার আলী তাকে ফোন করে বলেন, তার মোবাইলে ব্যালেন্স নেই। দ্রুত কিছু টাকা পাঠানোর আকুতি জানান। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই লাইনটি কেটে যায়।

রাতেই আমি বিষয়টি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলের সিনিয়র নেতাদের জানাই। কথা বলি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গেও। খবর পেয়ে রাতেই বনানীর বাসায় ছুটে আসেন রিজভী আহমেদ, হাবিবুল ইসলাম হাবিবসহ বেশ কয়েকজন বিএনপি নেতা। সম্ভাব্য সব সোর্সে খোঁজ লাগান তারা। ওদিকে রাতেই বনানীর বাসার চারপাশ ঘিরে রাখে র‍্যাব-পুলিশসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা। ততক্ষণে সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির সিলেট বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইলিয়াস আলী নিখোঁজের খবর চলে যায় মিডিয়ায়। সকাল হতেই গণমাধ্যম কর্মীরা ভিড় করেন বাসায়। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও আসেন বাসায়। ইলিয়াস আলীকে খুঁজে বের করার আশ্বাস দেন।

স্বামীর খোঁজে আমি র‍্যাব সদর দপ্তর, ডিবি অফিসসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দপ্তরে যাই। কিন্তু কোথাও তার হদিস মেলেনি। ইলিয়াস আলীকে গ্রেপ্তার বা আটকের বিষয়টি স্বীকার করেনি কোনো সংস্থাই। বাধ্য হয়ে স্বামী নিখোঁজের বিষয়ে বনানী থানায় সাধারণ ডায়েরি করি। জিডি করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের দ্বারা হামলার শিকার হন বিএনপি নেতারা। হামলা হয় আমাদের বনানীর বাসায়ও। এরপর বাসার সামনের সড়কে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে। মনিটর করা হয় আমাদের বাসায় যাতায়াতকারীদের।

এদিকে ঘটনার চারদিন পর র‍্যাব সদর দপ্তরের মোশতাক নামে এক কর্মকর্তা যোগাযোগ করেন আমার সঙ্গে। ফোন করে শোনান আশার বাণী। ওই র‍্যাব কর্মকর্তা জানান, আমাদের কাছে ইনফরমেশন আছে, উনাকে (ইলিয়াস আলী) পাওয়া যেতে পারে, আপনারা প্রিপারেশন রাখেন। এরপর ওই র‍্যাব কর্মকর্তা আরও একদিন ফোন করে একই কথা শোনান।

এর কিছুদিন পর ইলিয়াস আলীকে পাওয়ার আশার বেলুন ফুটো করে দেন ওই র‍্যাব কর্মকর্তা। তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, আমাদের কাছে যে ইনফেরমেশনটা ছিল সেটা এখন আর নেই। এই বিষয়ে আমরা আর কিছু বলতে পারছি না।

কয়েকদিন পর আমাকে জনৈক এক ব্যক্তি ফোন করে বলেন, ইলিয়াস আলী জীবিত আছেন। আপনি ইচ্ছে করলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন। কীভাবে সাক্ষাৎ করা যায় সেটাও তিনি বলে দিলেন।

স্বামীর সন্ধান পেতে পরদিনই প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতের সুযোগ চেয়ে আবেদন করি। অনুমতিও মেলে। আমার দুই পুত্র ও শিশুকন্যাকে গণভবনে ডাকেন প্রধানমন্ত্রী। ওই সময় আমাকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অপেক্ষা করো, ধৈর্য ধরো, বিষয়টি দেখছি। তখন আমার সন্তানদের মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের কিছুদিন পর গাজীপুরের পূবাইল থেকে আমার মোবাইলে একটি ফোন আসে। এক নারী ফোন করে জানান, ইলিয়াস আলীকে পাওয়া যেতে পারে, দ্রুত পূবাইলে আসেন। বেশ কয়েকজন দলীয় নেতা ও র‍্যাব কর্মকর্তা মোশতাকসহ দ্রুত যাই পূবাইলে। সেখানে যাওয়ার পর স্থানীয়রা জানান, একজন লোককে মাইক্রোবাসে করে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। তবে ইলিয়াস আলীর সন্ধান আর পাননি।

এরপর আমার কাছে একটি উড়ো খবর আসে- মৌলভীবাজারের কুলাউড়া সীমান্তে ইলিয়াস আলীকে ফিরে পাওয়া যেতে পারে। সেখানে র‍্যাব অভিযান চালায়। পরে আমি জানতে পারি, আমাদের বিভ্রান্ত করতেই এমন খবর রটানো হয়।

স্বামীর সন্ধানের জন্য উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হই। দায়ের করি রিট আবেদন। যোগাযোগ অব্যাহত রাখি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন দপ্তরে। কিন্তু সব জায়গা থেকেই আসে হতাশার খবর।

ঘটনার কয়েক বছর পর আমার পরিচিত একটি ছেলে এসে আমাকে জানায়, সে এসআইয়ের ট্রেনিং করছিল। তখন তাদের যিনি ট্রেইনার ছিলেন তিনি লেকচার দেয়ার সময় ইলিয়াস আলীর বিষয়টি তুলেন। ওই পুলিশ কর্মকর্তা তাদের বলেন, ট্র্যাকিং করে আমরা ইলিয়াস আলীর সন্ধান বের করার চেষ্টা করেছিলাম। কোন জায়গা দিয়ে কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু পরে আমরা সেটা করতে পারিনি নানা কারণে।

ওদিকে কয়েক বছর ধরে কিছুদিন পর পর বিভিন্ন অজ্ঞাত মোবাইল নম্বর থেকে আমার কাছে ফোন আসে। তারা জানায়, আমাদের সঙ্গে সরকারের ওপর মহলের ভালো সম্পর্ক আছে। আমরা জেনেছি- ইলিয়াস আলী ভারতের একটি জায়গায় আছেন। আমরা তাকে খুঁজে বের করে দিতে পারবো। এ সময় তারা টাকা-পয়সা খরচ করার অফার দেন। জবাবে আমি তাদের বলি, আগে আমার স্বামীর সঙ্গে আমাকে মোবাইল ফোনে কথা বলতে দেন। কথা বলতে পারলে বিশ্বাস করবো তিনি জীবিত আছেন। আমাকে ব্যাকমেইল করতেই এসব অজ্ঞাত নম্বর থেকে ফোন করা হয় এটা আমি নিশ্চিত।

স্বামী ইলিয়াস আলীর সঙ্গে শেষস্মৃতি তুলে ধরে লুনা বলেন, ২০১২ সালের ১৪ এপ্রিল ছিল পহেলা বৈশাখ। ওইদিন তিনি নির্বাচনী এলাকা সিলেটের বিশ্বনাথে গিয়েছিলেন। ১৭ই এপ্রিল দুপুরে তিনি বনানীর বাসায় ফিরেন। অফিস থেকে বাসায় ফিরে দেখি, তিনি ঘুমাচ্ছেন।

দীর্ঘপথ জার্নি করে ক্লান্ত। তাই আমি তাকে আর ডাকিনি। সন্ধ্যায় বাচ্চাকে নিয়ে আমি মিরপুরে ডাক্তার দেখাতে যাবো তখন তিনি বলেন, আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে। কিন্তু আমি তাকে নিতে চাইনি। ২০ বছরের দাম্পত্য জীবনের সেটাই ছিল আমাদের শেষ কথা। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে দেখি, ইলিয়াস আলী বাসার নিচতলার বৈঠকখানায় দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে গল্প করছেন। তখন আর কথা বলিনি। রাত ৮টার দিকে তিনি নিচতলা থেকেই বের হয়ে যান। কোথাও বের হলে সবসময় তিনি তাকে বলে যেতেন। কিন্তু বাসায় লিফট না থাকায় তিনি উপরে আর উঠেননি। পরদিন সকালে অফিস থাকায় রাত সাড়ে ১০টার দিকে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

ইলিয়াস পত্নী বলেন, আমাদের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ লোক অন্তত তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে কথা বলে ঘটনার বর্ণনা জানতে পেরেছি। ঘটনার সময় বনানী থানার একজন সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার পুলিশ কর্মকর্তা পাশের জলখাবার হোটেলে খাচ্ছিলেন। বনানীর ২ নম্বর সড়কে সাউথপয়েন্ট স্কুলের সামনে কয়েকজন লোকের ধস্তাধস্তি দেখে ঘটনাস্থলে হাজির হন তিনি। ছিনতাইকারী ভেবে অপহরণকারীদেরই একজনকে পেছন দিক থেকে কলার চেপে ধরেন। তখন ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে অপহরণকারী সরকারের বিশেষ বাহিনীর পরিচয় দিয়ে আইডি কার্ড দেখান। অপহরণকারীরা ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে ধমক দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত সরে যেতে বলেন। পরে তিনি সেখান থেকে সরে যান।

ঘটনার সময় পাশের পার্কের বেঞ্চে ঘুমিয়ে ছিলেন ডাব বিক্রেতা সোহেল। চিৎকার চেঁচামেচির শব্দে ঘুম ভেঙে যায় তার। এরপর তিনি দেখেন, একটি লোককে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে চার ব্যক্তি। গাড়িতে উঠতে না চাওয়ায় ওই ব্যক্তিকে কিলঘুষি মারা হচ্ছিল। দীর্ঘ সময় ধস্তাধস্তির পর জোর করে তাকে গাড়িতে তোলা হয়। এ সময় ওই ব্যক্তি 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করছিল। পরদিন সকালে জানতে পারি, বনানীর পার্কের পাশের সড়ক থেকে যে ব্যক্তিকে গাড়িতে তোলা হচ্ছিল, তিনিই বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলী। গাড়িতে উঠিয়ে বনানী এক নম্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

ওই সময় ঘটনাস্থলের পাশের ভবনের একজন নির্মাণ শ্রমিক পুরো ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন আমাকে। ওই নির্মাণ শ্রমিক জানান, ইলিয়াস আলীর গাড়ির পেছন দিকে কালো রঙের মাইক্রোটি ধাক্কা মারায় চালক ক্ষিপ্ত হয়ে নেমে যান এবং মাইক্রো চালকের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক ও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় মাইক্রো থেকে আরও ৪-৫ জন নেমে গিয়ে ইলিয়াস আলীর গাড়ির চালককে জোর করে ধরে মাইক্রোতে তুলে নিয়ে বেঁধে ফেলেন। পরক্ষণেই ৩-৪ জন নেমে গিয়ে প্রাইভেটকারে বসে থাকা ইলিয়াস আলীকেও ধরে গাড়িতে তোলার সময় ধস্তাধস্তির সৃষ্টি হয়। পরে তাকে আর ওই এলাকায় দেখা যায়নি।

কি কারণে তাকে অপহরণ করা হয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে লুনা বলেন, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। তবে তিনি নিখোঁজ হওয়ার কয়েকদিন আগে সিলেটের দু'জন ছাত্রদল নেতা রাজধানীর উত্তরা থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন। এজন্য তিনি ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন। এ ছাড়া সিলেটের টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তিনি।

দীর্ঘ ১০ বছর ধরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন দপ্তরে স্বামীর খোঁজ নিতে নিতে হতাশ হয়ে পড়েছেন লুনা। বর্তমান সরকার ইলিয়াস আলীকে খুঁজে বের করবে- সেটা আর তিনি বিশ্বাস করেন না। হয়তো যদি কোনোদিন সরকার পরিবর্তন হয় তখন বের করা যাবে, কারা কীভাবে ইলিয়াস আলীকে নিখোঁজ করেছে। তবে তিনি এখনো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, স্বামী জীবিত আছেন। কখনো তার মাথায় নেগেটিভ চিন্তা আসে না। দীর্ঘ এক দশকে স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তা করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হৃদরোগ, ডায়াবেটিসসহ নানা রোগ বাসা বেঁধেছে। স্বামীকে ছাড়াই একাই সন্তানদের মানুষ করছেন তিনি। বড় ছেলে আবরার ইলিয়াস অর্ণব লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে দেশেই একজন সিনিয়র আইনজীবীর অধীনে প্র্যাকটিস করছেন। পাশাপাশি বাবার নির্বাচনী এলাকা সিলেটের বিশ্বনাথে যাতায়াত করেন। ছোট ছেলে সায়ার লাবিব গত বছর উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। একমাত্র মেয়ে সায়ারা নাওয়াল সম্প্রতি এসএসসি পাস করে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির অপেক্ষায় আছেন।

ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবে যুক্তরাষ্ট্র

(প্রথম পাতার পর)

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সেই নিষেধাজ্ঞাগুলো তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শিগগিরই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা বলেন, ভিয়েনায় ইরানের প্রতিনিধিদলের সাথে আমাদের প্রতিনিধিদের আলোচনা বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, তা আরো এগিয়ে নিতেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এটি কার্যকর হবে।

২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া ও চীন এই ছয় রাষ্ট্রের সাথে পরমাণু প্রকল্প নিয়ন্ত্রণ চুক্তি জয়েন্ট কম্প্রিহেনসিভ প্ল্যান অব অ্যাকশন (জ্যাকোপা) স্বাক্ষর করে ইরান। এই চুক্তি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।

জ্যাকোপার শর্ত ছিল, ইরান ধীরে ধীরে পরমাণু প্রকল্প থেকে সরে আসবে এবং এর পরিবর্তে দেশটির বিরুদ্ধে যেসব আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেগুলো পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। কিন্তু শুরু থেকেই জ্যাকোপা চুক্তির বিরোধিতা করে আসছিল ইরানের চিরবৈরী হিসেবে পরিচিত দুই দেশ সৌদি আরব ও ইসরায়েল। সেই পথ ধরে ২০১৮ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জ্যাকোপাকে 'ত্রুটিপূর্ণ, 'একপেশে', 'এর কোনো ভবিষ্যৎ নেই' ইত্যাদি অভিযোগ তুলে চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে নিয়ে যান; এবং ইরানের ওপর আরোপ করেন একরাশ নতুন নিষেধাজ্ঞা।

যুক্তরাষ্ট্রের বেরিয়ে যাওয়ার পর চুক্তির শর্তগুলো মেনে চলার ব্যাপারে ইরানও উদাসীন হয়ে পড়ে। পাশাপাশি, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে দেশটির অর্থনীতি। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্য, ওষুধের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনার ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়ে ইরান। ফলে চুক্তিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এবং কার্যত সুতোয় ঝুলতে থাকে জ্যাকোপা। ২০২০ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ের পর জো বাইডেন বলেছিলেন, তিনি জ্যাকোপা চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রকে ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী। ২০২১ সালের ২০ জানুয়ারি বাইডেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় ইরানের প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক শুরু হয় জ্যাকোপায় স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর প্রতিনিধিদের। কিন্তু বৈঠকে মতবিরোধ দেখা দেয় দুই পক্ষের মধ্যে। ইরানের প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়- জ্যাকোপা চুক্তিকে কার্যকর করতে হলে প্রথমে ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

জবাবে যুক্তরাষ্ট্রসহ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী অন্যান্য দেশগুলোর প্রতিনিধিরা জানিয়ে দেন- ইরান চুক্তির শর্তগুলো মেনে নিতে সম্মত হলেই কেবল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। দুই পক্ষের এই মতবিরোধে ফের শুরু হয় অচলাবস্থা।

আলজাজিরাকে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওই কর্মকর্তা বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের সংলাপ চলছে। খুব শিগগিরই এটি শেষ হবে– এমন কোনো লক্ষণ আপাতত নেই। কিন্তু অনন্তকাল ধরে আমরা এই সংলাপ চালিয়ে যেতে পারি না। বর্তমানে আলোচনা যে পর্যায়ে আছে, তাকে এগিয়ে নিতেই নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসার প্রয়োজন ছিল এবং বাইডেন প্রশাসন জ্যাকোপাকে পুনরায় কার্যকর করতে আন্তরিকভাবেই আগ্রহী।

ইউক্রেনে আক্রমণে প্রস্তুত

(প্রথম পাতার পর)

ইউরোপীয় মিত্রদের ব্রিফ করেন ওই আমেরিকান গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। কর্মকর্তাদের মতে, রাশিয়া তার পশ্চিমাপন্থী প্রতিবেশী ইউক্রেনের সীমান্তে ১ লাখ ১০ হাজার সৈন্য জড়ো করেছে।

তবে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আসলেই ইউক্রেনে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা, তা নিশ্চিত হতে পারেননি তাঁরা। ওই গোয়েন্দা কর্মকর্তারা আমেরিকান আইনপ্রণেতাদের সতর্ক করে দেন যে, সীমান্তে রাশিয়ার সৈন্য এমন হারে বাড়ানো হচ্ছে, যা পুতিনকে পুরো মাত্রার আক্রমণের প্রয়োজনীয় শক্তি দেবে। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি নাগাদ ইউক্রেন সীমান্তে প্রায় দেড় লাখ সৈন্য জড়ো করা হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বলছেন, আগামীতে ইউক্রেনে পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক সক্ষমতার প্রায় ৭০ শতাংশ প্রস্তুত করেছে রাশিয়া। নাম উল্লেখ না করে আমেরিকান কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বিবিসি জানিয়েছে, ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি নাগাদ মস্কো আরো ভারী অস্ত্র-সরঞ্জাম ইউক্রেন সীমান্তে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। আমেরিকান কর্মকর্তারা অবশ্য এ-ও বলেছেন যে সংকট এখনো কূটনৈতিক উপায়ে সমাধান করা সম্ভব বলেই তারা মনে করেন।

রাশিয়া বরাবরই ইউক্রেন আক্রমণ করার পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করে আসছে।

যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের হিসাব মতে, মস্কো যদি পূর্ণমাত্রায় আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয় তবে আক্রমণকারী বাহিনী রাজধানী কিয়েভ দখল করে নিতে পারে। তারা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে।

আমেরিকান গোয়েন্দাদের অনুমান, এই সম্ভাব্য আক্রমণে ২৫ থেকে ৫০ হাজার বেসামরিক নাগরিক নিহত হবে। এছাড়া ৫ হাজার থেকে ২৫ হাজার ইউক্রেনীয় সৈন্য এবং ৩ হাজার থেকে ১০ হাজার রুশ সৈন্য মারা যাবে। আক্রমণ হলে ১০ থেকে ৫০ লাখ শরণার্থী পোল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারে।

এদিকে রোববার (৬ ফেব্রুয়ারী) ইউক্রেন জোর দিয়ে বলেছে, আক্রমণের চেয়ে কূটনীতির মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা নিরসনের সুযোগ বেশি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির উপদেষ্টা মাইখাইলো পোদোলিয়াক এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'পরিস্থিতির একটি ন্যায্য মূল্যায়ন এ ইঙ্গিতই দেয় যে, আরো উত্তেজনা বৃদ্ধির হুমকির চেয়ে কূটনৈতিক সমাধান খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা এখনও যথেষ্ট বেশি।'

পোদোলিয়াক বলেন, রাশিয়া গত বসন্তে ইউক্রেনের সীমান্তে বাহিনী মোতায়েন করার পর থেকে নিয়মিতভাবেই পর্যায়ক্রমে সৈন্য ও অস্ত্র মোতায়েন করছে। নিরবচ্ছিন্ন বিশাল মানসিক চাপ সৃষ্টি করতেই রাশিয়া এ কাজ করছে। তিনি বলেন, 'আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ ও সশস্ত্র বাহিনীর জন্য রাশিয়ার এই কার্যকলাপ একেবারেই বিস্মিত হওয়ার মত নয়।' রাশিয়ার কার্যকলাপ সম্পর্কে ইউক্রেনের পশ্চিমা সমর্থকেরা 'উল্লেখযোগ্য পরিমাণ' গোয়েন্দা তথ্য পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন পোদোলিয়াক। সূত্র: এএফপি, বিবিসি

কিংবদন্তি সুরসম্রাজ্ঞী

(প্রথম পাতার পর)

১৯২৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে জন্ম হয় লতা মঙ্গেশকারের। জন্মপত্রে লতার নাম ছিল হেমা। পরবর্তী সময় তার বাবা দীনানাথ মঙ্গেশকারের এক নাটকের চরিত্র লতিকার নামানুসারে বদলে যায় হেমার নাম। আত্মপ্রকাশ ঘটে লতা মঙ্গেশকরের। মাত্র ১৩ বছর বয়সে গানের ক্যারিয়ার শুরু তার। ১৯৪১ সালের ১৬ ডিসেম্বর গায়িকা হিসেবে পথচলা শুরু হয় লতা মঙ্গেশকারের। দশ হাজারেরও বেশি ভারতীয় ছবিতে গান করেছেন। এছাড়া ভারতের ৩৬টি আঞ্চলিক ভাষাতে ও বিদেশি ভাষায় গান গাওয়ার একমাত্র রেকর্ডটি তারই।

জন্মপত্রে লতার নাম ছিল হেমা। পরে বাবার এক নাটকের চরিত্র লতিকার নামানুসারে বদলে যায় হেমার নাম। আত্মপ্রকাশ ঘটে লতা মঙ্গেশকরের। মাত্র ১৩ বছর বয়সে গানের ক্যারিয়ার শুরু। সাল ১৯৪২। লতা যখন স্টুডিওতে গান গেয়েছেন, সে বছরেই জন্ম হচ্ছে অমিতাভ বচ্চনের।

তবে মুম্বাই প্রথমেই লতাকে গ্রহণ করেনি। প্রযোজক শশধর মুখোপাধ্যায় তার শহিদ ছবিতে গান গাওয়ার ইচ্ছা বাতিল করে দিয়েছিলেন নিমেষেই। লতার গলা পাতলা, মন্তব্য ছিল তার। সংগীত পরিচালক গুলাম হায়দার অবশ্য সেদিন বেশ কটি কথা শুনিয়ে এসেছিলেন শশধরকে। জোর গলায় বলেছিলেন- প্রযোজকরা এর পর লতার পা ধরে তাদের ছবিতে গাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাবে।

উপমহাদেশের এই প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে রোববার সকালে ৯২ বছর বয়সে চিকিৎসাধীন মারা যান। করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ১১ জানুয়ারী তিনি মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হন। গত চার সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।

লতা মঙ্গেশকরকে ২০০১ সালে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা ভারতরত্ন দেওয়া হয়েছিল। তিনি পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, দাদা সাহেব ফালকেসহ একাধিক জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।



জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের সাথে বার ভূঁইয়ার সাক্ষাৎ



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির আহবায়ক মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের এমপি ও মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু এমপি এবং জাতীয় সাংস্কৃতিক পার্টির সভানেত্রী শরীফা কাদের এমপি'র সাথে সোমবার সাক্ষাৎ করেছেন। খবর ইউএনএ'র।

ঢাকার উত্তরাস্থ চেয়ারম্যানের বাসভবনে পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের এমপি ও জাতীয় সাংস্কৃতিক পার্টির সভানেত্রী শরীফা কাদের এমপি'র সাথে সাক্ষাৎ এবং বনানীস্থ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু এমপির সাথে সাক্ষাৎ করে মতবিনিময় করেছেন। সাক্ষাতকালে দলীয় চেয়ারম্যান ও মহাসচিব ধৈর্য সহকারে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি আহবায়ক কমিটির কার্যক্রম অবহিত হয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান।

আহবায়ক মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সম্মেলনে অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানালে দলের চেয়ারম্যান ও মহাসচিব আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের সাথে সাক্ষাতকালে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য আলমগীর সিকদার লোটন, ভাইস চেয়ারম্যান তারেক আদেল এবং সাবেক ছাত্রনেতা ও সিলেট জেলা বারের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফয়জুর রহমান চৌধুরী শাহীন উপস্থিত ছিলেন।

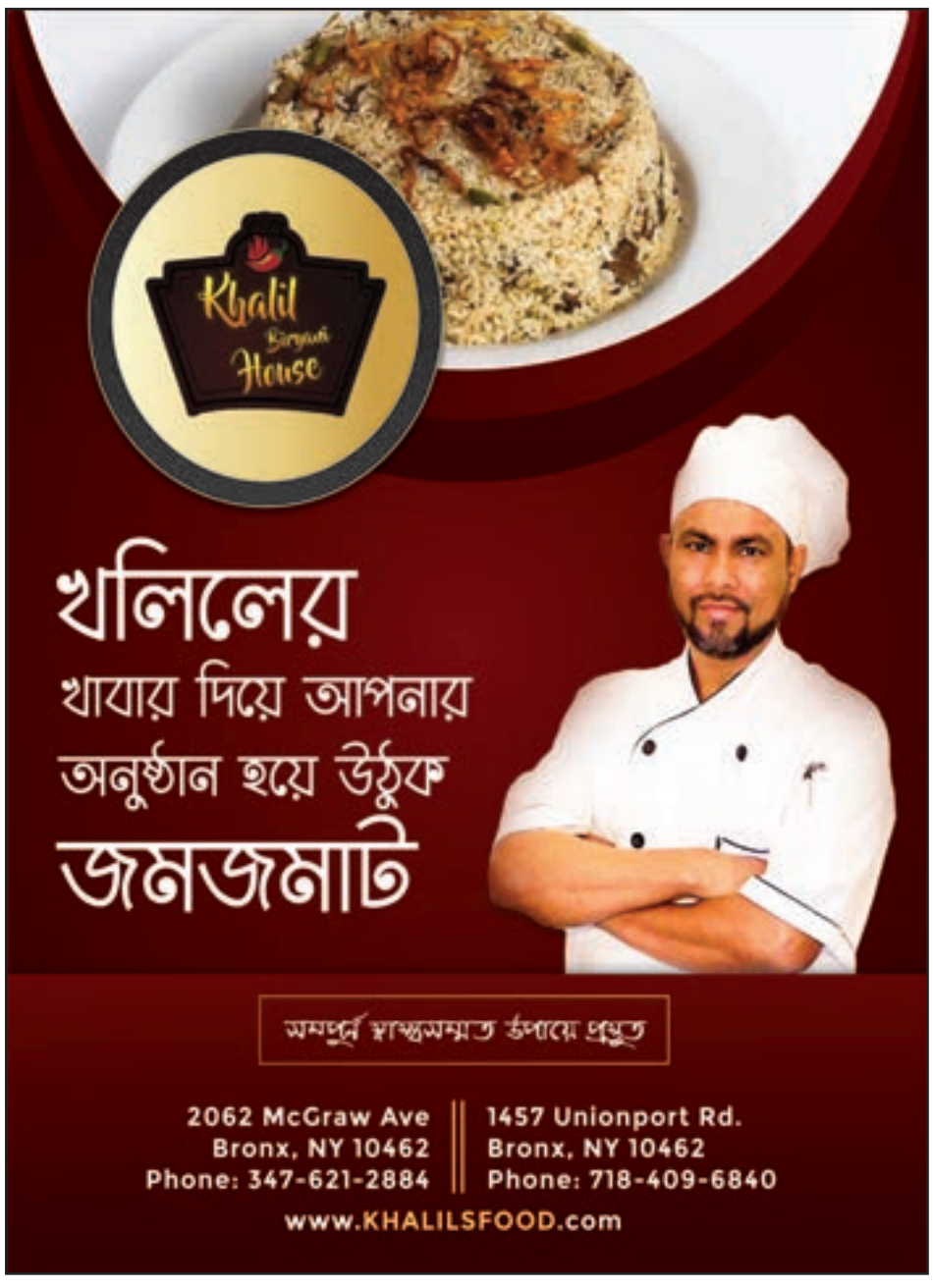
এদিকে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির আহবায়কের সম্মানে পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান তারেক আদেল মধ্যান্নভোজ ও প্রেসিডিয়াম সদস্য আলমগীর সিকদার লোটন ঐতিজ্যবাহী পুরান ঢাকার খাবার দিয়ে নৈশভোজে আপ্যায়িত করান বলে মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া জানান।













শুধু সাহসী কলমযোদ্ধা নয়, বন্ধু ও ভাইহারা হলাম

নঈম নিজাম

কোনোভাবেই মানতে পারছি না। মানাতে পারছি না নিজেকে। এ কোনো কথা হতে পারে না। এভাবে চলে যাওয়ার কথা ছিল না। সব সময় বলতেন, বাকি জীবন দুই বন্ধু একসঙ্গে কাটাব। আমি বলতাম শেষ বয়সে আমরা একটা বৃদ্ধাশ্রম করব। সেখানে কাছের সব বন্ধুকে ডাকব। যৌবনের স্মৃতির বাক্স মেলে ধরব। কথা রাখেননি পীর হাবিবুর রহমান। চলে গেলেন আপনি। ৩১ জানুয়ারী সর্বশেষ কথা হয় ফোনে। বললাম, আপনি যোদ্ধা। ক্যান্সার জয় করে এসেছেন। কোনোভাবে পরাজিত হতে পারেন না। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে অফিসে আসুন। আবার আগের মতো বের হব। ডেকে নেব শাম্মী আর নুর মোহাম্মদকে। এবার টিটোনকেও রাখব মাঝে। হাসলেন। গলার স্বরে ক্ষীণতা। ক্লান্তি খেয়াল করলাম। একটু খারাপও লাগল। ভাবলাম হয়তো অসুস্থতার কারণে ক্লান্তি ভর করেছে। ঠিক হয়ে যাবেন। বললাম আপনার ভাবী আর আমি আসতে চাই। নিরাপদ দূরত্বে দেখে যাব। ফরিদা ইয়াসমিন বারবার তাগিদ দিচ্ছেন আপনাকে দেখতে যেতে। আপনি বললেন, এখন আসার দরকার নেই। আর কটা দিন যাক। তারপর ভাবীকে নিয়ে আসুন। ১ ফেব্রুয়ারী আপনার নম্বরে





বারবার কল দিলাম। ধরলেন না। ২ তারিখ আপনার ছেলে অন্তর ফোন ধরে বলল, চাচ্চু, ফোন ধরার মতো অবস্থায় নেই বাবা। একটু সুস্থ হলে মিলিয়ে দেব আপনাকে। ৩ তারিখ আবার ফোন করলাম। কেউ ধরল না। চিন্তায় পড়লাম। ৪ তারিখ হঠাৎ জরুরি কাজে এলাম দেশের বাইরে। ৫ তারিখ প্রথম ফোনটি আসে ভাবীর কাছ থেকে। ভাবী বললেন, অবস্থা ভালো নয়। শেষ চেষ্টাটুকু করছি। এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাব ভারতে। জরুরিভাবে মেয়ে এবং আমার ভিসার ব্যবস্থা করে দিন। ঢাকায় ফোন করছি ভাবী ও মেয়ের ভিসার জন্য। এমন সময় অন্তরের ফোনটি এলো। হাউমাউ করে কাঁদছে ছেলেটি। কিছুদিন আগে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরেছে। অসুস্থ হওয়ার পর বাবার খুব খেয়াল রাখে। ছেলে, মেয়ে দু'জনই ছিল আপনার জান। মেয়েকে নিয়ে অফিসে আসতেন। মেয়েটা যখন তখন ফোন করত। বাবার খবর নিত অফিসে কী করছে। সেই মেয়ের সঙ্গে কথা হলো। মেয়েটি কাঁদছে বাবার জন্য। নিজের চোখ সামলাতে পারছি না। এটা কিছু হলো না পীর। সবাইকে কাঁদিয়ে এভাবে যেতে পারেন না।

আমাদের দীর্ঘদিনের পথচলা। কঠিনতম এই সময়ে পথ অনেকের সঙ্গে চলি। সবাই বন্ধু হতে পারে না। ভাই হতে পারে না। সহকর্মীরা আরও পারে না। স্বার্থের এ দুনিয়ায় কেউ কারও নয়। অন্যের খারাপ কামনা করে মানুষের দিন কাটে। আপনি ছিলেন আলাদা। দীর্ঘ পথচলায় এক দিনের জন্যও আমাদের সম্পর্কের ডান-বাম হয়নি। ২০১১ সালে আমার আমন্ত্রণে বাংলাদেশ প্রতিদিনে যোগ দিলেন উপসম্পাদক পদে। আমি সম্পাদক আর আপনি নির্বাহী সম্পাদক হলেন। ভাই-বন্ধুর মতো কাজ করতাম। কখনো ভিন্নমত হলেও আমার মতই মেনে নিতেন। অফিসের বাইরেও আমাদের সম্পর্কের একটা জগৎ ছিল। দু'জন বাইরে বসতাম। আড্ডা দিতাম। সুখ-দুঃখ শেয়ার করতাম। মাঝে আপনি ছিলেন না বাংলাদেশ প্রতিদিনে। আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত সম্পর্ক আগের মতোই থাকল। পূর্ব-পশ্চিম করলেন আপনি। আপনার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতাম। এমনি একসময় আলমগীর হোসেন ভাই চলে গেলেন বাংলানিউজ ছেড়ে। বললাম, বাংলানিউজের দায়িত্ব নেবেন? জবাবে বললেন, আবার ফিরলে আপনার সঙ্গেই থাকব। বাংলাদেশ প্রতিদিনই আমার ঠিকানা। আপনি আবার ফিরলেন। আমাদের কাজ, আড্ডা বাড়ল আগের মতোই। দু'জনের মাঝে আরেকজন ছিলেন, তিনি কামরুল হক শামীম। আমিনুল হক বাদশা, রাশিদুল হক নবা ভাইদের আরেক ভাই। তিনজন ভাই-বন্ধুর মতো চলতাম। দুপুরে খেতাম একসঙ্গে। বাসা থেকে আমাদের খাবার আসত। শামীম ভাই বলতেন, তিনজন মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়ে বেশি। বাকি জীবন কেউ আলাদা করতে পারবে না। আপনি বলতেন, 'শামীম তোর কথায় বিশ্বাস নেই। তুই আগে আমাদের ছাড়বি।' করোনা শুরুর আগে শামীম ভাই অসুস্থ হলেন। অফিসে আসা বন্ধ করলেন। তারপর চলে গেলেন কানাডা। দেশে ফিরলেও শামীম ভাই আর কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার অবস্থায় নেই। আপনি বললেন, শামীম আমাদের আগেই ছেড়ে চলে গেল।

করোনার শুরুতে আমি আক্রান্ত হলাম। মনটা এলোমেলো হয়ে গেল। আপনি আশ্বাস দিতেন। ভালো হয়ে আসার পর নুর মোহাম্মদ, কর্নেল (অব.) শাম্মীকে নিয়ে প্রতি শনিবার দুপুরে আমরা খেতে বের হতাম। খাওয়ার বিষয়ে আপনি ছিলেন শৌখিন। মাছ, ভাজি, ভর্তা ছিল প্রিয়। খাবার দিতাম আপনার অর্ডারে। সিদ্ধান্ত নিলাম, এভাবেই করোনার সময় বাঁচতে হবে। প্রতি শনিবার আমরা আড্ডা দেব। দুপুরের খাবার খাব একসঙ্গে। একদিন আড্ডা শেষ করে দুজন অফিসে ফেরার পথে গুলশানে কফি নিতে গিয়ে হাঁটার সময় পেছনের হাড়ে ব্যথা অনুভব করলেন। দুষ্টামি করে বললাম, বুড়ো হচ্ছেন। হাড় ক্ষয় শুরু হয়েছে। কয়েকদিন টানা ব্যথা থাকায় বাসায় বিশ্রাম নিলেন। যোগাযোগ করলেন, ল্যাবএইডের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মাহবুবের সঙ্গে। মাহবুব ভাইয়ের পরামর্শে ল্যাবএইডে পরীক্ষা করতে গিয়েই জানলেন সেই ভয়াবহ খবর। আপনার শরীরে ক্যান্সারের লক্ষণ ধরা পড়েছে। হৃদরোগী ছিলেন। কয়েকবার হাসপাতালে ছিলেন। রিং বসানো শরীর নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি। ক্যান্সারের খবরে মন খারাপ হলো আমাদের। আপনি বললেন, মুম্বাইয়ে যোগাযোগ হয়েছে বিখ্যাত ডাক্তারদের সঙ্গে। তাঁরা বলেছেন বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করা যায়। কোনো সমস্যা নেই। সুস্থ হব দ্রুত। মুম্বাই গেলেন দুবার। সঙ্গে ছেলে অন্তর আর ভাতিজা সেন্টু। ভিডিও ফোনে কথা বলতেন প্রতিদিন। আপনার মনোবল দেখে মুগ্ধ হতাম। প্রশংসা করতাম। নুর মোহাম্মদের সঙ্গে কথা বলতেন আরও বেশি। তার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতেন। আবার কী গল্প হলো শোনাতেন আমাকে।

ক্যান্সার জয় করে দেশে ফিরলেন। বারবার বললাম অফিসে কম আসবেন। আপনি শক্তিশালী কলামিস্ট। কোনো কিছুর তোয়াক্কা করেন না। যা মনে আসে সাহস করে লেখেন। একজন সাহসী মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হবে। আমাদের সমাজে সাহসী মানুষ নেই। সমাজের অসংগতি নিয়ে কথা বলার লোক নেই। আপনার শরীর নিয়ে ভাবী ও সন্তানরা চিন্তিত হলেন। দুই ভাই- পীর মতিউর রহমান ও পীর মিসবাহ উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করতেন। অফিসে আপনার সঙ্গে প্রায়ই মেয়েটা আসত। বাবাকে একা ছাড়তে চাইত না। মেয়ের সঙ্গে খুনসুটি করতেন ছেলেকে নিয়ে। ছবি তুলতেন অফিসে বসে। এভাবেই চলছিল। হুট করে একদিন সুনামগঞ্জ গেলেন। বললেন, মন টেনেছে নাড়ির জন্য। নিজেও অনেকবার সুনামগঞ্জ গিয়েছি আপনাদের বাড়ি। বড় ভাই অ্যাডভোকেট পীর মতিউর রহমান ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। আওয়ামী লীগ করেন। বড় ভাবী ৩০ পদের রান্না করতেন। মতি ভাই সারাক্ষণ খোঁজ রাখতেন। হাওরে গিয়েছি আমরা বন্ধুরা দলবেঁধে। হাওরে রাত কাটিয়েছি। জোছনারাতে শুনেছি হাছন রাজার গান। আনন্দময় সময়গুলো ছিল আমাদের অন্যরকম। একবার সুনামগঞ্জে গেলাম শ্যালকের জন্য পাত্রী দেখতে। সব আয়োজন করলেন বড় ভাবী আর মিসবাহের স্ত্রী। আপনাদের বাড়ির খাবারের গল্প এখনো হয় আমার শ্বশুরবাড়িতে। আপনি ও আপনার পরিবারকে কখনো আলাদা মনে হয়নি।

জানি এ জীবনটা অনেক ছোট। বারবার অসুস্থ হয়ে আপনি বুঝতে পেরেছেন অনেক আগে। অনেক কথা বলতেন। আক্ষেপ করতেন সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা গভীরভাবে লালন করতেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করে চলতেন। অন্যায় সহ্য করতেন না। মাঝেমধ্যে বকা দিয়ে বলতাম আপনার এত যুদ্ধের দরকার নেই। নিজের পরিবারের কথা মাথায় রাখবেন। শেষ দিকে আপনিও বলতেন, মেয়েটা এখনো অনেক বেশি ছোট। ছেলেটা পুরোপুরি দাঁড়াতে পারল না। আশ্বস্ত করতাম ছেলে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছে। চিন্তার কিছু নেই। মেয়েরা হলো বাবার শেষ বয়সের লাঠি। দেখবেন মেয়ে হুট করে বড় হয়ে গেছে। তারপর আপনার সবকিছু দেখাশোনা করছে। আমাদের অনেক কথা হতো। পারিবারিক, সামাজিক সবকিছু শেয়ার করতাম। ভিতরের দুঃখগুলোও শেয়ার করতাম। আপনি আমার চেয়ে বেশি শেয়ার করতেন। পুরো অফিস হাসি-ঠাট্টায় মাতিয়ে রাখতেন। যতক্ষণ অফিসে থাকতেন সবাই বুঝত আপনি আছেন। মাঝেমধ্যে আমার মন খারাপ থাকলে সাহস জোগাতেন। জগৎ-সংসারে আমাদের অনেকে হিংসা করে। ঈর্ষার অনলে পোড়ে। কখনো আমি বলতাম পাত্তা দেবেন না। কখনো আপনি আমাকে বলতেন পাত্তা না দিতে। অসুস্থ হওয়ার পরও আপনার মনোবল কমতে দেখিনি। শেষ দিকে বিয়েসহ কিছু সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার খবর শুনে উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করে বকা দিলাম। বললাম এমন করবেন না। দুবার আক্রান্ত হয়ে সামাল দিতে পেরেছি আমি। আপনার এক শ একটা অসুখ। এ ধরনের বাহাদুরির দরকার নেই। জবাবে বললেন, মাস্ক খুলিনি। সাবধান ছিলাম। সাবধানতার পরও কী করে আক্রান্ত হলেন?

হুট করে অফিসে না দেখে ফোন করলাম। বললাম কী অবস্থা। জবাবে বললেন, করোনা হয়েছে। মন খারাপ হয়ে গেল। আমার মনের অবস্থা বুঝে আপনি বললেন, না, ঠিক হয়ে যাব। ল্যাবএইডে ভর্তি হতে যাচ্ছি। নিয়মিত ফোনে সর্বশেষ খবর জানতাম। আপনি নিজেই সব বলতেন। মাঝে একদিন ফোন করলেন নাসিম ভাই। বললেন, ল্যাবএইডের ডা. শামীমের সঙ্গে কথা হয়েছে। বলেছেন অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না। নানা জটিলতা ধরা পড়ছে। তবু একটা আত্মবিশ্বাস ছিল আপনি ভালো হয়ে উঠবেন। দীর্ঘদিন একসঙ্গে পথ চলছি, পীর অসুখকে জয় করতে পারে। এবারও পারবে। আমার ধারণা ঠিক হলো না। আপনি পারলেন না এবার। চলে গেলেন সবাইকে ফেলে। সবাইকে কাঁদিয়ে। পীর এভাবে চলে যাওয়া কি জরুরি ছিল?

কবে কখন কীভাবে আমাদের পরিচয় মনে নেই। তবে আওয়ামী লীগ বিটের সংবাদকর্মী হিসেবে আমাদের ঘনিষ্ঠতা। ভোরের কাগজ ছেড়ে নিউজ মিডিয়া নামের একটি এজেন্সি করেছিলাম। হঠাৎ একদিন প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দিলাম। তারপর একদিন দেখা হতে বললেন, বাংলাবাজার পত্রিকায় যোগ দিন। আমাকে নিয়ে গেলেন জাকারিয়া খানের কাছে। কাজ করলাম কিছুদিন। তারপর একদিন আমার অনুরোধে বাংলাবাজার পত্রিকা ছাড়লেন পীর হাবিব ও কবি নির্মলেন্দু গুণ। আমরা একসঙ্গে একটি পত্রিকা করার চেষ্টা করলাম। হলো না সেই পত্রিকা। কিন্তু আমাদের সম্পর্ক থেকে গেল গভীর এক বন্ধুত্বের বন্ধনে। আমি যোগ দিলাম এটিএন বাংলায়। পরে এসটিভি ইউএসে। আমাদের দেখা হতো। আড্ডা হতো। আমাদের পারস্পরিক বিশ্বাসে অনেক সময় ভিন্নমত হতো। কিন্তু কেউ কারও সে মত নিয়ে সম্পর্ক খারাপ করিনি।

পীর হাবিব আত্মমর্যাদা নিয়ে চলতেন। ক্ষমতাবানদের দাপট ও রক্তচক্ষু পাত্তা দিতেন না। নিজের খেয়ালে চলতেন। সেই চলায় নিজের ক্ষতি হলেও পিছু হটতেন না। একটা লড়াকু ভাব ছিল। দুই হাতে লিখতে পারতেন। তাঁর কলামে কেউ কাঁচি চালালে মেজাজ খারাপ করতেন। আমি হাত চালালে চুপ থাকতেন। পরস্পরের প্রতি একটা সম্মানবোধের সম্পর্ক ছিল। পীরের চলে যাওয়ায় বন্ধুহারা হলাম। ভাইহারা হলাম। সবচেয়ে বড় কষ্টের জায়গাটুকু হচ্ছে, বাইরে থাকার কারণে অংশ নিতে পারলাম না জানাজায়। শুধু আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা- এই মেধাবী, সাহসী, গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা কলমযোদ্ধাকে শান্তিতে রাখুন। এ যুগে এ সময়ে তাঁর চলে যাওয়ায় শুধু একটি পরিবার নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হলো বাংলাদেশ। এ ক্ষতি পূরণ হবে না কোনো দিন।

লেখক: সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন।



সাংবাদিক পীর হাবিবুর রহমানের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক



ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশ প্রতিদিনের নির্বাহী সম্পাদক ও খ্যাতিমান কলামিস্ট পীর হাবিবুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার (৫ ফেব্রুয়ারী) পৃথক শোক বার্তায় মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

রাষ্ট্রপতি এক শোক বার্তায় বলেন, পীর হাবিবুর রহমানের মৃত্যু দেশের গণমাধ্যম জগতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। দেশে সাংবাদিকতার উন্নয়ন ও প্রসারে তিনি যে ভূমিকা রেখেছেন সংবাদকর্মীরা তা চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। প্রেসিডেন্ট প্রয়াত পীর হাবিবের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

অপর এক শোক বার্তায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, শনিবার বিকাল ৪টা ৮ মিনিটে রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন পীর হাবিবুর রহমান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। দেশ বরেণ্য সাংবাদিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলামিস্ট পীর হাবিবুর রহমানের জন্ম ১৯৬৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী সুনামগঞ্জ শহরে।

জ্যাকসন হাইটস্ বাংলাদেশী বিজনেস্ এসোসিয়েশন

Jackson Heights Bangladeshi Business Association

EXECUTIVE COMMITTEE 2022-24



HARUN BHUIYAN
PRESIDENT
KHAMAR BARI



MONSUR CHOWDHURY
SR. VICE PRESIDENT
HAAT BAZAR



BABU KHAN
VICE PRESIDENT
PREMIUM SUPER MARKET



ABU NOMAN SHAKIL
VICE PRESIDENT
ITTADI SUPERMARKET



FAHAD SOLAIMAN
GENERAL SECRETARY
ALL CHOICE ENERGY



MOHAMMED ALAM NOMI
VICE PRESIDENT
EXCLUSIVE OF PIRAN



Z.R.CHOWDHURY(LITU)
VICE PRESIDENT
MAMA'S



NURUL AMIN BABU
VICE PRESIDENT
TRIBORO REALTY



MD. AZAD
VICE PRESIDENT
LIBERTY RENOVATION



MD. KASHEM
JOINT SECRETARY
MADANI DISTRIBUTIONS



SHAHRIAR ARIF
JOINT SECRETARY
NOBANNA



SELIM HARUN
TREASURER
KARNAFULLY TRAVELS



MAHMUD BADSHA
ORGANIZING SECRETARY
NY DELI & GROCERY



M.R.KHANDAKER SANTU
CULTURAL SECRETARY
DTNY



ANOWAR HOSSAIN
SOCIAL WELFAIR SEC.
BD WIRELESS & COMMUNICATIONS



MASUD RANA TOPON
OFFICE SECRETARY
SUNMAN GLOBAL EXPRESS



SHAH CHISTY
PUBLICATION SECRETARY
SHAH ELECTRONIC



SUBAL DEBNATH
PUBLICTY SECRETARY
DEBNATH TAX & ACCOUNTING



NILUFAR SHREEN
WOMEN'S AFFAIRS SEC.
TARANGO



KAMRUZZAMAN BACHU
MEMBER
REAL ESTATE



SAJJAD HOSSAIN
MEMBER
DESIGN STUDIO



ISTEAK RUMI
MEMBER
THE RUSH EXPRESS INC



SANATAN SHIL
MEMBER
SONARBBANGLA HAIR



MORSHED SM MASUD
MEMBER
SKYLAND TRAVELS



MOHAMMAD IDRIS
MEMBER
DHAKA GARDEN



ABDUL HAMID
MEMBER
USBANGLA.COM



SHAKHAWAT BISWAS
MEMBER
FIVE S CORPORATION



MD. HUMAYUN KABIR
MEMBER
AARONG



SHAFIUDDIN MIAH
MEMBER
JAMUNA INC



FEMD ROCKY
MEMBER
RMFT INC



TOHIDUL ISLAM RONI
MEMBER
NEW BENGAL CONSTRUCTION



AMIN MACK
MEMBER
FAUMA INNOVATIVE INC



SHAMOL C NATH
MEMBER
SS ELECTRONICS



AFTAB JONY
MEMBER
HRT



JOSHI CHOUDHURY
MEMBER
AHEDE ENTERPRISES

হোম কেয়ার হোম কেয়ার

ALEGRA HOME CARE INC. / BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY / বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

COMING SOON
ADULT DAY CARE

HHA CERTIFICATE COURSE AVAILABLE

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal

Special Benefits
OTC CARD
$170 Monthly
(FREE OF COST)



Abu Zafar Mahmood
CEO & President
Cell: 646-769-0966

72-28 BROADWAY, JACKSON HTS, NY 11372 | TEL: 718-708-9751 | FAX: 718-424-2603

544 MCDONALD AVE. BROOKLYN, NY 11218 | TEL: 718-675-0209 | FAX: 347-365-4218

একুশে পদক পেলেন ৭ গুণী সংস্কৃতিজন



ছবিতে- নজরুল ইসলাম বাবু (প্রথমে) মাসুম আজিজ, জিনাত বরকতউল্লাহ, আফজাল হোসেন (ওপরে বাম থেকে) খালেদ খান, বেণু, ইকবাল আহমেদ (নিচে বাম থেকে)

বিনোদন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এবার একুশে পদক প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এবার ২৪ জন বিশিষ্ট নাগরিক এই পুরস্কার পেতে যাচ্ছেন। এরমধ্যে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য আছেন ৭ জন ব্যক্তিত্ব। তাঁরা হলেন, জিনাত বরকতউল্লাহ (নৃত্য), নজরুল ইসলাম বাবু (মরণোত্তর, সংগীত), ইকবাল আহমেদ (সংগীত), মাহমুদুর রহমান বেণু (সংগীত), খালেদ খান (মরণোত্তর, অভিনয়), আফজাল হোসেন (অভিনয়) ও মাসুম আজিজ (অভিনয়)। এই স্বীকৃতিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত সবাই উচ্ছ্বসিত।

জিনাত বরকতউল্লাহর মেয়ে অভিনেত্রী বিজরী বরকতউল্লাহ বলেন, 'আজ আমার মায়ের জন্য আমি গর্বিত। মাকে পুরস্কারের জন্য রাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার নয়। আমার মায়ের নৃত্যের প্রতি যে অবদান ছিল আজ তার স্বীকৃতি মিলেছে। আমরা অনেক খুশি।'

আফজাল হোসেন বলেন, 'এমন একটা জাতীয় স্বীকৃতি পাওয়ার পর তাৎক্ষনিক অনুভূতি প্রকাশ করাটা কঠিন। আমি আরো একটু সময় নিতে চাই। তারপর গুছিয়ে সমস্ত অনুভূতি প্রকাশ করতে চাই।'

অভিনেতা মাসুম আজিজ বলেন, 'খবরটা শোনার পর যেমন আনন্দ হয়েছে তেমন কান্না পেয়েছে। এই কান্না বিজয়ের। আমি সারাজীবন নাটক ছাড়া আর কিছু করিনি। তবে তার জন্য কোনো পুরস্কারও কখনো চাইনি। রাষ্ট্র নিজে থেকে আমাকে এটা দিচ্ছে, এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে! আমি রাষ্ট্রের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'

প্রয়াত খালেদ খানের মেয়ে জয়িতা খান বলেন, 'আজ আমার বাবা বেঁচে থাকলে আরো বেশি খুশি হতাম। বাবা মারা যাওয়ার ৮ বছর পর এই পদক মিললো। মাঝখানে অনেকেই পদক পেয়েছেন। আমাদের কাছের অনেকেই বলেছেন বাবা কেন পাচ্ছেন না! তবে আমার মনে বাবা ঠিক সময়েই পদকটি পাচ্ছেন। তার আগে অনেক গুণী অভিনেতারা পুরস্কার পেয়েছেন। সেটা তাঁদের প্রাপ্ত ছিল।'

এছাড়াও মৃত্যুর ৩১ বছর রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পেলেন নজরুল ইসলাম বাবু। সবকটা জানালা খুলে দাও না, একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতার, আমায় গেঁথে দাও না মাগো, দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা, পৃথিবীতে প্রেম বলে কিছু নেই, ডাকে পাখি খোল আঁখি, কাল সারারাত ছিল স্বপ্নের রাত, আমার গরুর গাড়িতে বউ সাজিয়ে, কতো যে তোমাকে বেসেছি ভালো- এমন অজস্র শ্রোতাপ্রিয় গান লিখে গেছেন তিনি। এ অবদানের জন্য বাবুকে মরণোত্তর একুশে পদক দেওয়া হচ্ছে এ বছর।

এ ছাড়া এ বছর আরো পুরস্কার পেয়েছেন ভাষা আন্দোলনে দু'জন- মোস্তফা এম এ মতিন ও মির্জা তোফাজ্জেল হোসেন মুকুল (মরণোত্তর), মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য চারজনবীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্জ অধ্যক্ষ মো. মতিউর রহমান, সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী (মরনোত্তর), কিউ.এ. বি. এম রহমান, আমজাদ আলী খন্দকার, সাংবাদিকতায় এম এ মালেক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মো. আনোয়ার হোসেন, শিক্ষয় অধ্যাপক ড. গৌতম বুদ্ধ দাশগুপ্ত, সমাজ সেবায় এস. এম আব্রাহাম লিংকন ও সংঘরাজ জ্ঞানশ্রী মহাথের, ভাষা ও সাহিত্যে কবি কামাল চৌধুরী ও ঝর্ণা পুরকায়স্থ, গবেষণায় ড. মো. আব্দুস সাত্তার মন্ডল, ড. মো. এনামুল হক (দলগত, দলনেতা), ড. সাহাজ সুলতানা (দলগত), ড. জান্নাতুল ফেরদৌস (দলগত)।



ড্রোনের আঘাতে রক্তাক্ত টয়া



বিনোদন ডেস্ক: শুটিংয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন মুমতাহিনা চৌধুরী টয়া। রক্তাক্ত অবস্থায় অভিনেত্রীকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়ে চিকিতসা দেওয়া হয়। ঘটনা বৃহস্পতিবারের। রাজধানীর উত্তরার একটি হাউজে শুটিং চলছিল।

তিন তলায় শুটিং করছিলেন টয়া, কাকতালীয়ভাবে একই ভবনের দ্বিতীয় তলায় শুটিং করছিলেন টয়ার স্বামী অভিনেতা সৈয়দ জামান শাওন। টয়া ভালোবাসা দিবসের 'ক্লোজআপ কাছে আসার গল্প'র নাম ঠিক না হওয়া নাটকের শুটিং করছিলেন। পরিচালক রাসেল শিকদার শুটিংয়ে ড্রোন ব্যবহার করছিলেন। একটা সময় ড্রোনটি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে টয়ার চোখের সামান্য ওপরে আঘাত হানে, সঙ্গে সঙ্গেই রক্তাক্ত হন তিনি। খবর পেয়ে শাওন তিনতলায় উঠে আসেন শাওন এবং টয়াকে দ্রুত এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যান। এ ঘটনার পর দুটি ইউনিটেরই শুটিং বন্ধ হয়ে যায়।

জানা গেছে, ড্রোন আঘাত করার আগমুহূর্তে টের পেয়েছিলেন টয়া, সরে যেতে চাইলেও শেষ রক্ষা হয়নি। টয়ার চোখের ওপরে বেশ খানিকটা কেটে গেছে, অনেকগুলো সেলাই দিতে হয়েছে। করতে হয়েছে কসমেটিকস সার্জারি।

সেদিন দোতলায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করছিলেন শরাফ আহমেদ জীবন। শাওন অভিনয় করছিলেন তথ্যচিত্রটিতে। সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে নির্মাতা-অভিনেতা শরাফ আহমেদ জীবন বলেন, 'আমরা মনোযোগ দিয়ে শুটিং করছিলাম। ওপর তলা থেকে টয়ার আহত হওয়ার খবর এলে শাওন দৌড়ে চলে যান, পরে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। এ কারণে দোতলা ও তিন তলার শুটিং বন্ধ রাখতে হয়।'

টয়া এখন বাড়িতেই সম্পূর্ণ বিশ্রামে রয়েছেন। সৈয়দ জামান শাওন ও মুমতাহিনা চৌধুরী টয়া ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

আমি কৃতজ্ঞ, দেরিতে হলেও আমাকে সম্মানীত করা হয়েছে -জিনাত বরকতুল্লাহ



বিনোদন ডেস্ক: দেশীয় নৃত্যশিল্পকে বিশ্ব দরবারে যে ক'জন নৃত্যশিল্পী বাংলাদেশকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে জিনাত বরকতুল্লাহ অন্যতম। গুণী এই নৃত্যশিল্পী ২০২০ সালের জন্য একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন। ২১ পদক প্রাপ্তিতে তার অনুভূতি জানতে চাইলে মুঠোফোনে তিনি বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। বিছানাতেই বেশিরভাগ সময় কাটে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ধন্যবাদ প্রকাশ করছি। আমি কৃতজ্ঞ, দেরিতে হলেও আমাকে একুশে পদকে সম্মানীত করা হয়েছে। এই পদক শুধু ব্যক্তি জিনাত বরকতুল্লাহকেই সম্মানীত করে নাই। পুরো নৃত্যশিল্পকেই সম্মানীত করেছে।

আপনার শারিরীক অবস্থা কেমন এখন?

উত্তরে এ গুণী নৃত্যশিল্পী বলেন, খুব একটা ভালো না। আমার স্বামী বরকতুল্লাহর মৃত্যুর পর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছি। আমার পুরো পরিবার করোনায় আক্রান্ত হয়েছিল। তবে একটা আক্ষেপ রয়ে গেল আমার। সেটা কি? জিনাত বরকতুল্লাহ বলেন, জীবদ্দশায় আমার স্বামী আমার এই প্রাপ্তি দেখে যেতে পারেননি। সে যেখানেই আছেন, আমার এই সম্মানপ্রাপ্তির খবর নিশ্চয়ই পেয়েছেন। আমার এই সম্মান প্রাপ্তিতে পুরো পরিবারের অবদান রয়েছে। পরিবারের সদস্যরা যদি সেই সময়গুলোতে আমাকে উৎসাহ না দিতো তাহলে বোধহয় এ পর্যন্ত আসা কঠিন হতো।

দীর্ঘদিন ধরে আমি নানা রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করছি। সম্প্রতি নামাজ পড়তে গিয়ে চেয়ার থেকে পড়ে কোমরে আঘাত পেয়েছি। এই আঘাত আমাকে প্রচ-ভোগাচ্ছে। সময় কিভাবে কাটাচ্ছেন এখন? উত্তরে তিনি বলেন, সময় যাচ্ছে কোনোভাবে। আমার দুই মেয়ে বিজরি ও কাজড়ি যেভাবে আমাকে সেবা করছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আজকাল তো বেশি বয়স বা বার্ধক্য হলেই বাবা-মাকে কাজের লোকের ওপর নির্ভর থাকতে হয়। এইদিক দিয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। কারণ আমার দুই মেয়ে এখন আমার মতোই দায়িত্ব পালন করছে। সত্যি বলতে বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উৎসব পালন করছে এই সময় আমার পদকপ্রাপ্তির আনন্দ আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আবারও সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ফের সমালোচনায় শ্রাবন্তী



বিনোদন ডেস্ক: হাওয়ায় উড়ছে সাদা ফ্রক। উন্মুক্ত উরু, চোখে রোদচশমা, খোলা চুল পিঠ পর্যন্ত নেমে এসেছে। ডানা মেলা পরীর মতো নিজেকে ক্যামেরার সামনে মেলে ধরেছেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। ছবি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। বেড়াতে ভালবাসেন শ্রাবন্তী। সুযোগ পেলেই পছন্দের ঠিকানায় পাড়ি দেন। এবার দুবাইয়ে গিয়েছেন অভিনেত্রী। কখন অভিজাত ক্লাবে আবার কখনও সমুদ্র সৈকতের ছবি শেয়ার করেছেন স্টোরি হিসেবে। আর সরাসরি পোস্ট করেছেন নিজের সাদা ফ্রক পরা ছবি। বিশাল ইমারতের সামনে পোজ দিয়েছেন শ্রাবন্তী। ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেন, সমস্যাগুলোর পিঠে ডানা লাগিয়ে দিন আর অনেক অনেক দূরে উড়ে যেতে দিন। তবে এবারও রেহাই নেই। সমালোচনার শিকার হতে হলো অভিনেত্রীকে। বিশেষ করে পোশাক নিয়ে ট্রলের মুখে পড়েন তিনি। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, অযথাই এমন খোলামেলা পোশাকের মানে কি! আবার অনেকে লিখেছেন, বাচ্চাদের মতো ফ্রক পড়েছেন শ্রাবন্তী! কেউ লিখেছেন, নিজেকে সামলান। অনেক হয়েছে! তবে বরাবরের মতো এসবে মন্তব্যে পাত্তা দিচ্ছেন না নায়িকা। নিজের মতো করেই ঘুরছেন দুবাই।

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সিনেটর পদে নির্বাচন করছেন জামাল খান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ক্যালিফোর্নিয়ার ডিষ্ট্রিক্ট-১০ থেকে স্টেট সিনেটর পদে নির্বাচন করছেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত আমেরিকান জামাল খান। আগামী ৭ জুন এই আসনের প্রাইমারী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি ইতিমধ্যেই নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন। তার পক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায়ও চলছে ব্যাপক প্রচারণা। বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড ল' স্কুলের গ্র্যাজুয়েট জামাল খান একাধারে আই-নজীবী, রাজনীতিবিদ ও লেখক। এ পর্যন্ত তার লেখা পাঁচটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, জামাল খান ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া বারকেলি থেকে হাই অনার্স এবং ভ্যালিডিক্টরিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স হাইস্কুল থেকে হাইস্কুল গ্র্যাজুয়েশন করেন। পাশাপাশি তিনি প্রেসিডেনশিয়াল ম্যানেজমেন্ট ফেলো, ক্যালিফোর্নিয়ায় লাইসেন্সড অ্যাটর্নি হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি, বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ও মেয়র সাম রিকার্ডোর পক্ষে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনে কাজ করেছেন। তার অভিজ্ঞতার আলোকে এবার তিনি নিজেই প্রার্থী হচ্ছেন।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে জামাল খান মিডিয়া-কে বলেন, ছোটবেলা থেকেই রাজনীতির প্রতি আগ্রহী ছিলাম। সব সময় চেষ্টা করেছি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে। সে জন্য ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ই রাজ-নীতিবিদদের সাথে কাজ করেছি, তাদের অফিসে ইন্টার্নশিপ করেছি। আমি বারাক হোসেন ওবামার প্রশাসনের হোয়াইট হাউসের সাথে কাজ করেছি। ন্যান্সি পেলোসি যখন নির্বাচন করেন, তখন তার সানফ্রান্সিসকো অফিসে নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে কাজ করেছি। কমল হ্যারিস যখন সিনেটর পদে রান করেন, তখন তার ক্যালিফোর্নিয়ার নির্বাচনী ক্যাম্পে কাজ করেছি। আমাদের সিটি মেয়রের নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে কাজ করেছি। তাদের নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে কাজ করতে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেসব অভিজ্ঞতা থেকে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। এসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে জয়লাভের চেষ্টা করব।

জামাল খান আরো বলেন, আমি চাই আরো অধিক সংখ্যায় বাংলাদেশী-আমেরিকানরা আমেরিকার নির্বাচনে অংশ নিক। আমাকে দেখে অন্য বাংলাদেশীরাও যাতে উৎসাহ পান, সেটাও আমার নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অন্যতম কারণ।

নির্বাচনী ক্যাম্পেইন সম্পর্কে তিনি বলেন, আমার নির্বাচনী এলাকায় বাংলাদেশী-আমেরিকানসহ বিভিন্ন কমিউনিটির ভোটার আছেন, তাদের সাথে কথা বলছি, যোগাযোগ হচ্ছে, ফ্লায়ার দিচ্ছি। কথাবার্তা বলে অনেক কিছু আইডেন্টিফাই করছি। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছি। তিনি বলেন, নির্বাচনসহ বিভিন্ন বিষয়ে ভোটারদের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে। তাদের ভালো রেসপন্স পাচ্ছি।



জামাল খান জানান, আসন্ন প্রাইমারী নির্বাচনে আমরা ছয়জন প্রার্থী হয়েছি। এর মধ্যে একজন রিপাবলিকান। বাকি সবাই ডেমোক্র্যাট। আমাদের এখানে আগে নির্বাচনের ভিন্ন নিয়ম ছিল। এখন নতুন নিয়ম করা হয়েছে। সেই নিয়মে সবাই নির্বাচনে অংশ নেব। অর্থাৎ ডেমোক্র্যাট, রিপাবলিকান এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থীরা সবাই অংশ নেবেন। এর মধ্যে একজন ডেমোক্র্যাট ও একজন রিপাবলিকান জয়ী হবেন। পরে এই দুজন প্রার্থী জেনারেল নির্বাচনে অংশ নেবেন। এর মধ্যে যিনি সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হবেন, তিনিই সিনেটে যাবেন। সেই হিসেবে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা অনেক বেশি হবে।

নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী জামাল খান বলেন, আমার ডিস্ট্রিক্টে প্রায় এক মিলিয়ন মানুষ বাস করেন। এর মধ্যে হাফ মিলিয়নের বেশি মানুষ ভোটার। এখানে বাংলাদেশী, ভারতীয়, পাকিস্তানী ছাড়াও বিভিন্ন দেশের মুসলিমসহ অনেক দেশের ভোটার রয়েছেন। আমি প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ জন ভোটারের সাথে সরাসরি কথা বলছি। এ ছাড়া অনেক ভোটারকে মেইল করছি। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও যোগাযাগ করছি। সব মিলিয়ে আমি ভোটারদের সাথে যোগাযোগ করছি, যাতে তারা আমাকে ভোট দেন। তিনি বলেন, এর আগেও আমি সিটি কাউন্সিলে একবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম। ওই সময়ে আমি চারজনের সাথে প্রার্থী ছিলাম। সেই সময়ে আমার ফাইল করতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই আশানুরূপ ফল পাইনি। তবে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা এবার কাজে লাগাতে পারব। আমি আশা করছি, ভোটাররা আমাকে ভোট দেবেন এবং জয়ের ব্যাপারে তাই আমি আশাবাদী। এ ছাড়া আমার ডিস্ট্রিক্টে ২০ শতাংশ রিপাবলিকান এবং ৮০ শতাংশ হচ্ছে ডেমোক্র্যাট ভোটার রয়েছেন। সেই হিসেবে বলা যায়, এটি ডেমোক্র্যাট ডিস্ট্রিক্ট। তাই একজন ডেমেক্র্যাটিক প্রার্থী হিসেবে জয়ী হতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।

নির্বাচিত হলে কোন কোন বিষয়ে অগ্রাধিকার দেবেন এমন প্রশ্নের জবাবে জামাল খান বলেন, আমি ক্যালিফোর্নিয়াতেই থাকি। এর মধ্যে দুটি ফেলোশিপের জন্য ওয়াশিংটন ডিসিতে দুই বছর ছিলাম। হোয়াইট হাউসে ডিসি অফিসের সাথে কাজ করেছি। ফ্রি এবং রি-ডিউস প্রাইসের লাঞ্চ প্রোগ্রামেও কাজ করছি। এ ছাড়া হার্ভার্ডে পড়ার সময় চার বছর ছিলাম সেখানে। বাকি সময়টা ক্যালিফোর্নিয়াতে থেকেই কেটেছে, সেখানেই ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি। আমি এখানে থেকে দেখেছি মানুষের কী কী সমস্যা হচ্ছে। নির্বাচিত হলে প্র-াধান্য দিয়ে যেসব কাজ করব। এর মধ্যে রয়েছে অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং, হোমলেসনেস, হেলথ কেয়ার, এডুকেশন, পাবলিক সেফটি, হেইট ক্রাইমস, ফিজিক্যাল রেসপন্সেবিলিটি, গান ভায়োলেন্স প্রিভেনশন প্রভৃতি। এসব বিষয়ে যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করব এবং সমাধান করব। তিনি আরো বলেন, এখন ফুলটাইম সময় দিচ্ছি নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে। ভবিষ্যতে ডেটা প্রাইভেসি এবং ইন্ট্রালেকচুয়াল প্রপার্টি নিয়ে কাজ করারও ইচ্ছা আছে।

নিজের শিক্ষাজীবন সম্পর্কে জামাল বলেন, আমি হাইস্কুল পাস করার পর বারকেলিতে যাই। সেখানে ইকোনমিক্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স ও রিহেটোরিক–এই তিন বিষয়ে মেজর করেছি। মেজর করার সময়ে আমি অনার্স নিয়ে পাস করি এবং আমার জিপিএ ৩.৯ এর উপরে ছিল, ডিসটিঙ্কশন নিয়ে পাস করেছি। কলেজে ফুল টিউশন স্কলারশিপ নিয়ে পড়ালেখা করি। পাস করার পর চিন্তা করেছিলাম মাস্টার্স করব। তবে সেটি আর করা হয়নি। পরে হার্ভার্ডে ল' স্কুলে যাই। সেখানেও স্কলারশিপ পেয়েছিলাম। বাকি টিউশনের অর্থ লোন নিয়েছিলাম।

ল' পড়ার কারণ সম্পর্কে বলেন, আমেরিকায় ল' বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর অনেক প্রভাব আছে। যেকোনো বিষয়ের গভীরতা বোঝার জন্য আইন জানা খুবই জরুরি। সেই বিবেচনা থেকে তিন সাবজেক্টে ব্যাচেলর করার পরও ল' পড়ার সিদ্ধান্ত নিই। সেখান থেকে সফলভাবে জুরিস ডক্টরেট (জেডি) ডিগ্রি সম্পন্ন করি। ল' পাস করার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি। বিভিন্ন ফার্মে অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর ল' ফার্ম করার ইচ্ছা আছে।

জামাল খানের পরিবার ক্যালিফোর্নিয়ায় বাস করে। তার বাবা একজন প্রফেসর। মা গৃহিণী। জামাল খানরা দুই ভাই ও দুই বোন।





সাহিত্য সাময়িকী

আদিম অমৃতে
শফিক ইমতিয়াজ

আদিম অমৃতে ভেসে থাকা বহতা বিস্ময়
তোমার অমোঘ আনন্দের দিকে
অপাপ শিশুর মতো হেঁটে যায় শরীরী শেকড়!

তুমি চির গুণ্ঠনভাঙা
নতুন থেকে নতুনতর গণিকা
প্রতিদিন বিচিত্র চাহনি আর কামুক ইশারা
একক সৌন্দর্যে শরবিদ্ধ হায় রসিক নাগরধাম

আমি তোমার লৌকিক নাভিকুন্ড চিনি
অলৌকিক ব্যাসার্ধ রেখায় হাঁটি,
যাবো হিমকেন্দ্রে, যেখানে পাঁচকড়ির হাট
আর জগৎ ছাপিয়ে উঠা গোল ধ্বনি!

আকৈশোর নষ্ট আমি,
স্থিরলক্ষ্য প্রিয়-পতনের দিকে;
তোমার গোপন স্নানঘাটে ঢুকে পড়ি
অযান্ত্রিক ধুয়ে নিই ক্ষতমুখ উপশম জলে

একটি নদীর উৎসমুখ আর
কৃষ্ণপক্ষে ডুবে যাওয়া রহস্যের চাঁদ খুঁজতেই
জন্ম জন্মান্তর!

আচঁড়
দেওয়ান মাসুদা সুলতানা

তোমার এখন ভঙ ধরেছে
ঝঙএর উপর রঙ লেগেছে
স্মৃতির দোলে দুলছো তুমি
নতুন করে জোয়ার এসেছে।

সুয়োরানী, দুয়োরানী
মনের মাঝে মোনালিসা যা ইচ্ছে আঁকছ তুমিই!
তোমার রাজ্যে রংতুলি আজ
ভুলেই গেছে আমার আঁচড়!

বাশপাতা আর জারুল তলে
পুকুর পাড়ের এঁটেল জলে
আজ সেখানেই বিরহের সুর একেলা কাঁদে মন ময়ুরী।

তুমি এখন ভালো আছো
নতুন ফাগুনে আগুন জ্বেলে
তোমার এখন বয়স কুড়ি, আমার এখন চুল পেকেছে।

কেন লিখি?
আহম্মদ হোসেন বাবু

কেন আমি লিখি? প্রশ্নটা খুব সোজা
উত্তর দিতে গিয়ে হাজারও কথা খোঁজা,
হঠাৎ এমন জানার ইচ্ছে কেন?
সভ্যতা-লেখা ছাড়া বাঁচে কী কখনো?

জানি লেখা-লেখি ভীষণ শক্ত কাজ
সেই কাজে গেলেই মাথায় পড়ে বাজ,
শিশুকাল থেকে যে লেখাতে ছিল ভয়
ভাবিনি কখনো সেখানেই হবে জয়!

মাকে ভালোবেসে প্রথম যেদিন আমি
লেখার জন্যে নদী ঘাটে গিয়ে থামি,
সবলের হাতে মার খায় দূর্বল
দেখে মার চোখে জল করে ছল-ছল।

যুদ্ধ জিতেছি পেয়েছি পতাকা-দেশ
এখনো কাটেনি সেই বিজয়ের রেশ,
তাই দেখে মনে হলো কিছু লিখে রাখি
নতুনেরা যেন কখনো পড়েনা ফাঁকি।

প্রেম-ভালোবাসা গলা টিপে মেরে ফেলে
কোন ভুল নয়, তবু ছেড়ে চলে গেলে!
ঘুমহীন রাতে শুধু তোমাকেই ভাবি
ভাবতে ভাবতে আজ হয়ে গেছি কবি।

আজো যতো অনিয়ম সমাজের আছে
কলমটা নিয়ে গিয়ে বসি তার পাশে,
প্রেম-দ্রোহ লিখে যাই কতো না আবেগ
লেখকরাই তো হয় বোধের বিবেক।

ইন্দুবালা
জান্নাতুন নাহার নূপুর

আজ ইচ্ছে ছিল শরৎবাবুকে আলিঙ্গন করবো
ইচ্ছে ছিল তার দেওয়া শিউলীকে চুলের ভাজে বেঁধে রাখবো।
ইচ্ছে ছিল আলতা পায়ে মাড়িয়ে যাব ঘাসের বুকে শিশির কে।
বড় সাধ ছিল শাড়ির আঁচল মেলে অরণ্যে হারাতে।
যোজনে
ফুটপাতের ঐ ভাঙ্গা বেঞ্চে বসে, রাঙা ঠোট গরম নীরে ভেজাতে।
কাঁচের চুড়ি বাহুজুড়ে রিনিঝিনিঙ
দিনশেষে সকল সাধ বুকের গহীনে চাপা রেখে;
উড়িয়ে দিলাম সকল দীর্ঘশ্বাস ঐ অম্বরে।
এখন আমি এইরাতের৬
জিয়ে থাকা
'ইন্দুবালা'।

ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

ব্যস্ততা এক রাক্ষসের নাম
রফিকুল নাজিম

সেই কবে বাতাসকে ছাড়িয়ে গেছে বুলেট ট্রেন
শব্দকে ছাপিয়ে গেছে রকেট ও নভোযান,
আমরা মাটিকে নিঃসঙ্গ করে ঘুরতে যাচ্ছি মঙ্গল ও চাঁদে
আমরা মাটিকে নিঃসঙ্গ করে ডুবে আছি অতল জলে
অলীক কল্পনাকে হাতুড়ি পিটিয়ে করেছি বাস্তব
আমরা রূপকথাকে করেছি সবাক চলচ্চিত্র।
আমাদের ইচ্ছেগুলোকে পকেটে পুরে রাখতে শিখে গেছি
আমরা শাঁই শাঁই করে কেবলই ছুটছি ক্রমিক সাফল্য পেছনে
আমরা খাই খাই করে কেবলই পকেটজাত করছি সুখ
প্রিয়জনকে কিছু দিতে গেলেই আমাদের যতো কার্পণ্য
ব্যস্ততার দোহাই; সময়ের বড্ড অভাব!
আত্মকেন্দ্রিক বৈভবের নিচে চাপা পড়ছে মায়ার সম্পর্ক।

ব্যস্ততা নামক এক রাক্ষস গিলে খাচ্ছে আমাদেরকে
আমরা নিজের কাছ থেকে ভীষণরকম একা হয়ে যাচ্ছি
আমরা ছেড়ে ছুঁড়ে যাচ্ছি আমাদের নাড়ি পোঁতা মাটিকে
আমরা ছিড়েখুঁড়ে যাচ্ছি গ্রন্থিত মায়ার বন্ধনের শিকড়কে...

জলশূন্যতায় একদিন প্রকান্ড বৃক্ষও মরে যায়।

মাধবপুর, হবিগঞ্জ।

মাঘ এখন ঘরে
কনক কুমার প্রামানিক

বিদায় ঘন্টা বেজে গেছে
ছুটিতে যাচ্ছে পৌষ,
বছর পরে মাঘ আসছে
বাড়ছে শীতের রোষ।

রঙিন হয়েছে সারা মাঠ
হলুদ সর্ষে ফুলে,
মৌমাছিরা সুখে নাচে-গায়
খুশিতে হেলেদুলে।

মাঠে মাঠে শোভা বাড়ায়
মাঘে রবিশস্য,
তেজ হারিয়ে মাঘের রবি
সবার উপহাস্য।

শিশির কণা দ্যুতি ছড়ায়
সবুজ ঘাসের বুকে,
মাঘের শীতে পথের শিশু
মরে ধুঁকে ধুঁকে।

হিম বাতাসে কষ্ট বাড়ে
বরফ যায় গলে,
মাঘের শীতে বাঘ কাঁদে
সকল লোকে বলে।

নওগাঁ সদর, নওগাঁ।



জাতিসংঘের গুম বিষয়ক কমিটির বৈঠকে থাকবে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

(প্রথম পাতার পর)

গ্রুপের সদস্যরা কথা বলবেন। নিউইয়র্কের একটি কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, গুম বিষয়ক জাতিসংঘের ওয়ার্কিং কমিটির ১২৬তম বৈঠক সোমবার (৭ ফেব্রুয়ারী) থেকে শুরু হচ্ছে, তা চলবে ১১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। ভার্চুয়াল প্ল্যাটফরমে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এতে দক্ষিণ কোরিয়ার তায়-উং বাইকের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমিটি গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজন, ২৪টি দেশের সরকারি প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং অন্য অংশীজনদের সঙ্গে গুমের অভিযোগ, প্রক্রিয়াগত বিষয় এবং গুমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলবে। জানা গেছে, গুম হওয়া ব্যক্তিদের সুরক্ষা বিষয়ক সনদ ঘোষণার তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে নির্দিষ্ট দেশ সফর এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়েও পাঁচদিনের বৈঠকে আলোচনা হবে। জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের গুম বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ গত ডিসেম্বরে এক প্রতিবেদনে বলেছিল, বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও ভিন্নমতাবলম্বীদের নিশানা করতে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনী চলমান এবং ঘন ঘন গুমকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। গুমের এসব অভিযোগের বিষয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য থাকার দাবি করেছে।

গুম বিষয়ক জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ওয়ার্কিং গ্রুপ গত বছরের ২০ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ১২৫তম অধিবেশন শেষে প্রতিবেদন পেশ করে। পরে গত বছরের ৬ই ডিসেম্বর ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের প্রতিবেদনটি হালনাগাদ করে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ এবং সদস্য দেশগুলোর কাছে পাঠায়। জাতিসংঘের গুম বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের এক নথিতে বলা হয়, বাংলাদেশে গুমের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। কয়েক বছর ধরে এ নিয়ে উদ্বেগ জানালেও বাংলাদেশ সরকার কোনো সাড়া দিচ্ছে না। কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশের কাছে গুমের বেশ-কিছু অভিযোগ জানানো হলেও সেগুলোর কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ১৯৯৬ সাল থেকে ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশের কাছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে। বাংলাদেশ কেবল একটি গুমের অভিযোগের বিষয়ে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে। ওয়ার্কিং গ্রুপ অমীমাংসিত বাকি অভিযোগের বিষয়ে শিগগির জবাব দেবে বলে আশা করে। বাংলাদেশে গুমের ক্ষেত্রে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। মানবাধিকার সংবেদনশীল রাষ্ট্র এবং সংস্থাগুলো মনে করে এসবের দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া উচিত। ২০১৩ সাল থেকে গুম বিষয়ক জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ সফরের অনুমতি পেতে বেশ কয়েকবার অনুরোধ জানিয়েছে। সর্বশেষ ২০২০ এপ্রিলে বাংলাদেশকে সফরের অনুরোধ জানিয়েও সাড়া পায়নি ওয়ার্কিং গ্রুপ।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল হলো জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক সংস্থা। এর সদর দপ্তর জেনেভায়। গুমবিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ বিশ্বের খ্যাতিমান পাঁচ বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত। তারা কোনো নির্দিষ্ট দেশের প্রতিনিধি হিসাবে নন; বরং স্বাধীন বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত হন। গুমবিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ এ সংক্রান্ত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি। গ্রুপটি কোনো দেশের কাছ থেকে সরকারিভাবে তথ্য সংগ্রহ করে না। বরং গ্রুপটি নিজস্ব সূত্রে বিভিন্ন দেশের গুমসংক্রান্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করে। যেসব দেশে গুমের তথ্য পায়; সেসব দেশের সরকারের কাছে গ্রুপটি তথ্যগুলো পাঠিয়ে তার প্রতিকার আশা করে। পাশাপাশি, জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে ওই সব তথ্য প্রকাশ করা হয়।

গুম সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের আজকের বৈঠকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে কিনা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। রুদ্ধদ্বার বৈঠক হওয়ায় কমিটি এজেন্ডা প্রকাশ করে না। তবে আলোচনার পর গ্রুপের পর্যালোচনা প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এবারও বৈঠকের পর ওয়েবসাইটে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। এরপর তা জানা যাবে। যেসব দেশের গুম পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে সেসব দেশের সরকারের কাছে মূল্যায়ন প্রতিবেদন শেয়ার করা হবে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের গুম বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যরা জেনেভায় থাকেন না। বৈঠকে যোগ দিতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে তারা জেনেভায় হাজির হন। বছরে তিনবার বৈঠকে তারা মিলিত হন। গত বছরের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তারা বাংলাদেশের গুম পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। এ বৈঠকে বাংলাদেশের ৭৬টি গুমের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের কাছেও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে বাংলাদেশ বিষয়ে কোনো আলোচনা হলে জেনেভায় অবস্থিত বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন সেগুলো সংগ্রহ করে ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। ওয়ার্কিং গ্রুপের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটির জবাব দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। কোনো ঘটনার বিষয়ে সরকারের জবাব থাকলে তা স্থায়ী মিশনের মাধ্যমে ওয়ার্কিং গ্রুপের কাছে উপস্থাপন করা হয়। গ্রুপের প্রতিবেদনে কোনো ভুল তথ্য থাকলে তাও তুলে ধরা হয়। গত বছরে ওয়ার্কিং গ্রুপের উত্থাপিত ৭৬টি গুমের ঘটনার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার কয়েকটির ব্যাপারে জবাব দিয়েছে।

বাংলাদেশে গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনায় র‍্যাব এবং এর ছয়জন বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের একজন সদস্যও বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে ইউরোপীয় পররাষ্ট্র দপ্তরে চিঠি দিয়েছেন। এসব ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিতর্কের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন বলেছেন, গুমের ঘটনার শিকার বলা হলেও অনেকে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য পাড়ি দিতে গিয়ে ভূমধ্যসাগরে ডুবে মারা গেছেন।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

গুমের তালিকার অনেকের ভূমধ্যসাগরে সলিল সমাধি হয়েছে



ঢাকা ডেস্ক: পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, জাতিসংঘের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান গুমের তালিকায় যে লোকজনের নাম দিয়েছিল, তাদের অনেকের ভূমধ্যসাগরে সলিল সমাধি হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি আসল কারণ নয়। বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। তাই অনেক দেশ গুমের প্রসঙ্গটি সামনে এনে চাপ প্রয়োগ করে স্বার্থ হাসিল করতে চায়। বলেন, দেশে আইনের শাসন তথা প্রত্যেকটি অপরাধের বিচার আইনের মাধ্যমে হোক, এটাই চায় সরকার। দেশে এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স বলে কোনো শব্দ নেই।

কনিবার (৫ ফেব্রুয়ারী) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে সেন্টার ফর এনআরবি আয়োজিত 'ব্রান্ডিং বাংলাদেশ' শীর্ষক ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স সিরিজ-২০২২ এর উদ্বোধনী ও রেমিট্যান্স পদক প্রদান অনুষ্ঠান শেষে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ।

সেন্টার ফর এনআরবির চেয়ার এম এস সেকিল চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয় উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম, বৃটেনের ক্রয়ডন কাউন্সিলের মেয়র শেরওয়ান চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ইমেরিটাস অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. শহীদুল আলম এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জি এম কাজী রফিকুল হাসান।

অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদের বাণী পাঠ করে শোনান আয়েশা সিদ্দিকা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণী পাঠ করেন মাসুমা চৌধুরী। অনুষ্ঠানে কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল ইসলাম। এছাড়া অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি গুণীজন এবং প্রবাসী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিত্বদের তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পদক দেয়া হয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, একটা-দুইটা দুর্ঘটনা ঘটে যেগুলোর খবর আমরা ঠিকমতো পাই না। যেমন আমরা অনেকদিন ধরে জানি হারিছ আলী (হারিছ চৌধুরী) সাহেব গুম হয়ে গিয়েছিলেন। এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স। এখন দেখি না, উনি দেশেই ছিলেন এবং দেশেই নাকি মারা গেছেন। উনার মেয়ে বলেছেন। আমরা এক সময় দেখলাম, একজন নেতা তিনি দেশে নেই, তারপর ইন্ডিয়ার হোটেলে ইন্ডিয়ানরা তাকে ধরলো। ওইসব গুম-খুন বলা হয়, কতটুকু সত্য তা আমরা ঠিক জানি না। একটা লোক গুম হোক, একটা লোক খুন হোক, আমরা তা চাই না। তিনি বলেন, আমাদের দেশে এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স শব্দই তো নেই। আমরা চাই না, কাউকে জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা চাই, প্রত্যেকের আইনের মাধ্যমে বিচার হবে। তিনি বলেন, আমেরিকায় প্রতিবছর হাজার খানেক লোকের বিনা বিচারে মৃত্যু হয়। পুলিশ মেরে ফেলে। প্রতিবছর তার দেশে লাখ খানেক লোক নিখোঁজ হয়, ওইটা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। আমরা চাই আমাদের দেশে একটি লোকও বিনা বিচারে না মরুক। মন্ত্রী বলেন, মাঝে মাঝে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ এসব করে। পৃথিবীর সব দেশেই তা কম-বেশি হয়। আমাদের এখানে অন্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে কম হয়।

মন্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, যেহেতু বাংলাদেশ পলিটিক্যালি এবং স্ট্রাটিজিক্যালি খুব ভালো অবস্থানে আছে। বাংলাদেশের আশেপাশের বড় বড় দেশ রয়েছে এবং বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্র রয়েছে তাই, অনেকে এতে প্রবেশাধিকারের (অ্যাকসেস) জন্য অনেক বেশি উদ্বিগ্ন, সেই জন্য এখন আমরা সবার চক্ষুসূল। আসল উদ্দেশ্য কিন্তু হিউম্যান রাইটস না। আসল উদ্দেশ্য গুম-খুন না। আসল উদ্দেশ্য এসব চাপ দিয়ে কিছু ফায়দা সংগ্রহ করা যায় কি না?

এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, অবশ্যই এগুলো অপ-প্রচার। বিদেশিরা বলেন, বাংলাদেশ নাকি চীনের লেজুর হয়ে যাচ্ছে। কারণটা তারা বলেন, বাংলাদেশ চীনের ডেথ ট্র্যাপে পড়ে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কার মতো। ডেথ ট্র্যাপ হতে হলে ৪০ শতাংশ ঋণ নিতে হবে। আমাদের দেশের সর্বমোট ঋণ হলো ১৫ শতাংশের কিছু বেশি। ১৬ শতাংশের মতো। এখনো অনেক দূর। আর যদি দেশগুলো ও প্রতিষ্ঠানগুলো দেখেন, আমরা সবচেয়ে বেশি ঋণ নিয়েছি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলোপমেন্ট ব্যাংক এবং আইএমএফ থেকে। প্রায় ৭৩ শতাংশের বেশি। পরবর্তী সবচেয়ে বেশি যে দেশ থেকে আমরা ঋণ নিয়েছি সেটা হলো জাপান। চীন তো ধারে কাছেই নেই, ৫ শতাংশের কিছু বেশি। আমাদের কিছু জ্ঞানপাপী বলে বেড়ান, বাংলাদেশ সতর্ক হও। বলা হয়, আমরা চীনের লেজুর হয়ে যাচ্ছি, কারণ আমাদের নাকি ৮০ শতাংশ মিলিটারি ইকুইপমেন্ট চীন থেকে কেনা। এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। আমরা যা কিনি সব দেশ থেকেই কিনি। সব জায়গা থেকে কিছু কিছু করে কিনি, ভারতও আমাদের দিতে চাচ্ছে। আমাদের আর্মিরা জানে কী কিনবে।

মন্ত্রী বলেন, আরেকটি কথা উঠেছে, চীন আমাদের তিস্তা ব্যারেজের জন্য টাকা দিচ্ছে। তিস্তা ব্যারেজ একটা প্রকল্প, ১৯৮৮ সালে যখন বড় রকমের বন্যা হয় তখন ফ্রান্স সরকারের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন, বাংলাদেশে বন্যা কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় তার জন্য তারা পরিকল্পনা করেছিলেন। ৫-৬ বিলিয়ন ডলার। অত টাকা কেউ দেয়নি। তার একটি অংশ ছিল তিস্তা ব্যারেজ। এখন চীন নাকি উৎসাহ দেখিয়েছে, আমাদের বলেনি, তারা নাকি পয়সা দিতে চায়। আর যায় কোথায়? গেল গেল, বাংলাদেশ চীন হয়ে গেল। এ ধরনের একটি ভয় তৈরি করা হচ্ছে। এই ভয় তৈরিতে জ্ঞানপাপীরা কাজ করেছে মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, ফলে এসব ï‡ন অনেকেই বলছে, সত্যি সত্যিই কিছু দুর্ঘটনা ঘটছে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দুদিন আগে বলেছেন, আমেরিকা থেকে নতুন করে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা আসবে না, এ নিশ্চয়তা পাওয়া গেল? জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এটা আমি জানি না। যিনি বলেছেন, তিনি ভালো জানেন। আই ডোন্ট নো।

চলতি মাসে জাতিসংঘের গুম বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের গুমের প্রসঙ্গটি আলোচনায় আসার কথা রয়েছে। এ নিয়ে জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'জাতিসংঘ নয়, জাতিসংঘের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান আমাদের একটি তালিকা দিয়েছিল। পরে দেখা গেল, অনেক লোকের ভূমধ্যসাগরে সলিল সমাধি হয়েছে। বাংলাদেশি একটি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে তারা (জাতিসংঘের কমিটি) প্রতিবেদন তৈরি করেছে। তাদের নিজেদের কোনো গবেষণা নেই। খুবই পক্ষপাতিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের তথ্য দিয়ে তারা (জাতিসংঘের কমিটি) বললো, "আপনার দেশে অতজন লোক (গুম হয়েছে)।" তারপর কিছু লোকের নাম দিয়েছেন। নাম দেয়ার পর দেখা গেল, আমাদের লোকজন দুয়েকজন ছাড়া ওই তালিকার কাউকেই চেনেন না। আপনারা তাদের নাম জানেন।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গুম হওয়া লোকজনের বিষয়ে তথ্য নিতে পুলিশ তাদের পরিবারের কাছে দু-একবার গেছে। পুলিশের ধারণা, দিনের বেলায় তারা থাকবেন না, তাই রাতের বেলায় গেছে। তখন তারা অভিযোগ করেছেন যে তাদের হয়রানি করা হচ্ছে। পুলিশ জানতে চায়, তাদের পরিবারের সদস্য কবে, কোথায়, কেন গেছেন, কিছু জানেন কি না। কারণ, অনেকেই আবার ফেরত চলে আসেন। দু-এক দিন এ রকম করার পর তারা অভিযোগ করলেন।

গুমের অভিযোগ সম্পর্কে পুলিশের সঙ্গে আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের (গুম হওয়া লোকজনের পরিবারের সদস্যদের) একটি আলোচনায় রাখার জন্য বলেছি, সেখানে সংবাদকর্মীরাও থাকবেন। ওনারা তখন বলবেন যে তাদের পরিবারের সদস্যদের কবে কোথায় কীভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিংবা ফেরত এসেছেন কি না।

এর আগে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি আরও বাড়াতে হবে। সফলতার গল্পগুলো বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। রিয়েল টাইম মার্কেট অপারচুনিটিজ গ্রহণ করতে হবে। ব্রান্ডিং ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার এখনই সময়। বহুপক্ষীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। শান্তিরক্ষা মিশন ইতিবাচক বাংলাদেশের বড় উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। এখন অনেক অনেক বড় পরিমাণে বিনিয়োগের সুযোগ অবারিত আছে। তথ্য প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ আরও বেশকিছু খাতে বিনিয়োগ করার সুযোগ আছে। সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ তৈরির কোনো বিকল্প নেই।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized IRS efile Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্পর্কীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম প্রেজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SECI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি ।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত ।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায় । লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

আরিফ না অন্য কেউ

ঢাকা ডেস্ক: সিলেটের নগর মসনদ। সিলেটের রাজনীতিকদের কাছে স্বপ্নের কেদারা। কামরান থেকে শুরু। জনপ্রিয়তার কমতি নেই। সিলেটের সেকেন্ডম্যানও। মন্ত্রীর পরেই স্থান। এক হাতে শাসন করা যায়। সেবা ও উন্নয়ন দুটোই হয় ইচ্ছেমতো। এ কারণে নির্বাচন এলেই নগর মসনদের দিকে চোখ থাকে সবার। সিলেটের আওয়ামী লীগের একাধিক নেতার চোখ রয়েছে এই মসনদে। স্বপ্ন দেখছেন অনেক বিএনপি নেতাও। এরই মধ্যে ৬ জনের নাম ভাসছে নেতাকর্মীদের মুখে মুখে।

প্রশ্ন হচ্ছে; আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপি এবার সিলেট সিটি নির্বাচনে অংশ নেবে কিনা। পরপর দুইবার এই নগরে সফলতা পেয়েছে বিএনপি। লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। এটি দলের সিলেটের নেতাকর্মীদের মধ্যে এক ধরনের স্বস্তি। দল ক্ষমতায় না থাকলেও মেয়র তো বিএনপিরই। এতে তৃপ্তির ঢেকুর তোলা বিএনপির নেতাকর্মীরা আগামী নিয়েও বেজায় চিন্তিত। দল না এলে প্রার্থী হতে পারেন একাধিক নেতা। এতে করে মসনদও হতে পারে হাতছাড়া। সিনিয়র কয়েকজন নেতা জানিয়েছেন; এখন থেকে বিষয়টি নিয়ে ভাবা হচ্ছে। কারণ- সিলেট বিএনপিতে প্রার্থীর অভাব নেই। আছে ভোট ব্যাংক। সব মিলিয়ে তারা কেন্দ্রের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়ার আশা করবেন। সিলেট সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের বাকি প্রায় দেড় বছর। সময়ের কাঁটা বলছে; আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফলে এখন থেকেই গোছগাছ শুরু করেছেন প্রার্থীরা। নিজেরা নিজেদের প্রস্তুতিও চালাচ্ছেন। বসে নেই সিলেট বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীরা। দলের সিদ্ধান্ত কী হবে- সেটি পরের বিষয়। নিজেদের প্রস্তুতি থাকা দরকার। এখন থেকেই তারা মাঠে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। সিলেট মহানগর বিএনপি এখন আহ্বায়ক কমিটি দিয়ে চলছে। চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে দল গোছানো শেষ হতে পারে।

আগামী সিটি নির্বাচনকে সামনে রেখেই শক্তিশালী ওয়ার্ড কমিটি গঠনের চিন্তাভাবনা করছেন মহানগর নেতারা। এক সময় নগর মসনদ সিলেট বিএনপির কাছে ছিল অধরা। প্রয়াত নেতা এম এ হক, আ ফ ম কামালকে দিয়ে চেষ্টা করেও মসনদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতা কামরানের কাছে হেরেছেন সবাই। কিন্তু সিলেট বিএনপির সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছিলো আরিফুল হক চৌধুরীর মাধ্যমে। ২০১৩ সালে প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন আরিফ। পরের বার ২০১৮ সালে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রার্থী হয়ে নির্বাচিত হন। একক প্রার্থী ছিলেন আরিফ। দলের নেতারাও ছিলেন তার পক্ষে। দুই বারের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী এবার শক্তিশালী প্রার্থী। তাকে নিয়ে দলের ভেতরে কিছুটা



অসন্তোষ থাকলেও বর্তমান মেয়র হিসেবে আরিফকেই এগিয়ে রাখছেন দলের সিনিয়র নেতারা। সিলেটের মন্ত্রী পরিবারের সঙ্গে রয়েছে আরিফুল হক চৌধুরীর সম্পর্ক। বার বারই তাদের সুনজর পান তিনি। এজন্য তাকে নিয়ে খোদ দলের ভেতরে বিতর্কের অন্ত নেই। কিন্তু আরিফ এই বিতর্ককে থোরাই কেয়ার করছেন। বরং আরিফ তার মতোই চলছেন। সিলেট নগরীকে সাজাচ্ছেন নিজের মতো করে। এতে করে নগরবাসীর বাহবা কুড়াচ্ছেন।

বিএনপির অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলো বলছে- আরিফুল হক চৌধুরী এবার দলের অভ্যন্তরের বৈতরণী সহজে পার করতে পারবেন না। তার সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে অভ্যন্তর থেকে ইতিমধ্যে আরও ৫ জন নেতা মাঠে সক্রিয় রয়েছেন। সিলেটের বিএনপির রাজনীতির এই মুহূর্তের অন্যতম সিনিয়র নেতা নাসিম হোসাইন। মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি। ব্যবসায়ী নেতাও। গত কয়েক টার্ম ধরে তিনি মনোনয়ন চাচ্ছেন। কিন্তু দলের সমর্থন পাচ্ছেন না। শেষ বারের মতো এবার দলের হাইকমান্ডের কাছে সুযোগ চাইবেন নাসিম হোসাইন। সিলেটের রাজনীতিতে পরিচ্ছনœ নেতা হিসেবে পরিচয় থাকার কারণে গত সিটি নির্বাচনে নাসিম হোসাইনকে সমর্থন করে অনেকেই নির্বাচনী মাঠ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তবে- শেষ মুহূর্তে নাসিম হোসাইন দলের সমর্থন পাননি। এবারো নাসিম হোসাইন মেয়র প্রার্থী হতে প্রস্তুতি চালাচ্ছেন।

এডভোকেট শামসুজ্জামান জামান। সিলেট বিএনপির ত্যাগী ও অভিমানী নেতা। অভিমান থেকে এখন তিনি দূরে সরে আছেন। দীর্ঘ এক যুগ ধরে মামলায় জর্জরিত ছিলেন। এখনো স্বস্তি পেয়েছেন। নিয়মিত আদালতপাড়ায় যাচ্ছেন। সামাজিক সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। তিনিও রয়েছেন মেয়র পদে আলোচনায়। আরিফের বিকল্প হিসেবে জামানকে নিয়ে অনেকেই আশায় বুক বেঁধে আছেন। কিন্তু জামান শেষ পর্যন্ত সংসদ নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন। বিগত নির্বাচনে তিনি সিলেট-৪ আসনে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছিলেন।

রেজাউল হাসান কয়েস লোদী। সিলেট বিএনপির পরিচিত মুখ। ভিআইপি এলাকা হাউজিং এস্টেটের ৪ বারের কাউন্সিলর। আছে ব্যাপক জনপ্রিয়তাও। এখন মহানগর বিএনপির সিনিয়র সারির নেতাও। দীর্ঘদিনের জনপ্রতিনিধি হওয়ার কারণে দলের নেতাকর্মীদের ফোকাস রয়েছে তার দিকে। গত সিটি নির্বাচনে মেয়র হতে দলীয় ফোরামে তীব্র লড়াই চালিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত দলের নেতাদের আশ্বাস মেনে নিয়ে মেয়র পদ থেকে কাউন্সিলর পদে নির্বাচন কার জয়লাভ করেন। নগরের সামাজিক নেতা হিসেবেও পরিচিত তিনি। এবার নগরের মসনদে বসতে কয়েস লোদী আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছেন। জানিয়েছেন, দল থেকেই নির্বাচন করতে চান। কারণ- জনপ্রতিনিধি হিসেবে তার যে অভিজ্ঞতা রয়েছে সেটি অনেকেরই নেই। স্বচ্ছ ধারা রাজনীতির পাশাপাশি একজন স্বচ্ছধারার জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। এবার দল তাকে হতাশ করবে না বলে আশাবাদী কয়েস লোদী।

আব্দুল কাইয়ুম জালালী পংকি হচ্ছেন সিলেট মহানগর বিএনপির বর্তমান আহ্বায়ক। বিএনপির অভ্যন্তরে ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতা হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। পংকিও নগরের মসনদে বসতে বার বার দলের হাইকমান্ডের সঙ্গে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু পাননি। এবার সিলেট নগরে পানির মূল্য বৃদ্ধি সহ নানা ইস্যুতে মাঠে নেমেছেন। তিনি নগরবাসীর যৌক্তিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম রয়েছেন। পাশাপাশি তার নেতৃত্বে নগরের বর্ধিত অংশ সহ সব ওয়ার্ডে বিএনপির কমিটি গঠন প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে। ফলে দলের তৃণমূল থেকে জোরালো হচ্ছে পংকির নাম।

বদরুজ্জামান সেলিম। সিলেট বিএনপির এক ত্যাগী নেতা। বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ক্যারিয়ার। মেয়র পদে দলের মনোনয়ন চান বার বার। গতবার দলের মনোনয়ন না পেয়ে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। দলের প্রার্থীর জয়ে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। কিন্তু টিকতে পারেননি। নির্বাচনের আগেই নাটকীয়ভাবে ভোটের মাঠ ছাড়েন তিনি। চলে যান লন্ডনে। এখনো সেখানেই আছেন। মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বর্তমান আহ্বায়ক কমিটিতেও তার নাম নেই। ফলে বদরুজ্জামান সেলিম প্রার্থী হতে আসবেন কিনা- সেটি এখনো নিশ্চিত নয়। তবে সিলেটে তার অনুসারীরা মেয়র পদে প্রার্থী হিসেবে তাকেই চাচ্ছেন।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মুলত্নাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ছোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
সাধার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুপারকেলা বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com



কেমন হলো সার্চ

(প্রথম পাতার পর)

কমিটিতে অধ্যাপক আনোয়ারা সৈয়দ হক ও সাবেক নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ ছহুল হোসাইনকে সদস্য হিসেবে প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন দিয়েছেন। আইন অনুযায়ী বিচারপতি কুদ্দুস জামান, পিএসসি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসাইন ও মহাহিসাব নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক মুসলিম চৌধুরী কমিটির সদস্য হয়েছেন। ওবায়দুল হাসান আপিল বিভাগে দুই বছর ধরে বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমান নির্বাচন কমিশন গঠনের আগে যে সার্চ কমিটি করা হয়েছিল ওই কমিটির সদস্য ছিলেন ওবায়দুল হাসান। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারকের দায়িত্ব পালন করা ওবায়দুল হাসান ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন।

এদিকে সার্চ কমিটি গঠনের পর প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র তরফে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়া হয়নি। দলটির নেতারা বলছেন, এই কমিশন নিয়ে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার গঠনের দাবি তাদের। নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা অবশ্য মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তারা বলছেন, এই সার্চ কমিটির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ বা সুশীল সমাজের মতামত নেয়া হয়নি। তারপরও যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তারা যদি নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করে নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের কমিশনের জন্য নির্বাচন করতে পারেন সেটিই এখন দেখার বিষয়। সার্চ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

এই সার্চ কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে উপযুক্তদের বাছাই করবে। তা থেকে ১০ জনের নাম প্রেসিডেন্টের কাছে প্রস্তাব করবে। তাদের মধ্য থেকে অনধিক পাঁচজনকে সিইসি ও ইসি হিসেবে নিয়োগ দেবেন প্রেসিডেন্ট। আইনে সার্চ কমিটিকে সময় দেওয়া হয়েছে ১৫ দিন। তবে আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি কেএম নূরুল হুদার নেতৃত্বাধীন ইসি বিদায় নেবে বলে তার আগেই নাম সুপারিশের জন্য সার্চ কমিটির হাতে সময় আছে ১০ দিন।

কমিটিতে দায়িত্ব পাওয়া বিচারপতি কুদ্দুস জামান চার বছর ধরে হাইকোর্ট বিভাগে বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন। রাজবাড়ীতে জন্ম নেওয়া কুদ্দুস জামান ১৯৮৪ সালে জুডিশিয়াল সার্ভিসে যোগ দেন। ২০০৬ সালে জেলা জজ হন। সুপ্রিম কোর্টে রেজিস্ট্রারের দায়িত্বও পালন করেন তিনি।

২০১৫ সালে ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ হন কুদ্দুস জামান। ২০১৮ সালে হাইকোর্টে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী।

মুহাম্মদ ছহুল হোসাইন ২০০৭-২০১২ সালে নির্বাচন কমিশনারেরর দায়িত্ব পালন করেন। জরুরি অবস্থার সময় দায়িত্ব নেয়া সে কমিশনই সিইসি ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে আইন করার প্রথম খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন। সিলেটের সন্তান ছহুল হোসাইন জেলা জজ হিসেবে দেশের বিভিন্ন জেলায় দায়িত্ব পালন করেন। পরে আইন সচিবও হয়েছিলেন তিনি। অবসর নেয়ার পর তিনি নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। একাদশ সংসদ সংসদের সময় তার নামে সিলেট-১ আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র সংগ্রহও করেছিলেন তিনি। আনোয়ারা সৈয়দ হক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত। লেখক হিসেবেও তিনি ব্যাপক পরিচিত। তার স্বামী প্রয়াত সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক। ১৯৪০ সালে যশোর জেলায় জন্ম নেওয়া আনোয়ারা সৈয়দ হক পড়াশুনা করেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে এবং লন্ডনের এম আর সাইক-এ। তিনি কিছুকাল বিমানবাহিনীতে চিকিৎসক হিসেবে ছিলেন। আনোয়ারা সৈয়দ হক ২০১০ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। ২০১৯ সালে তাকে একুশে পদকে ভূষিত করে সরকার।

৬১ বছর বয়সী সোহরাব হোসাইন সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যানের দায়িত্বে আছেন ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে। ১৯৮৪ ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের এ কর্মকর্তা সবশেষ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব ছিলেন। অবসরোত্তর ছুটিতে যান ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরে। নোয়াখালীর সন্তান সোহরাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী।

মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ২০১৮ সালের ১৫ জুলাই থেকে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে রয়েছেন। তার আগে অর্থ সচিব পদে ছিলেন তিনি। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের অডিট অ্যান্ড একাউন্টস ক্যাডারে যোগ দিয়ে কন্ট্রোলার জেনারেল অব একাউন্টস, কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এবং অর্থ বিভাগের উপসচিব, যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন মুসলিম চৌধুরী। চট্টগ্রামে জন্ম নেওয়া মুসলিম চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়ার পর যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটি থেকে ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টিংয়ে ডিসটিংশনসহ এমএসসি ডিগ্রি নেন।

শিগগিরই কাজ শুরু হবে-ওবায়দুল হাসান: সার্চ কমিটির সভাপতি বিচারপতি ওবায়দুল হাসান জানিয়েছেন শিগগিরই কমিটি কাজ শুরু করবে। তিনি জানিয়েছেন, মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে কথা বলে তারা কাজ শুরু করবেন। রোববারই কমিটির প্রথম বৈঠক হতে পারে বলে কমিটি সূত্র জানিয়েছে। আগের কমিটি সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে সভা করেছিল। এবারও একই স্থানে বৈঠক হতে পারে।

কেমন হলো সার্চ কমিটি: এ প্রশ্নে স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, সার্চ কমিটির চারজন পূর্ব-নির্ধারিত আর দু'জন সর্বজন পরিচিত। এই ছয়নের টিম ইচ্ছা করলে এবং তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করলে উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে বের করতে পারবে। যেহেতু এটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটা দায়িত্ব। আর যাদের ওপর এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আশা করছি তারা অনেক বেশি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজটা করবেন। তবে তাদের অনেক সীমাবদ্ধতা ও চাপের মধ্যে কাজ করতে হবে। অনেকেই হয়তো এখন তদবিরে লেগে গেছেন কমিশনে মানুষ ঢুকানোর। এটা রাজনৈতিক বা অন্যভাবেও হতে পারে। লবিং তদবির করে যে নামগুলো আসবে সেগুলোকে যেন তারা প্রথমেই ডিসকুয়ালিফাই করেন। তদবির নিরুৎসাহিত করতে হবে। এখানে তদবিরের মানুষ আনা যাবে না।

তিনি বলেন, কমিটির সদস্যদের প্রথমে ঠিক করতে হবে তারা কোন পথে যাবেন। তাদের মেথডটা কী। মেথটটা তারা জাতির কাছে পরিষ্কার করবেন। তারপর তারা ঠিক করবেন কাকে নিচ্ছেন কেন নিচ্ছেন। অন্তত ১০ জনের একটা তালিকা করে গোপনে তাদের ইন্টারভিউ করতে পারেন। যাদেরকে সিলেকশন করা হবে তাদেরকে কেন সিলেকশন করা হলো তার একটা যৌক্তিকতা দাঁড় করাতে হবে।

নির্বাচন কমিশনার সিভিল সার্ভিস, মিলিটারি সার্ভিস, বিচার বিভাগ ও নারী থেকে হতে হবে এই ছক থেকে বের হওয়া উচিত। ছক মাথায় রাখলে সীমাবদ্ধতায় পড়তে হবে। এখান থেকে বের হয়ে এই সংকটময় মুহূর্তে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে হবে নির্ভীক, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি কারা। যারা জাতিকে একটি নির্দেশনা দিতে পারেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে কমান্ড দিতে পারবেন। সকল দলসহ সরকারকে তাদের কথা শুনাতে পারবেন। প্রশাসনকে আইনগতভাবে কাজ করাতে বাধ্য করতে পারবেন। কাজ করতে না পারলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবেন। এ রকম ব্যক্তিত্ব খুঁজে বের করতে হবে। তোফায়েল আহমেদ বলেন, কমিটিতে মিলিটারি পার্সনদের প্রয়োজন নাই। কারণ এখানে সেনাবাহিনী তলবও হচ্ছে না তারা মাঠে কাজও করছেন না। প্রয়োজন হলে তারা সাংবাবিধানিক দায়িত্ব পালন করবেন। জুডিশিয়ারি সমস্যা হলে সেটা জুডিশিয়ারিতে রেফার্ড হবে। জুডিশিয়ারির লোকজন আগে থেকে নিয়ে রাখারও প্রয়োজন নাই।

তিনি বলেন, বেশির ভাগ সিভিল সার্ভিসের কমকর্তা উপরের আদেশ মেনে কাজ করেন। এটা তাদের প্রশিক্ষণের অংশ এবং অভ্যাসগত বিষয়। কিন্তু নির্বাচন কমিশনে কোনো উপর মহল নাই। এখানে সংবিধান এবং বিবেক দিয়ে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে কমিশনের সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেবেন। এছাড়া তাদের আরেকটা দক্ষতা থাকতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নেগোশিয়েশন করা। জনগণ ও গণমাধ্যমকে বোঝানোর। উপরের নির্দেশ মেনে কাজ করার অভ্যাস এখানে কোনো কাজে লাগবে না। বরং উপরের নির্দেশ অমান্য করে সাংবিধানিকভাবে কাজ করার সাহস দেখাতে হবে।

তিনি আরও বলেন, কমিশনে একজন নারী রাখতে হবে এটা কোনো কন্ডিশন হতে পারে না। দেশের অর্ধেক ভোটার নারী। সে হিসাব করলে কমিশনের অর্ধেক সদস্য নারী হওয়া উচিত। একজনের স্থলে দু'জনও হতে পারে। কিন্তু এখানে মূল কথা হলো যোগ্যতা। নারী হোক আর পুরুষ হোক আগে যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে বের করতে হবে। তারপর পেশার চিন্তা করতে হবে। তবে পদ্ধতিটা স্বচ্ছ হতে হবে।

সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, তারা যদি স্বচ্ছতার সঙ্গে অনুসন্ধান করে সঠিক ব্যক্তিদের নিয়োগ দেন তবেই এটি ভালো সার্চ কমিটি হয়েছে বলা যাবে। আগেতো অনুসন্ধান কমিটি পোস্ট অফিসের মতো ভূমিকা পালন করে। সরকার যে নামগুলো তাদের কাছে দিয়েছে সেখান থেকে তারা সুপারিশ করেছে। এই কমিটি যদি সে রকম হয় তাহলে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অপকর্মের জন্য ও নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার ওপর জনগণের যে আস্থাহীনতার সংকট সেটি দূরীভূত হবে না। বরং আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। আমরা আরও সংকটের দিকে চলে যাবো।

সার্চ কমিটি গঠন নিয়ে তিনি বলেন- আইন ক্রটিপূর্ণ। যে পদ থেকে তাদের নেয়া হয়েছে তারা সরকারের অনুগ্রহপ্রাপ্ত বা ভবিষ্যতে অনুগ্রহ পেতে পারেন। অনুসন্ধান কমিটির গঠনই সঠিক না। আমরা চেয়েছিলাম এমপি, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি, বিরোধী দলের প্রতিনিধি, তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধি দিয়ে। যারা রাষ্ট্রপতি দ্বারা সুপারিশকৃত হবেন না। এছাড়া একজন সাংবিধানিক পদের ও একজন সাবেক বিচারপতি রাখার। কারণ বর্তমান বিচারপতিদের সিদ্ধান্তকে কিছু বিষয়ে প্রভাহিত করতে পারে। তবে আমরা আশা করবো এই কমিটি স্বচ্ছতার সঙ্গে সত্যিকারের অনুসন্ধান করে সঠিক ব্যক্তিদের খুঁজে বের করবে। যাতে নির্বাচন কমিশনের ব্যাপারে আমাদের আস্থাহীনতা দূর হয়।







নানা প্রতিকূলতার মাঝেও শুরু হলো শীতকালীন অলিম্পিক



স্পোর্টস ডেস্ক: করোনা ভাইরাস ও বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক ঝামেলাকে সঙ্গী করেই চীনের বেইজিংয়ে শুক্রবার শুরু হয়েছে ২৪তম শীতকালীন অলিম্পিক। যা চলবে ২০ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। বাংলাদেশ সময় শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় বেইজিং জাতীয় স্টেডিয়ামে জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয় এবারের আসর। এবারের অলিম্পিকে মোট ১০৯ টি ইভেন্টে ২৯০০ অ্যাথলেট অংশ নিচ্ছেন।

ছয় মাস আগেই চীনের টোকিওতে আয়োজিত হয়েছিল গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক। এবার শীতকালীন অলিম্পিক আয়োজন করে রেকর্ড গড়লো চীনের বেইজিং। এটাই প্রথম শহর যেখানে দুটি অলিম্পিক আয়োজিত হচ্ছে। এর আগে বেইজিং ২০০৮ সালে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক আয়োজন করেছিল। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে বেইজিং অলিম্পিকে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মত বড় দেশগুলো কোনো কূটনীতিককে পাঠায়নি। তবে রাশিয়া, পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মত চীনের মিত্র দেশগুলোর প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট বেইজিং অলিম্পিকে অংশ নিতে চীনে গেছেন।

অলিম্পিক ইভেন্টগুলো যেখানে হচ্ছে সেখানে বরফের যে ঢাল তার বেশিরভাগই মানুষের তৈরি। ভেতরে যে বরফের প্রতিযোগিতার রিং তৈরি করা হয়েছে, সেখানে বরফ যাতে না গলে তার জন্য হিমশীতল পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। এরপর হবে শীতকালীন প্যারা অলিম্পিক। যেখানে ৭৮টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা করবেন প্রায় সাড়ে সাতশ অ্যাথলেট।

কাতার বিশ্বকাপে দর্শকদের টিকা গ্রহণ বাধ্যতামূলক



কাজী শামীম কাতার থেকে: ভূমধ্যসাগরের উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশ কাতার। এবারের ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ হিসেবে পৃথিবীকে স্বাগতম জানাবে দেশটি। বিশ্বকাপের উদ্বোধন ঘিরে দিন যত ঘনিয়ে আসছে দেশটির মধ্যে বসবাসরত অভিবাসী ও কাতারি নাগরিকদের মাঝে উৎসবের মাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি বছরের নভেম্বর মাসেই ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপের উদ্বোধনী পর্দা উন্মোচন করা হবে কাতারে। বিশ্ববাসীকে একটি ঐতিহাসিক আনন্দ মুখর বিশ্বকাপ উপহার দিতে পুরোপুরি প্রস্তুত প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ দেশ কাতার।

ইতিমধ্যে বিশ্বকাপের প্রথম দাপ টিকেট বিক্রির আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে ফিফা। এতে করে কাতারে ও বহির্বিশ্বে উৎসবের আমেজ দেখা যাচ্ছে। বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত স্টেডিয়ামগুলোয় ফুঠে উঠেছে নান্দনিকতার ছাপ, শৈল্পিক কারুকাজে সজ্জিত স্টেডিয়াম দেখে আনন্দিত প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে সতর্কতামূলক এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপের এবারের আসর। এছাড়া বিশ্বকাপে উপস্থিত দর্শকদের জন্য করোনার টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করেছে কাতার সরকার।

বিশ্বকাপের সবকয়টি ম্যাচ দেখার আগ্রহ রয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের। এবারের মধ্যপ্রাচ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া এই বিশ্বকাপ আসর প্রবাসীদের জন্য এক বাড়তি আনন্দের।

টেন্ডুলকারের পর রেকর্ড গড়ার পথে কোহলি



স্পোর্টস ডেস্ক: ভারতীয় কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচিন টেন্ডুলকারের বেশ কয়েকটি রেকর্ড ভেঙেছেন বা ভাগ বসিয়েছেন সাবেক অধিনায়ক বিরাট কোহলি। এবার টেন্ডুলকারের আরেকটি রেকর্ড ভাঙার দ্বারপ্রান্তে আছেন কোহলি। সেটি হলো দ্রুততম সময়ের মধ্যে ওডিআইতে ভারতের মাটিতে ৫ হাজার রান করা।

গত ৬ ফেব্রুয়ারী আহমেদাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত। এ ম্যাচটিতে মাত্র ৬ রান করলেই টেন্ডুলকারের রেকর্ডটি হয়ে যাবে কোহলির। টেন্ডুলকার ভারতের মাটিতে ১২১ ইনিংস ব্যাট করে ৫ হাজার রান পূর্ণ করেছিলেন। কোহলি যদি ৬ ফেব্রুয়ারী প্রথম ওডিআইতে ৬ রান করে ফেলেন তাহলে তিনি ৫ হাজার রান পূর্ণ করবেন মাত্র ৯৬টি ইনিংস খেলে।

টেন্ডুলকার তার পাঁচ হাজারতম রানটি পূর্ণ করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। এখন কোহলিও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেই এ রেকর্ড গড়ার দ্বারপ্রান্তে আছেন। সূত্র: এন-ডিটিভি

বিশ্বকাপে কাতারের স্টেডিয়ামে অ্যালকোহল বিক্রি করতে ফিফার চাপ

স্পোর্টস ডেস্ক: বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা কাতার বিশ্বকাপের স্টেডিয়ামগুলোতে অ্যালকোহল বা মদ বিক্রির অনুমতি দিতে চাপ দিচ্ছে আয়োজক কাতারকে। গণমাধ্যম ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, কাতারের কর্মকর্তারা এখন ভাবছেন বিশ্বকাপের সময় মদ বিক্রির অনুমতি দেবেন না কি মদের ব্যাপারে তারা যে কঠোর নীতি মেনে চলেন সেটি বজায় রাখবেন।



একটি সূত্রের বরাত দিয়ে ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, অ্যালকোহলের বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি কাতার। যদিও আয়োজকরা বিশ্বকাপে দর্শকদের চাহিদা পূরণের ব্যাপারে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রায় সব রেস্টুরেন্টে অ্যালকোহল বিক্রি নিষিদ্ধ করে রেখেছে কাতার। শুধুমাত্র বড় হোটেল অথবা রিসোর্টগুলোতে অ্যালকোহল পাওয়া যায়। আর কোনো বিদেশী যদি বাড়িতে বা হোটেল রুমে বসে অ্যালকোহল বা মদ পান করতে চান তাহলে তাদের কাতার এয়ারওয়েজ পরিচালিত একটি দোকান থেকে তা কিনতে পারেন। সূত্র: মিডল ইষ্ট মনিটর

ফিক্সিংঃ বিশ্ব ফুটবলে তারা আজীবন নিষিদ্ধ

স্পোর্টস ডেস্ক: গত মৌসুমে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে স্পট ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকার অভিযোগে সারা বিশ্বে ফুটবল সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম থেকে আজীবন নিষিদ্ধ হয়েছেন আরামবাগ ক্লাবের সাবেক সভাপতি মিনহাজুল ইসলাম মিনহাজ, সাবেক টিম ম্যানেজার গওহর জাহাঙ্গীর, ভারতীয় সাবেক ট্রেনার মাইদুল ইসলাম ও সাবেক সহকারী ম্যানেজার আরিফ হোসেন। শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ফিফা ডিসিপ্লেনারি কমিটির এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।

আরামবাগ ক্লাবের সাবেক ফিজিও সঞ্জয় বোস এবং গেম এনালিস্ট ভারতীয় নাগরিক আজিজুল শেখকে ১০ বছরের জন্য বিশ্বব্যাপী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া দলটির এগারো জন ফুটবলারকে ১ বছরের জন্য বিশ্বব্যাপী নিষিদ্ধ করা হয়।

দলটির বাংলাদেশী ফুটবলার শামীম রেজা ও অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় ব্রাদি স্মিথকে তিন বছর এবং নাইজেরিয়ান ফুটবলার ক্রিস্তোফার চিজোবাকে বিশ্বব্যাপি নিষিদ্ধ করা হয়েছে দুই বছরের জন্য।

ফুটবলার, কর্মকর্তাদের পাশাপাশি শাস্তি পেয়েছে ক্লাবটিও। প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল থেকে অবনমন হওয়ার পর চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে খেলার কথা থাকলেও তাদেরকে বাধ্যতামূলক দুই বছর কাটাতে হবে সিনিয়র ডিভিশনে। সিনিয়র ডিভিশন লিগে আরামবাগ চ্যাম্পিয়ন হলেও চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে উঠতে পারবে না তারা। এছাড়া গুণতে হচ্ছে আর্থিক জরিমানাও।

অনলাইন বেটিং বা স্পট ফিক্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত থাকায় আরামবাগ ক্লাবের বিভিন্ন কর্মকর্তা, অফিসিয়াল এবং খেলোয়াড়দের বিষয়ে বাফুফের আপিল বিভাগ কমিটি গত বছরের সেপ্টেম্বরের ২৯ তারিখে উক্ত সিদ্ধান্ত নেয়। যাহা বিশ্বব্যাপী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ফিফার ডিসিপ্লিনারী কমিটি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।



নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-২০

(শেষের পাতার পর)

নিউইয়র্কে যাদের চিনি প্রায় সবার ঘরে কেউ না কেউ অসুস্থ। দেশে ফোন করলেও কেবল মৃত্যু সংবাদ। আম্মা স্ট্রোক করে হসপিটালে। দূর থেকে দেখতেও পারি না কিছু করতেও পারি না। অলমোস্ট প্যারালাইজড, কথাও বলতে পারেন না। ফোন করলে কেবল কান্না করেন। কি যে অসহায় লাগে কাউকেই বলে বুঝাতে পারব না।

ক্লিনিকে রোজ অসুস্থ রোগীর কল বাড়ছেই। ডাক্তার, মেডিকেল এসিস্ট্যান্টসহ আমরা বাকি স্টাফদের নাভিশ্বাস উঠে গেছে।

লোকজন যে কি আতংকিত বলে বুঝানো যাবে না। ২/৩ সপ্তাহ আগের কথা। বেশ অনেক দিন হল আমার ড্রাই কফের মতো, কেবল ঠান্ডা পানি খেলেই হয়। না খেয়েও উপায় নেই, সারাক্ষণ গরম পানি খেতে ইচ্ছে করে কারো? যতই কুসুম গরম পানি খাই না কেন তৃষ্ণা মেটে না।

তো সেদিন ট্রেনে হটাৎ করে কাশি দিতেই পাশের মহিলা ভুত দেখার মতো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। পরের স্টপেজে পাশের বগিতে চলে গেল। আমি পুরো হতবাক, হাসিও পেল। মানুষ কতটা আতংকিত! যদিও বাসে ট্রেনে এখন আগের চেয়ে ভীড় বেশি যখন এসেছিলাম নিউইয়র্কে গতবছর তার তুলনায়।

ক্লিনিকে রোজ রোগীদের আতংকিত কল। গত পরশু এক সিলেটি মহিলা ফোন দিয়েছেন। কেন? ডাক্তার যেন তাকে ওষুধ দেয় কারণ তার অনেক শীত করছে। পাকিস্তানী কলিগ কল ট্রানফার করলে জিজ্ঞেস করলাম, জ্বর সর্দি কাশি মাথা ব্যাথা কোন উপসর্গ নেই, বাসার বাইরে যায়নি। টেস্টও করেনি। তাও তার ওষুধ লাগবে। তখন প্রায় ৬টা বাজে, ক্লোজিং টাইম, বললাম আদা লেবুর চা গরম স্যুপ খান, গরম কাপড়-চোপড় পড়েন, হিটার অন রাখেন কিছুক্ষণ। কাল ডাক্তার কল দিবে।

আরেকদিন এক পাকিস্তানী মহিলা কল দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তার ৮ বছরের বাচ্চার এন্টিবায়োটিক সে খেতে পারবে কি না। না বলাতে ক্ষেপে গেল। বলল, আমি তোমার নামে ডাক্তারকে অভিযোগ করব। বললাম, ডাক্তারও আপনাকে একই কথা বলবেন, ৮ বছরের বাচ্চার শরীর আর আপনার শরীর তো এক না। তাহলে একই ওষুধ দুজনের জন্য কার্যকরী হবে কিভাবে?

আরেকদিন এক ইয়াং ছেলে কল দিল, তার দাঁত ব্যাথা, বলল আমি দাঁত ব্যাথায় মারা যাচ্ছি, এক্ষুনি ডাক্তারের সাথে কথা বলব। বললাম ডাক্তার আসেননি এখনো। তুমি যদি মনে কর মারা যাচ্ছ তাহলে ইমার্জেন্সিতে যাও না হয় ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করো। বলল না আমি ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করব।

খুব খুব করে চাই এই কঠিন সময়টা খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাক। প্রকৃতি ও মানুষ সুস্থ হয়ে হেসে উঠুক।

প্রাণহীন প্রকৃতি সবুজে ছেঁয়ে যাক, সবার মুখে হাসি ফুঁটে উঠুক, সবাই সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক। আমীন।

ব্রাজিলকে হারিয়ে কোপা আমেরিকার ফাইনালে আর্জেন্টিনা

(শেষের পাতার পর)যে কেউ হতভম্ব হয়ে পড়বেন। কারণ গেল বছরেই তো ব্রাজিলের মাটিতে তাদের হারিয়ে ২৮ বছরের শিরোপাখরা ঘুচিয়েছিল মেসির দল। বছর না ঘুরতেই এটি আবার কোন কোপা আমেরিকা?

স্থানীয় সময় শনিবার (৫ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ফুটসালে লাতিন আমেরিকার বিশ্বমঞ্চে জয় পেয়েছেন আলবিসেলেস্তেরা। প্যারাগুয়েতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথমে লিড নেয় আর্জেন্টিনা। যদিও লিড পেতে পারত ব্রাজিল। আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক নিকলাস সারমিয়েন্তোর তা আর হতে দেননি। দ্বিতীয় মিনিটে ব্রাজিলের প্রথম দুর্দান্ত আক্রমণ ঠেকিয়ে দেন নিকলাস সারমিয়েন্তোর। কিন্তু ৭ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। বক্সের বাইরে থেকে করা শট ভেতরে একজনের গায়ে লাগলে পরাস্ত হন ব্রাজিল দলের গোলরক্ষক। ব্রাজিলের জালে জড়িয়ে যায় বল।

তবে লিড অবশ্য বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি আর্জেন্টিনা। তিন মিনিট পরই সমতা ফেরে ব্রাজিল। পেনাল্টি থেকে গোলটি করেন রেসিয়া। ১-১ সমতায় শেষ হয় প্রথমার্ধ।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের ২৭ মিনিটে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। আর্জেন্টিনার জালে বলটি জড়ান ম্যাথিউস।

এবার ব্রাজিলও লিড ধরে রাখতে পারেনি। দুই মিনিট পরই সেই গোল শোধ করে দেয় আর্জেন্টিনা। সেলেকাওদের জালে ক্লদিনিওর শট জড়ালে ২-২ সমতা ফেরে ম্যাচে। ৩৪ মিনিটে আবারও লিড নেয় আর্জেন্টিনা। লিয়ান্দ্রো কুজোলিনোর গোলে স্কোরলাইন ৩-২ করেন তিনি। এবার প্রথমার্ধের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ব্রাজিলকে সমতায় ফেরান মার্সেনিও। ৩-৩ সমতায় থেকে শেষ হয় ৪০ মিনিটের নির্ধারিত সময়। এর পর যোগ করা সময়েও আর গোলের দেখা মেলেনি। অমীমাংসিত ফলে ম্যাচভাগ্য গড়ায় টাইব্রেকারে। আর সেখানে জয়ের নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক নিকলাস সারমিয়েন্তোর। পেনাল্টি শুট আউটে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা দুদলের খেলোয়াড় তাদের প্রথম শটে ব্যর্থ হন।

দ্বিতীয় শটে ব্যর্থ হয় ব্রাজিল কিন্তু গোল পায় আর্জেন্টিনা। তৃতীয় শটে দুদলই গোল করে। তবে দু'দলই নিজেদের চতুর্থ শট মিস করে বসে। ফলে টাইব্রেকার শেষে ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে ব্রাজিলকে হারিয়ে দেয় আর্জেন্টিনা। নিশ্চিত করে ফাইনালে।

তথ্যসূত্র: ইনফোবেই

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে থাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

বাংলা পত্রিকা পড়ুন,
লিখুন এবং
বিজ্ঞাপন দিন
718-482-9923







শহীদ মিনারে সাংবাদিক পীর হাবিবুর রহমানের প্রতি সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা

ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি : প্রখ্যাত সাংবাদিক, কলামিস্ট ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের নির্বাহী সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমানের মরদেহের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সর্বস্তরের মানুষ। আজ সকালে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পীর হাবিবুর রহমানের কফিনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজনীতিবিদ, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ। শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানানো শেষে দুপুর সাড়ে ১২টায় তার মরদেহ নেয়া হয় জাতীয় প্রেসক্লাবে। সেখানে তার দ্বিতীয় নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে বেলা ১১টায় পীর হাবিবুর রহমানের মরদেহ নেয়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মাহবুব উল আলম হানিফ, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, আফজাল হোসেন, পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, শিক্ষা সম্পাদক শামসুর নাহার চাপা, দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, উপদপ্তর সম্পাদক সায়েম খান, কেন্দ্রীয় সদস্য আজিজুস সামাদ আজাদ ডন, জাসদ সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী, নগরের নেতা মোর্শেদ কামাল, মিরাজ হোসেন, গোলাম সরোয়ার কবির, আব্দুল মতিন ভূইয়া, জগলুল কবির, আক্তার হোসেন, রিয়াজ উদ্দিন রিয়াজ, শরিফুল ইসলাম শরিফ, গিয়াস উদ্দিন পলাশ, গণস্বাস্থ্যের ট্রাস্টি ডা. জাফরউল্লাহ, আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মৃণাল কান্তি দাস, যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য তাজউদ্দিন আহমেদ তাজ, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ, জাসদ ছাত্রলীগ, জাতীয় পার্টি, আন্তজাতিক ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে, রাবির ব্যাচ ৮৭, আমরা মুক্তিযাদ্ধা সন্তান, বাংলাদেশ আবৃত্তি পরিষদ, ফুটবলার কায়সার আহমেদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা।

উল্লেখ্য, শনিবার বিকেলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পীর হাবিবুর রহমান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাদ জোহর পীর হাবিবুর রহমানের মরদেহ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে নেওয়া হবে। এরপর বিকাল ৩টায় মরদেহ তার প্রিয় কর্মস্থল বাংলাদেশ প্রতিদিন কার্যালয়ে নেওয়া হবে। আগামীকাল সোমবার দুপুর ১২টায় সুনামগঞ্জ পৌর শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হবে পীর হাবিবুর রহমানের মরদেহ।

এরপর বাদ জোহর সুনামগঞ্জ কেন্দ্রীয় মসজিদে এবং নিজ গ্রাম মাইজবাড়ীতে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে পিতা-মাতার কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন পীর হাবিবুর রহমান।

এর আগে, গতকাল শনিবার বাদ এশা রাজধানীর উত্তরা ৪ নং সেক্টর পার্ক জামে মসজিদে কলামিস্ট পীর হাবিবুর রহমানের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, বরেণ্য সাংবাদিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলামিস্ট পীর হাবিবুর রহমানের জন্ম ১৯৬৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সুনামগঞ্জ শহরে।

আত্মহত্যার সহজপাঠ: আবু মহসিন খান এবং পল্লবী মন্ডলদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নেবে কে?



যুক্তরাজ্যে থেকে ডাঃ আলী জাহানঃ ১. উপরের প্রশ্নটির সহজ উত্তর হচ্ছে- পল্লবী মন্ডলদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব বাংলাদেশের কেউ নেয় না এবং নেবে না। ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২, শুক্রবার গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পল্লবী মন্ডল খুলনার ডুমুরিয়ায় নিজবাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পল্লবী মন্ডল বিভিন্ন কারণে হতাশা-বিষণ্নতায় ভুগছিলেন। পত্রিকায় যে খবর আসেনি তা হচ্ছে পল্লবী কি বিষণ্ণতার জন্য কোনো চিকিৎসা নিচ্ছিলেন? তাকে চিকিৎসা দেয়ার মতো ডাক্তার ছিল? তাকে কি সঠিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হওয়া পল্লবী মন্ডলের ডিপ্রেশন ডায়াগনোসিস এবং চিকিৎসা করার জন্য কোনো ব্যবস্থা নিয়েছিল? যদি ডাক্তার চিকিৎসা না দিয়ে থাকেন, অথবা ডাক্তারের চিকিৎসায় ভুল থাকে, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ছাত্রীকে যথাযথ সাপোর্ট দেয়নি- এসব কারণে কি কাউকে আইন আদালতের মুখোমুখি হতে হবে?

২. উপরের প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে - না, কাউকেই আদালতের মুখোমুখি হতে হবে না। সাধারণ আদালতের পক্ষে কি আত্মহত্যার ঘটনা তদন্ত করা সম্ভব? না, সম্ভব নয়। সেজন্য উন্নত বিশ্বে বিশেষ আদালত রয়েছে। ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে সেই বিশেষ আদালতের নাম হচ্ছে ঈড়ৎড়হবঞ্চং ঈড়ঁৎঃ. আত্মহত্যা বা সন্দেহজনক মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করার জন্য এই বিশেষ আদালত রয়েছে। বাংলাদেশে কোন কোন বেকুব মাঝে মধ্যে দাবি করেন যে, বাংলাদেশ কানাডা এবং সিঙ্গাপুরের অর্থনীতির সমান বা তার চাইতেও উন্নত।

যদি তাই হয় তাহলে পশ্চিমা দেশগুলোর আদলে বাংলাদেশ ঈড়ৎড়হবঞ্চং ঈড়ঁৎঃ কেন স্থাপন করা হবে না?

৩. পল্লবী মন্ডল ছাড়াও ২০২১ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০১ জন শিক্ষার্থী আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। সংখ্যাটির দিকে আবার খেয়াল করুন। ১০১ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী! এর বাইরে কতজন সাধারণ মানুষ আত্মহত্যা করেছেন? সঠিক হিসাব রাখার কোনো সিস্টেম আছে? কোনো মেকানিজম আছে? উত্তর হচ্ছে, আমার জানা নেই। না থাকার সম্ভাবনা প্রচুর। যদি প্রমাণ পেতে চান তাহলে একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন এই সংখ্যাগুলো আপনি পাবেন না। সঠিক সংখ্যা যদি না জানেন তাহলে আপনি কীভাবে বুঝবেন বাংলাদেশের মানুষ কেন আত্মহত্যা করে? এতগুলো শিক্ষার্থী আত্মহননের নেশায় মেতে উঠল কেন? এই কারণগুলো বের করার দায়িত্ব কি আদৌ আছে? যদি থেকেই থাকে তাহলে দায়িত্বে অবহেলা করছে কে? এ ব্যাপারে আদালতের পক্ষ থেকে একটি স্বতঃপ্রণোদিত আদেশ দেয়া যায় না? আত্মহত্যার সঠিক কারণ যদি নাই জানেন তাহলে প্রতিরোধ বা চিকিৎসা করবেন কীভাবে?

৪. পল্লবী মন্ডলের আত্মহননের কয়েকদিন আগে ফেসবুক লাইভে এসে নায়ক রিয়াজের শ্বশুর আবু মহসিন খান নিজের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। নিজের জীবন সংহারের আগে উনি অবশ্য কিছু কারণ উল্লেখ করে গেছেন। সেই কারণগুলো বিশ্লেষণ থেকে যা বুঝা যাচ্ছে তা হচ্ছে- বিভিন্ন কারণে তিনি বিষণ্নতায় ভুগছিলেন। এই বিষণ্ণতাই তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। আবু মহসিন খানের মৃত্যুর জন্য আমাদের কোনো দায়দায়িত্ব নেই? সবটুকু ভুল উনার পরিবার আর বন্ধু-বান্ধবের? রাষ্ট্র তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কী করেছে? রাষ্ট্রের ব্যর্থতা ছিল কোথায়? চিকিৎসকদের গাফিলতি ছিল কোথায়? এসবের কোনো তদন্ত হবে না?

৫. বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে যে, যারা আত্মহত্যা করেন তাদের প্রায় সকলের কোন না কোন সাইকিয়াট্রিক বা সাইকোলজিকাল প্রবলেম আছে। আত্মহত্যাকারীদের শতকরা ৭০-৯০ জন ফবঢ়ৎবংংরড়হ বা বিষণ্ণতায় আক্রান্ত। মজার ব্যাপার হলো, বিষণ্নতায় আক্রান্ত রোগীদের ৮০-৯০ ভাগ খুব সামান্য চিকিৎসাতেই সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। বাংলাদেশ কি এই 'সামান্য চিকিৎসা' দেয়ার ক্ষমতা রাখে না?

৬. সন্দেহ নেই যে, বিষণ্ণতার পেছনে আর্থিক, সামাজিক এবং পারিবারিক কারণ রয়েছে। আর্থিক-সামাজিক এবং পারিবারিক সমস্যা থাকলেই কি সবাই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়? উত্তর হচ্ছে, না। শুধুমাত্র যারা বিষণ্ণতায় বা অন্যান্য সাইকোলজিক্যাল সমস্যায় আক্রান্ত হন তাদের পক্ষে ওই আর্থ-সামাজিক এবং পারিবারিক সমস্যাগুলো মোকাবিলা করার ক্ষমতা থাকে না। চিকিৎসার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের সেই ক্ষমতাটাকে ফিরিয়ে আনা। সেই ক্ষমতা হারিয়ে বিষণ্ণতায় আক্রান্ত রোগীদের কাছে আত্মহননকেই সহজ সমাধান মনে হয়।

৭. রাষ্ট্রকে জনগণ ট্যাক্স দেয় তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। বাংলাদেশ কি তাঁর সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছে? আবু মহসিন খান এবং পল্লবী মন্ডলদের কাহিনী পড়ে এ কথা বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হয় যে সরকার আসলেই তার নাগরিকদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করছে!

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Board certified in Internal Medicine

Ashwad Afzal MD, FACP
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Sanjeev Palta MD, FACC
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আল্লাহর ইজ্জত

(শেষের পাতার পর)

ব্যক্তি আল্লাহর নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের ঘোষনা দিয়ে ঈমান নামক সবুজ অরণ্যের পবিত্র চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করেন। এটি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ইজ্জতও বটে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। "তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ করার সময় বলতেন, (হে আল্লাহ) তোমার ইজ্জতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তোমার ইজ্জত এমনি যে,) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তোমার মৃত্যু নেই। অথচ জীন-ইনসান সবাই মৃত্যু মুখে পতিত হয়।" (বুখারি: ৬৮৬৭,আ:প্র: কিতাবুত তাওহীদ,বাব: ওয়া হুয়া আজিজুল হাকিম)

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একটি পরিপূর্ণ ও পবিত্র বাক্য। পৃথিবীতে আল্লাহর যত কালাম আছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট কালাম হচ্ছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আল কুরআনে এটিকে ভাল কথা বা পবিত্র বাক্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং হাদীসে এটিকে সর্বশ্রেষ্ট যিক্র বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তুমি কি দেখছো না আল্লাহ কালিমা তাইয়্যেবার উপমা দিয়েছেন কোন জিনিসের সাহায্যে ? এর উপমা হচ্ছে যেমন একটি ভালো জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে পৌঁছে গেছে। প্রতি মহূর্তে নিজের রবের হুকুমে সে ফলদান করে। এ উপমা আল্লাহ তা'আলা এ জন্য দেন যাতে লোকেরা এর সাহায্যে শিক্ষা লাভ করতে পারে। অন্যদিকে অসৎ বাক্যের উপমা হচ্ছে, একটি মন্দ গাছ, যাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপড়ে দূরে নিক্ষেপ করা হয়, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।"(সুরা ইবরাহিমঃ ২৪-২৫) জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি সর্বশ্রেষ্ট যিকির হল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং সর্বশ্রেষ্ট দো'আ হলো "আলহামদুলিল্লাহ"। (সুনানে ইবনে মাযাহ: ৩৮০০, তিরমিযি: ৩৩৮৩, হাদীসের মান সহীহ)

"নেই কোন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া" বাক্যটিতে 'ইলাহ' শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ একটি শব্দ। সাধারণভাবে আমরা এর তরজমা করি মা'বুদ। মা'বুদ অর্থ হচ্ছে, 'ইবাদাতের যোগ্য'। আল কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা তথা: উলুহিয়াত, রুবুবিয়াত, উবুদিয়াত ও দ্বীনিয়াত এই কালিমার মধ্যে নিহিত রয়েছে। "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই" অর্থাৎ তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। **ইলাহ** একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। শব্দটির মূল অক্ষর আলিফ-লাম-হা(ইলাহ)। এ মূল অক্ষর থেকে অভিধানে যেসব শব্দ পাওয়া যায়, তার বিবরণ এই:

৩-তার আশ্রয়ে গিয়ে বা তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে আমি শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করেছি।

৩-কোন দু:খ-কষ্টে পড়ে লোকটি ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছে, অত:পর অপর কোন ব্যক্তি তাকে আশ্রয় দান করেছে।

৩-প্রবল আগ্রহ বশত: লোকটি অপর ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ দিয়েছে।

৩-মাতৃহারা উষ্ট্রীর বাচ্চা মাকে পেয়েই তার কোলে আশ্রয় নিয়েছে।

৩-আচ্ছাদিত বা প্রচ্ছন্ন হয়েছে, বুলন্দ হয়েছে, ওপরে উঠেছে।

৩-ইবাদাত করেছে।

ইলাহ অর্থ মাবুদ কোন্ কারণে কি সম্পর্কে হয়েছে, এ সকল ধাতুগত অর্থের প্রতি লক্ষ করলে তা জানা যায়। ইসলামী পরিভাষায় ইলাহ মানে আইনদাতা, বিধানদাতা। রব: তিনিই কেবল আমাদের রব। এই শব্দটিও কালেমা তাইয়্যেবার মধ্যে নিহিত রয়েছে। কারণ এটি আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বিশালাকারে প্রকাশ করে। রববুন ধাতু থেকে শব্দটি নিস্পন্ন। এর প্রাথমিক ও মৌলিক অর্থ প্রতিপালন। তারপর তা থেকে ভোগ-ব্যবহার, পরিবর্তন সাধন, সমাপ্তিকরণ ও পরিপূর্ণতা বিধানের অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। এরই ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে প্রাধান্য, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব প্রভুত্বের অর্থ। অভিধানে এর ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ এই:

একঃ প্রতিপালন করা, ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি সাধন এবং বর্ধিত করণ।

দুইঃ সংকুচিত করা, সংগ্রহ করা এবং একত্র করা।

তিনঃ তত্বাবধান করা, অবস্থার সংশোধন ও পরিবর্তন সাধন করা, দেখাশোনা করা এবং জামিন হওয়া।

চারঃ প্রাধান্য, কর্তৃত্ব, সর্দারী, হুকুম চালানো, ব্যবহার করা।

পাঁচঃ মালিক হওয়া।

রব শব্দকে অজ্ঞাতবশত শুধুমাত্র প্রতিপালক অর্থ করা ঠিক নয়। শব্দটি আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহার করা হয়। এক, মালিক ও প্রভু। দুই, অভিভাবক, প্রতিপালনকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সংরক্ষণকারী। তিন, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, শাসনকর্তা পরিচালক ও সংগঠক।

সুরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে এ শব্দটি উপস্থাপনার ভঙ্গিমায় আমরা উল্লেখিত তিনটি অর্থই মেনে নিতে পারি। আয়াতটির অর্থ হচ্ছেঃ" প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি নিখিল বিশ্ব জাহানের রব।" প্রসংসা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য, কারণ তিনিই বিশ্ব-জাহানের মালিক। প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য, কারণ তিনিই বিশ্ব-জাহানসহ সকল সৃষ্টির অভিভাবক, প্রতিপালনকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সংরক্ষণকারী। প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য, কারণ তিনিই বিশ্ব-জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, শাসনকর্তা পরিচালক ও সংগঠক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদের রব, যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি নিজের কর্তত্বের আসনে সমাসীন হন। তিনি রাত দিয়ে দিনকে ঢেকে দেন তারপর রাতের পেছনে দিন দৌড়িয়ে চলে আসে। তিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজী সৃষ্টি করেন। সবাই তাঁর নির্দেশের অনুগত। জেনে রাখো, সৃষ্টি তারই এবং নির্দেশও তাঁরই। আল্লাহ বড়ই বরকতের অধিকারী তিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের মালিক ও প্রতিপালক।"(সুরা আরাফ:৫৪)

আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে "প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদের রব" আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে "তিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের মালিক ও প্রতিপালক।" আয়াতের মধ্যোংশে রবের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ বিশ্ব-জগতের নিছক স্রষ্টাই নন বরং এর পরিচালক ও ব্যবস্থাপকও তিনি। তিনি এ দুনিয়াকে অস্তিত্বশীল করার পর এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে কোথাও বসে যাননি। বরং কার্যত তিনিই সারা বিশ্ব-জাহানের ছোট বড় প্রত্যেকটি বস্তুর ওপর কর্তৃত্ব ও লালন-পালন করছেন। পরিচালনা ও শাসন কর্তৃত্বের যাবতীয় ক্ষমতা কার্যত তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। প্রতিটি বস্তু তাঁর নির্দেশের অনুগত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণাও তাঁর নির্দেশ মেনে চলে। প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীর ভাগ্যই চিরন্তনভাবে তাঁর নির্দেশের সাথে যুক্ত। যে মৌলিক বিভ্রান্তিটির কারণে মানুষ কখনো শিরকের গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে, আবার কখনো নিজেকে স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন ঘোষণা করার মতো ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কুরআন এভাবে তার মুলোৎপাটন করতে চায়। বিশ্ব-জাহানের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা থেকে আল্লাহকে কার্যত সম্পর্কহীন মনে করার অনিবার্য ফল দাঁড়ায় দুটি। মানুষ নিজের ভাগ্যকে অন্যের হাতে বন্দী মনে করবে এবং তার সামনে মাথা নত করে দেবে অথবা নিজেকেই নিজের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রা মনে করবে এবং নিজেকে সর্বময় কর্তৃত্বশীল স্বাধীন সত্তা মনে করে কাজ করে যেতে থাকবে। কুরআন শাশ্বত ও অনাদি-অনন্ত সত্য উপস্থাপন করছে যে, ভুম-লে ও নভোম-লে একমাত্র আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) বলতে যা বুঝায় তা একমাত্র তাঁরই সত্তার একচেটিয়া অধিকার ও বৈশিষ্ট্য। আর বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থাপনা একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বিশেষ, যেখানে ঐ একক সত্তা, সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পূর্ণ অধিকারী। কাজেই এ ব্যবস্থার মধ্যে যে ব্যক্তি বা দল নিজের বা অন্য কারোর আংশিক বা পূর্ণ কর্তৃত্বের দাবীদার হয়, সে নিজেকে নিছক প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাছাড়া এ ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান করে মানুষের পক্ষে ঐ একক সত্তাকে একই সাথে ধর্মীয় অর্থেও একমাত্র মাবুদ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অর্থেও একমাত্র শাসক হিসাবে মেনে নেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন সঠিক দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি হতে পারে না। সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) আল্লাহর, এই দাবী মেনে নেয়া কালেমার দাবী এবং এটিও আল্লাহর ইজ্জত। আল্লাহর সার্বভৌমত্বে কাউকে শরীক করা মানে আল্লাহর ইজ্জতে আঘাত কানা।

এমনিভাবে ইবাদাত হবে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য। দীনকে তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। অর্থাৎ তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থার মধ্যেই কেবল আমাদের জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে হবে। অন্য কারো ইবাদাত করা বা অন্যের দেয়া জীবন ব্যবস্থা মেনে মানে আল্লাহর ইজ্জতের উপর আঘাত করা। কালেমা তাইয়্যেবার মধ্যে ইলাহ শব্দটিই আল্লাহ ইজ্জতকে বিপুলভাবে প্রকাশ করে। তাই এ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর মধ্যে ইলাহ, রব, ইবাদাত ও দীন, আইন-কানুন সকলকিছু নিহিত রয়েছে।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432

Phone: 718-262-8991

Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman

Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM

Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



জায়েদ আউট নিপুণ ইন

(শেষের পাতার পর)

জায়েদ খান। তার প্রার্থিতা বাতিল করেছেন আপিল বোর্ড। চিত্রনায়িকা নিপুণকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করা হয়েছে। শনিবার (৫ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যায় এফডিসিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান সোহানুর রহমান সোহান। নির্বাচনী তফসিলের ১০ নম্বর ধারা মোতাবেক আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় জায়েদ খানের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে বলে জানান সোহান। জায়েদের প্রার্থিতা বাতিল হওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিপুণ আক্তারকে সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

জায়েদের বিরুদ্ধে ভোট কেনার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানায় আপিল বোর্ড। দু'জন সাক্ষী ভোট দেয়ার বিনিময়ে অর্থ নেয়ার কথা স্বীকার করায় এই সিদ্ধান্ত দিয়েছে বোর্ড।

সোহান আরও বলেন, নির্বাচনের তফসিলে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, এমন অভিযোগ প্রমাণিত হলে ওই প্রার্থীর প্রার্থিতা নির্বাচন কমিশন বাতিল করতে পারবেন। অভিযোগ পেয়েও বিষয়টি আমলে না নিয়ে নির্বাচন কমিশন প্রধান পীরজাদা শহীদুল হারুন দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এবং তার পক্ষপাতদুষ্টতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে প্রার্থীরা আপিল বোর্ডে অভিযোগ করেন। আমরা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা চাইলে তারা আমাদেরকে চিঠি দেয়। চিঠি মোতাবেক আপিল বোর্ড বিষয়টির তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পেয়ে অভিযুক্ত প্রার্থী জায়েদ খান ও চুন্নুর প্রার্থিতা বাতিল ঘোষণা করেছে। এর আগে গত ২৮ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ শিল্পী সমিতির নির্বাচন। সেখানে সাধারণ সম্পাদক পদে তৃতীয়বারের মতো জয়লাভ করেন জায়েদ খান। যদিও নির্বাচণের দিনই তার বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে ভোট কেনার অভিযোগ তুলেন নিপুণ। পরবর্তীতে বেশ কয়েক দফায় নিপুণ অভিযোগ তোলেন, নির্বাচনে দুর্নীতি করেছেন জায়েদ। এসব অভিযোগ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনও করেছিলেন নিপুণ। ভোটের দিন একজন পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে জায়েদ খানের কথোপকথনের একটি স্ক্রিনশটও ফাঁস করেন তিনি। যদিও সেই স্ক্রিনশট বানোয়াট বলে দাবি করেন জায়েদ খান। পরবর্তীতে নিপুণ লিখিত অভিযোগ জানান নির্বাচনীয় আপিল বোর্ডের কাছে। এরপর আপিল বোর্ড দিকনির্দেশনা চায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে। মন্ত্রণালয় থেকে বিষয়টি বৈঠকের মাধ্যমে সুরাহা করার নির্দেশনা আসে আপিল বিভাগের কাছে। তারই ধারাবাহিকতায় গতকাল বিকালে বৈঠক ডাকে আপিল বোর্ড। আগের দিন মানবজমিনকে এই বৈঠক ও আপিল বিভাগকে অবৈধ বলে দাবি করেন জায়েদ খান। গতকাল সন্ধ্যায় এই বৈঠকে নিপুণ উপস্থিত থাকলেও জায়েদ খান ছিলেন অনুপস্থিত। তার অনুপস্থিতিতেই সোহানুর রহমান সোহান ঘোষণা করেন, শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জায়েদ খানের প্রার্থিতা বাতিলের কথা।

এদিকে দু'দিন আগেই সোহানুর রহমান সোহানসহ আপিল বোর্ড ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পাঁচজনকে জায়েদ খান লিগ্যাল নোটিশ পাঠান। আপিল বোর্ডের সবার বিরুদ্ধে মামলা করবেন বলেও জানান তিনি। উল্লেখ্য, এর আগে দুই মেয়াদে চার বছর চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন জায়েদ খান। তখন তার সঙ্গে সভাপতি ছিলেন মিশা সওদাগর। সর্বশেষ নির্বাচনে সভাপতি পদে বিজয়ী হয়েছেন বরেণ্য অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন। ২৮ জানুয়ারী হয়ে যাওয়া শিল্পী সমিতির এই নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ছিল ৪২৮ জন। এর মধ্যে ভোট দিয়েছেন ৩৬৫ জন। তাদের প্রদত্ত ভোটেই নতুন নেতৃত্ব এসেছে সংগঠনটিতে। নির্বাচনে ১৯১ ভোট পেয়ে সভাপতি পদে বিজয়ী হয়েছেন ইলিয়াস কাঞ্চন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মিশা সওদাগর পেয়েছেন ১৪৮ ভোট। তখন সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী জায়েদ খান পেয়েছিলেন ১৭৬ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী নায়িকা নিপুণ আক্তার পান ১৬৩ ভোট।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

ক্ষতিপূরণ চিরকুট চোরের

(শেষের পাতার পর)

ছেড়ে পালিয়ে যান তিনি। যাওয়ার আগে বাড়ির মালিকের জন্য একটি কাগজে লিখে রেখে যান, 'জানলার কাচ ভাঙার জন্য দুঃখিত।' সেই কাগজের পাশেই নগদ ১৭ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে রেখে দিয়েছিলেন তিনি।

ঘটনাটি ঘটেছে আমেরিকায়। গত ৩০ জানুয়ারী সান্টা ফের ভেরেডা সেরেনা এলাকার ওই বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন বাড়ির মালিক দেখেন জানলার কাচ ভাঙা। তার আর বুঝতে বাকি ছিল না যে কী হয়েছে বাড়িতে। অবাক হওয়ার পালা আরো ছিল সান্টার। বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই তিনি দেখেন যে অবস্থায় ঘরের প্রতিটি জিনিস দেখে গিয়েছিলেন ঠিক সেই রকম অবস্থাতেই রয়েছে। খোয়া যায়নি মূল্যবান কোনো জিনিস।

অন্য একটি ঘরে ঢুকতেই টেবিলের ওপর রাখা একটি সাদা কাগজ, তাতে কিছু লেখা এবং সেই কাগজের ওপর ২০০ ডলার (বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ১৭ হাজার টাকা) রাখা। কাগজে লেখা– 'দুঃখিত, জানালার কাচ ভাঙার জন্য। ক্ষতিপূরণ দিয়ে গেলাম। পারলে ক্ষমা করে দেবেন।'

পরে সান্টা জানতে পারেন তার ঘরে যে চোর ঢুকেছিল তিনি ধরা-পড়েছেন। ধৃতের নাম টেরাল ক্রিস্টেসন। ৩৪ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি পুলিশকে জানিয়েছেন, প্রচ- তুষারপাত হচ্ছিল। একটু আশ্রয় খুঁজছিলেন। তাই বাধ্য হয়েই ওই বাড়িতে ঢুকেছিলেন। কিন্তু জানালার কাচ ভেঙে ঢোকার জন্য তার মধ্যে একটা অপরাধবোধ কাজ করেছিল। তাই যাওয়ার আগে ক্ষতিপূরণ দিয়ে গিয়েছেন। টেরাল আরো জানিয়েছেন, সান্টার বাড়িতে ঢুকে ঘুমিয়েছেন, খাবার খেয়েছেন কিন্তু কোনো মূল্যবান জিনিস চুরি করেননি। টেরাল সত্যি বলছেন কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ইমাম আবশ্যক

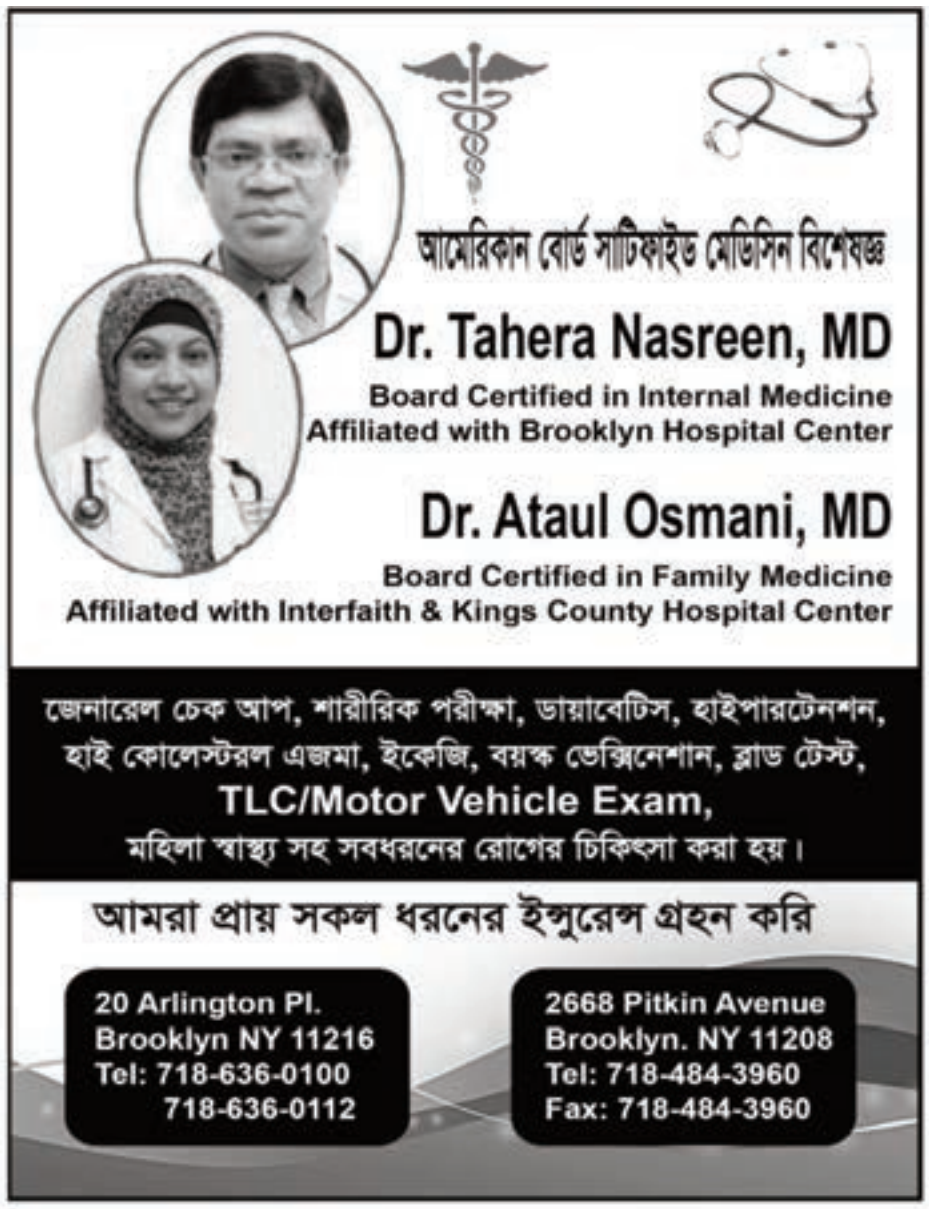
সানিসাইড উডসাইড জামে মসজিদের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (হফেজ-এ-কোরআন ও ইংরেজীতে পারদর্শী)

একজন ইমাম আবশ্যক

যোগাযোগ: 917-400-4415, 917-602-5397, 917-834-6274

Please Send Your RESUME to:
swjamemasjid@gmail.com

SUNNYSIDE WOODSIDE JAME MASJID
Institution of Islamic Education and Daily Prayer Services (Non Profit Organization)
45-18 48 Avenue, Woodside, NY 11377, Telephone: 718-482-7364



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960



MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course, 4 Hours Each Class, Total 32 Classes (4 days/week), Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course, 5 days/week, Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade, 8 weeks course, 3 Hrs./day, 4 days/week, Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

বেসমেন্ট ভাড়া

৯৪-২১ ২১৫ প্লেস, কুইন্স ভিলেজে বেসমেন্টে দুই বেড রুম, কিচেন ও বাথরুম ভাড়া হবে যোগাযোগ : ৩৪৭ ৫৩৬ ০২৬৮

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

আবশ্যক

চার মাসের বেবী দেখাশুনার জন্য একজন বেবী সিটার আবশ্যক। বেতন ক্যাশে প্রদান করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ ষ্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়েতে লটো, বেয়ার স্টোরে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। প্রার্থীকে লটো মেশিন চালাতে জানতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৮১-৭৫২২
ডি-২০/২৭/জানু-০৩/১০

জ্যামাইকায় দোকান বিক্রয়

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউ সাবওয়ে ও বাস স্টপেজের সাথে চালু অবস্থায় একটি মোবাইল/গিফট শপ/ই বাইক/জুয়েলারী/খেলনা/শোপিস এর দোকান বিক্রিয় হইবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫১০-৫১৭৮
ন-২৯/ডি-০৬

আবশ্যক

ম্যানহাটানে ফুড এন্ড ভেজিটেবল পুশকার্ড-এর রাতের শিফটে কাজ করার জন্য পার্ট টাইম/ফুল টাইম লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৯২-৯৪৯৫
ন-২৯/ডি-০৬

মেডালিয়ান বিক্রি

গাড়ীসহ হুইল চেয়ার মেডালিয়ান ইয়েলো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন। ফোন: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০
ন-২৯/ডি-০৬

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ-কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

হেল্প ওয়ান্টেড

নিউজার্সীর পেটারর্সন শহরের ৩৯৮ ইউনিয়ন এভিনিউতে একটি গ্রোসারী স্টোরে কাজ করার জন্য দক্ষ, চটপটে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯৭৩-৩৮৯-৯০৫৫ অথবা ৮৬২-৬৮৬-১৩৩৭
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

চার মাসের বেবী দেখাশুনার জন্য একজন বেবী সিটার আবশ্যক। বেতন ক্যাশে প্রদান করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
জা-২৪/৩১

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের রোকসানা বুটিক স্টোরের জন্য সেলস পার্সন (সেলাই জানা নারী) আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫২৭-৯৯২৬
জা-২৪/৩১

ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি

ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।
ন-২২/২৯

বিউটি শপ বিক্রয়

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ওভাল সংলগ্ন (১৫০৬ মেট্রোপলিটন এভিনিউ) এর উপর চালু অবস্থায় 'নিউ বিউটি সাপ্লাই হেয়ার এন্ড গিফট শপ' বিক্রয় হবে। সিরিয়স ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। মুল্য আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগঃ রাজ/আলম। ফোন: ৭১৮-৮২৯-৯৭৩৭ (দোকান) অথবা ৩৪৭ ৭০১ ৮৯৬৩
জা-৩১/ফে-০৮

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহাসবট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীটটের উপর দোতালায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
জা-৩১/ফে-২২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২০৮ স্ট্রীট এবং ১১২ এভিনিউতে দুই বেড, লিভিং, কিচেন , বাথরুম সহ ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭ ৫৮২ ৫২৭১

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

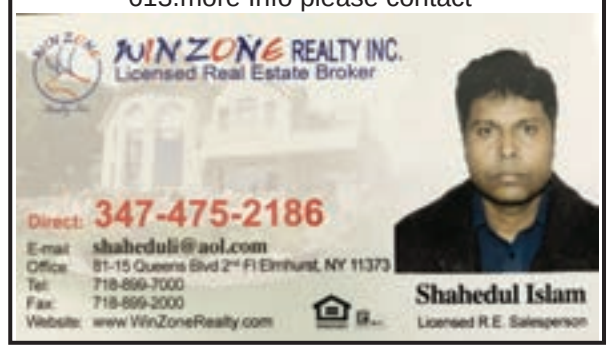
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



ফেরদৌস খানের এনএনসি অ্যাওয়ার্ড লাভ

(শেষের পাতার পর)

ন্যাশনাল নিউজ কালেকশন (এনএনসি) ফাউন্ডেশন অ্যাওয়ার্ড-২০২২ লাভ করেছেন। গত ১২ জানুয়ারী তিনি ঢাকায় বাংলা একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃত ও সম্মানজনক 'এ-নএনসি অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বিয়ানীবাজার সমিতির

(শেষের পাতার পর)

বাঙালীর এই ঐতিহ্য প্রবাসে তুলে ধরার পাশাপাশি গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যকে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক 'দেশী পিঠা উৎসব'-এর আয়োজন করেছে। নিউইয়র্ক সিটির ওজন পার্কস্থ মমোস রেস্টুরেন্টে আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারী রোববার দুপুর ১২ থেকে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্যন্ত চলবে এই পিঠা উৎসব।

পিঠা উৎসবের অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে থাকবে পুরস্কার। এতে শুধু মাত্র বিয়ানীবাজার উপজেলার মহিলাগণ অংশগ্রহণ করতে পারবেন বলে সংশ্লিস্টরা জানান। প্রথম পুরস্কার থাকবে ল্যাপটপ, দ্বিতীয় পুরস্কার- স্মার্ট ফোন, তৃতীয় পুরস্কার- মাইক্রো ওভেন ছাড়াও আরও অন্যান্য আকর্ষনীয় পুরস্কার থাকবে। পুরস্কারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন অভিজ্ঞ বিচারকমন্ডলী।

পিঠা উৎসব সফল করতে গঠিত কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: নাজমা আহমেদ (আহ্বায়িকা), সদস্য যথাক্রমে আক্তারুজ্জামান সাহিন মালিক, মোস্তফা অনিক রাজ, আবু তৈয়ব মো: তালহা ও মোহাম্মদ খলকুর রহমান।

আগ্রহী মহিলাদের পিঠা উৎসবের আহ্বায়িকা নাজমা আহমেদ (৯১৭-২৮৮-৬১৩১), সংগঠনের প্রচার সম্পাদক আব্দুল হাকিম (৩৪৭-২৬৪-৪৪৫০) ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোস্তফা অনিক রাজ (৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩) এর সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে সহযোগিতা করতে চাই- গ্রেগরি মিক্স

(শেষের পাতার পর)

মোকাবেলায় সহযোগিতা করতে চান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিসভার পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির সভাপতি গ্রেগরি ডাব্লিউ মিক্স। গত ৪ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রাতে এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা জানান।

বিবৃতিতে গ্রেগরি মিক্স র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার প্রতি সমর্থন জানানোর পাশাপাশি বাংলাদেশের ওপর পাইকারি হারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরোধিতা করেছেন। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র ও অর্থ দপ্তর গত ১০ ডিসেম্বর র‍্যাব এবং এর বর্তমান-সাবেক সাত শীর্ষ কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

এর প্রায় দুই মাস পর এ নিয়ে এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধিসভার সদস্য গ্রেগরি মিকস বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, নিষেধাজ্ঞা যখন কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ওপর আরোপ করা হয়, তখনই তা সবচেয়ে কার্যকর। আর আমি বিশ্বাস করি না, বর্তমানে বাংলাদেশের ওপর পাইকারি হারে নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন আছে।'

মিকস বলেন, 'তবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি মানবাধিকার ও জবাবদিহি আইনের আওতায় র‍্যাব এবং এর সাবেক ও বর্তমান কয়েকজন সদস্যকে বাইডেন প্রশাসনের নামকরণ করাকে (নিষেধাজ্ঞার জন্য) আমি জোরালোভাবে সমর্থন করি।' তিনি বলেন, 'আমি যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদার করাকে সমর্থন দেওয়া অব্যাহত রাখব।'

র‍্যাব নিয়ে কংগ্রেসম্যান মিকসের এই বিবৃতি দেওয়ার আগে গত সপ্তাহে তাঁর বক্তব্য বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। গত ১ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোনো নিষেধাজ্ঞা দিতে চায় না বলে জানিয়েছেন কংগ্রেসম্যান মিকস।

স্টক মার্কেট নিয়ে বাংলাদেশীদের মাঝে আগ্রহ এবং উদ্বেগ বাড়ছে

(শেষের পাতার পর)

অস্বাভাবিক দরপতন হয়েছে। ৬০ ডলার দাম কমেছে ফেইবুকের প্রতিটি শেয়ারে। শুধু ফেইসবুক নয় শেয়ার বাজারে ধ্বস নামে গত সপ্তাহে এখনো সেটি অবাহত আছে।

বুঝে না বুঝে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী এখন স্টক মার্কেটের ব্যবসার সাথে জড়িত, অনেকে এই সেক্টরকে বুঝে উঠার আগেই হারিয়ে ফেলেছেন হাজার হাজার ডলার আবার লাভবান হয়েছেন অনেকে। শেয়ার বাজারে যে সব শেয়ারকে নির্ভরযোগ্য শেয়ার মনে করা হয় এবং বিনিয়োগ মোটামোটি নিরাপদ হিসেবে ধরে নেয়া হয় সে তালিকায় রয়েছে গোগল, মাইক্রোসফট, আপল, ফেইসবুক, টুইটার ইত্যাদি। গত সপ্তাহে এ ধরনের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের পাশাপাশি অনেকগুরো বহুজাতিক কোম্পানীর শেয়ারের দাম কমে যায়। বিশ্লেষকরা মনে করেন এই মুহূর্তে শেয়ার ধরে রাখতে হবে, প্রয়োজনে এসব শেয়ার আরো কেনা যাবে, তবে বিক্রি না করার পক্ষে সবার মতামত। এদিকে ইলেক্ট্রনিক মোটর যানবাহন কোম্পানী টেসলার শেয়ার গত একমাস যাবত উঠা নামার মধ্যে আছে। গতমাসে প্রতিটি শেয়ার ১২শ ডলারে উঠলেও গত সপ্তাহের শুরুতে সেটি নেমে যায় ৮৫০ ডলারে। সপ্তাহ শেষে টেসলা প্রতি শেয়ার ৯৫০ ডলারে উঠেছে এবং এটি উর্ধ্বমুখী হওয়ার আশা করছেন সংশ্লিস্টরা।

শেয়ারবাজারে যারা বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার কিনে রোকসানে আছেন তাদেরকে অপেক্ষায় থাকার পরামর্শ দিয়েছেন এই খাতে যারা পূরনো বিনিয়োগকারী তারা। নতুন বিনিয়োহকারীদের কয়েকটি বিষয়ে তথ্য জানার অনুরোধ করেছেন অভিজ্ঞ স্টক মার্কেট বিশ্লেষকরা। স্টক মার্কেটের ব্যাপারে গণমাধ্যমে প্রচার হওয়া খবর জানা, যে সব প্রতিস্টানডিভিডেন্ট দেয় তাদেও তালিকা জানা,শেয়ারের নিচে এনালাইসেস পড়া এবং বিবেচনায় রাখা সর্বোপরী তড়িগড়ি করে কোন শেয়ার বিক্রি না করা।

সংখ্যালঘু স্বীকৃতি, আলাদা আসন ও নিরাপত্তা দাবী

(শেষের পাতার পর)

মোমেন এর সাথে জুম মিটিংয়ে বিশ্বে বেশ কয়েকটি দেশ থেকে বাংলাদেশে চলমান সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের সাথে এক ফলপ্রসু আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে।

উক্ত আলোচনাতে মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে কোন মূল্যে শেখ হাসিনার সরকারকে দরকার, এ দেশ আফগানিস্তান হয়ে গেলে সবার জন্য বিপদ। তিনি স্বীকার করেন সংখ্যালঘুদের দাবীর অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ হলেও সংখ্যালঘুদের দাবীগুলি সরকারের আলোচনার টেবিলে পৌঁছে দেবেন। আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবেলা করে মৌলবাদি শক্তিকে পরাজিত করে গনতন্ত্র ধরে রাখার জন্য শেখ হাসিনাকে সমর্থন দিতে হবে। তিনি আশ্বস্হ করেন প্রধান মন্ত্রীর কাছে আমাদের দাবীগুলি পৌঁছে দেবেন।

মেজর জেনারেল বীর উত্তম সি আর দত্তের সুযোগ্য কন্যা মহুয়া দত্ত বলেন তাঁর পিতা যুদ্ধ করেন নাই রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম আনার জন্য। তিনি বলেন এ নির্যাতন কি চলতেই থাকবে? তিনি অবিলম্বে সংখ্যালঘু স্বীকৃতি দিয়ে সংখ্যালঘুদের ১০০% অধিকার ফিরিয়ে দিতে মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে দাবী জানান।

ড. দ্বীজেন ভট্টাচার্য্য দাবী করেন দেশের ৬৪ টি জেলায় হিন্দু প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আলাদা নির্বাচন ও সংরক্ষিত আসন থেকে ২০% আসন সহ মোট ৬৪টি +২০% সংরক্ষিত আসন সংখ্যালঘুদের জন্য দাবী করেন। বিদ্যুৎ সরকার বলেন, আগামী নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের সরকার ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য এই সংখ্যালঘু ৬৪টি ও সংরক্ষিত ২০% আসনগুলি দিয়ে সরকার আজীবন ক্ষমতায় থাকতে পারবে। এই দেশ আফগানিস্তান হয়ে যাক এটা আমরা এবং মুক্তিযুদ্ধের সরকার কেউ চাই না।

প্রবীর রায় বলেন অবিলম্বে হিন্দুদের উপর থেকে ডিজিটাল আইন বাতিল ও মামলা গুলি প্রত্যাহার করে সংখ্যালঘু মন্ত্রনালয় দাবী করেন। সংখ্যালঘু মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে হিন্দুদের সমস্যা হিন্দুরাই সমাধান করবে।

ওয়াশিংটন থেকে শুভ রায় বলেন তিনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সার্বক্ষনিক ড. দিলীপ নাথের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধান করার প্রচেস্টা করে যাবেন।

প্রকাশ গুপ্ত বলেন, রাস্ট্র ধর্ম যেখানে ইসলাম সেখানে আমাদের কে সংখ্যালঘু স্বীকৃতির দাবী ও সরকারের কাছে প্রেরিত অন্য দাবীগুলি ২ মাসের মধ্যে বিবেচনা করে একটি সন্তোষজনক উত্তর ও সমাধান চেয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে পরবর্তী মিটিংয়ে সরকার বাস্তবায়ন করিতে ইচ্ছুক কিনা তা জানাতে দাবী করেন।

কানাডা থেকে অরুন দত্ত বলেন সংখ্যালঘুদের দাবীগুলি সরকার এড়িয়ে যেতে পারে না। আমরা এর একটি আশু সমাধান চাই।

রুমা সরকার বলেন, তিনি তার বিরুদ্ধে আনিত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার দাবী করেন। মন্ত্রী মহোদয় আশ্বাস দেন অতি শীঘ্রই জামিন ও তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা বাতিল করা হবে।

সুইজারল্যান্ড থেকে অরবিন্দ রায় বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরবন তুলে ধরেন এবং তা সমাধান দাবী করেন।

বাংলাদেশ থেকে শ্রী অরবিন্দ রায় হিন্দু মেয়েদের নির্যাতন গুম ধর্ষন ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তর এগুলি প্রতিরোধ করার জন্য দাবী জানান।

বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু শরনানন্দ ভান্তে বলেন, তিনি ২ বছর অবরুদ্ধ, তার শিষ্যদের হত্যা করা হচ্ছে, এর একটি সমাধান করা হোক।

সভায় যোগাদানকারী সকলেই সংখ্যালঘু স্বীকৃতি, আলাদা আসনে নির্বাচন, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দাবী করেন এবং মন্দির, মুর্তি, ভাঙ্গচুর প্রতিরোধ করার জন্য সরকারের কাছে জোরালো দাবী জানান।

সভায় দেশ-বিদেশ থেকে জুমে যোগদানকারী ৮০ জন অংশগ্রহনকারীদেও মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন- মহুয়া দত্ত, ড. দিলীপ নাথ, বিদ্যুৎ সরকার, ড. দ্বীজেন ভট্টাচার্য, প্রবীর রায়, প্রিয়তোষ দে, শীতাংশু গুহ, সমীর সরকার, জগদীন্দ্র চৌধুরী শিবু, শুভ রায়, ঝলক রায়, সুশীল সিংহা, ভবতোষ মিত্র, প্রানেশ হালদার, অরুন দত্ত, নিত্যানন্দ দাস, নবেন্দু দত্ত, রূপ কুমার ভৌমিক, ডা. সমীরণ ভট্টাচার্য, প্রফেসর রুমা সরকার, ক্রিস কৃষ্ণ, প্রফেসর চন্দন সরকার, প্রদীপ চন্দ্র, প্রদীপ মালাকার, নিরঞ্জন সরকার, নির্মলেন্দু রায়, নিরঞ্জন রায়, তুহিন পাল, শরনাঙ্ক মহাথেরো, উপেন্দ্রনাথ রায়, রজত বাবু, অলক চৌধুরী, অমরেন্দ্র রায়, অর্ঘ বাবু, কিরিট সিংহ রায় সহ আরো অনেকে।

উল্লেখ্য, ড. দীলিপ নাথের প্রচেস্টায় যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সরকারের একজন উচ্চ পদস্থ মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে প্রথম বৈঠক করে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

ড. দীলিপ সবাইকে আশ্বস্হ করেন আগামী সভায় সকলকে অংশগ্রহন করে সুনির্দিস্ট ও কার্যকরী প্রশ্ন ও সমাধানের বিষয়গুলো নিয়ে মতবিনিময়ে আবারো সকলকে নিয়ে মন্ত্রীর সাথে মিলিত হবেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

আবারও কৃষ্ণাঙ্গ যুবক হত্যায় উত্তাল মিনিয়াপোলিসে

(শেষের পাতার পর)

হাজারো বিক্ষোভকারী এ হত্যার বিচারের দাবিতে মিছিল করেন। দুই বছর আগে এই শহরেই শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে নিহত হয়েছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড।

ঘটনাটি ঘটেছে গত বুধবার (২ ফেব্রুয়ারী)। মিনিয়াপোলিসে নিহত আমিরের অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সে সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন ২২ বছর বয়সী আমির। হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে তীব্র শীত উপেক্ষা করেই শনিবার শহরের কেন্দ্রস্থলে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও মিছিল হয়। সেখানে জড়ো হন হাজারো বিক্ষোভকারী। এ সময় বিক্ষোভকারীরা 'বিচার নেই, শান্তি নেই' স্লোগান দেন। ওই ঘটনায় জড়িত পুলিশ সদস্যদের দ্রুত গ্রেফতার, শহররের মেয়র ও পুলিশ প্রধানের পদত্যাগ দাবি করেন তারা।

বুধবার হত্যাকান্ডের পরদিন পুলিশের পক্ষ থেকে ওই ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, তল্লাশির সময় বিছানায় শুয়ে ছিলেন আমির। পুলিশ তালা খুলে তার বাসায় প্রবেশ করে। এ সময় তিনি পুলিশকে লক্ষ্য করে পিস্তল তাক করেন। তবে গুলি ছোড়েননি। এর পরপরই পুলিশের গুলিতে নিহত হন তিনি। আমিরকে লক্ষ্য করে তিনটি গুলি চালানো হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, আমিরের বাড়িতে তল্লাশির জন্য তাদের কাছে 'নো-নক ওয়ারেন্ট' ছিল। এর ফলে তল্লাশির আগে আগাম জানানোর প্রয়োজন হয় না। তবে আমিরের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ছিল কি না, থাকলেও সেটা কী ধরনের, সেসব কিছুই জানায়নি পুলিশ।

এদিকে, দুই বছর আগে শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছিল মিনিয়াপোলিসবাসী। পরে বর্ণবাদবিরোধী ওই বিক্ষোভ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফ্লয়েডকে হত্যার দায়ে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তা ডেরেক চৌভিনকে সাড়ে ২২ বছর কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

২০২৪ সালের নির্বাচনেও হ্যারিসই রানিং মেট হবেন: বাইডেন

(শেষের পাতার পর)

বাইডেন জানান, তিনি যদি ২০২৪ সালে আবারও নির্বাচনে দাঁড়ান, তাহলে ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিসই তার রানিং মেট হবেন।খবর ইত্তেফাক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন 'তিনিই আমার রানিং মেট হতে চলেছেন'।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে, হ্যারিস বলেছিলেন যে তিনি এবং বাইডেন এখনও ২০২৪ সালের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেননি। তবে নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যে যদি বাইডেন আবার না দাঁড়াতে চান, তবে তিনিও হোয়াইট হাউজের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।

বাইডেন ভোটের অধিকার রক্ষায় হ্যারিসের রেকর্ড সমর্থন করে বলেন, 'আমি তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। আমি মনে করি তিনি খুব ভাল কাজ করছেন।'

আমেরিকার ইতিহাসে হ্যারিস, প্রথম নারী এবং কৃষ্ণাঙ্গ এবং এশিয়ান আমেরিকান ব্যক্তি, যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিয়েছেন। তাই প্রাথমিকভাবে তাঁকেই বাইডেনের উত্তরসূরি বলে মনে হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে গত বছরের ২০ জানুয়ারি ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন জো বাইডেন। তিনি বিভক্তির দেশে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার অঙ্গীকার করেছিলেন। তিনি কর্মসংস্থান, শিশুদের নিরাপদ স্কুলে শিক্ষাদান এবং এই মহামারি অবসানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি যে জনসমর্থন নিয়ে প্রেসিডেন্ট পদে বসেছিলেন সেই জনসমর্থন অনেক কমেছে। এক জরিপে দেখা গেছে, সাম্প্রতিককালে ট্রাম্প বাদে বাকি সবার চেয়ে খারাপ রেকর্ড করেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন।

হককথা / এমউএ

ভেবে-চিন্তে ট্যাক্স ফাইল করার পরামর্শ

(শেষের পাতার পর)

ভেবে-চিন্তে ট্যাক্স ফাইল করার পরামর্শ দিয়েছেন। বিশেষ করে করোনার সময় গত বছর যারা আন অ্যাপ্লয়মেন্ট সুবিধা নিয়েছেন তারা এবছর কোন ছাড় বা সুবিধা পাবেন না। সেজন্য তাদের আন অ্যাপ্লয়মেন্ট-এর যথাযথ তথ্য এবার ট্যাক্স ফাইলিং-এর সাথে দেখাতে হবে।

নিউইয়র্কের উল্লেখ্যযোগ্য ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে: সাউথওয়েষ্ট ইউএসএ গ্রুপ ইনক, কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস, রফিক এন্ড এসোসিয়েটস, আহমেদ এন্ড কোং, চিশতি এ্যাকাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস, এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস, আরমান চৌধুরী সিপিএ, পিয়ার ট্যাক্স এন্ড এক্সিকিউটিভ সার্ভিসেস, কাকাতুয়া এজেন্সী, হিলসাইড একাউন্টিং সার্ভিসেস, এম্প্রী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স, শরীফ ট্যাক্স সার্ভিসেস, মুন মাল্টি সার্ভিসেস, জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস প্রভৃতি।

রান্না করা খাবার কতদিন ফ্রিজে রাখা যাবে?

(শেষের পাতার পর)যাওয়া খাবার তুলে রাখা হয় ফ্রিজে। দেখা যায় বেশ কয়েক দিন ধরে সেই খাবার ফ্রিজেই রয়ে গেছে।

অনেকেই তা এক সপ্তাহ পরও বের করে খান। আবার কোনো কোনো খাবার নষ্টও হয়ে যায় সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করার কারণে। কর্মব্যস্ত এই জীবনে এখন বেশির ভাগ মানুষই একবার রান্না করে ফ্রিজে রেখে রেখে তিন দিন খান! একই খাবার প্রতিদিন ফ্রিজ থেকে বের করেন বা গরম করে খান। তবে অনেকেরই জানা নেই যে, কত দিন পর্যন্ত রান্না করা খাবার ফ্রিজে রাখা যায়।

–ভাত আমাদের সবারই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় থাকে। অনেকেই বেঁচে যাওয়া ভাত ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখেন। পরে আবার তা বের করে গরম করে খান। তবে জানেন কি ভাতের মধ্যে স্টার্চের ব্যাকটেরিয়া উপস্থিত থাকে? যদি দুই দিনের মধ্যে ওই ভাত খাওয়া হলে তা শরীরে কোনো ক্ষতি করবে না।

–ভাতের মতো রুটিও বেঁচে গেলে অনেকেই ফ্রিজে রাখেন। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই রুটি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খেয়ে ফেলতে হবে। আর যদি রুটিতে হালকা ঘি ব্রাশ করে রাখেন তাহলে ২৪ ঘণ্টার পরও খেতে পারবেন। ঘি রুটিতে আর্দ্রতা ধরে রাখে, সহজে শুকিয়ে যেতে দেয় না।

–কাঁচা ফল ও সবজি দিয়ে তৈরি সালাদ বেশি হয়ে গেলে অতিরিক্তটুকু ফ্রিজে রাখেন নিশ্চয়ই! তবে কাঁচা সালাদ ফ্রিজে রাখলে ব্যাকটেরিয়ায় সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তাই সব সময় টাটকা সালাদ খান।

–পাস্তা চিজ ও সস দিয়ে যদি তৈরি করা হয় তাহলে কখনো তা ফ্রিজে রাখবেন না। এর চেয়ে বরং আপনি পাস্তা সেদ্ধ করে আলাদা আলাদাভাবে ফ্রিজে রাখুন। তবে রান্না করা পাস্তা ফ্রিজে রাখলে তা স্বাস্থ্যের জন্য হতে পারে ক্ষতিকর।

–একবার ডাল রান্না করে বেশ কয়েক দিন ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখেন কমবেশি সবাই। তবে মনে রাখবেন, ভালো করে ডাল সংরক্ষণ না করা হলে তা খাওয়া যাবে না। সব সময় ডাল সংরক্ষণ করতে হবে এয়ারটাইট পাত্রে। পরবর্তী সময়ে তা বের করলেও ঠিক যতটুকু খাবেন ততটুকুই গরম করে বাকিটা আবার তুলে রাখুন ফ্রিজে।

–বিশেষজ্ঞদের মতে, সবজির তরকারি তিন দিনের বেশি ফ্রিজে রাখা উচিত নয়। চেষ্টা করতে হবে দুই দিনেই শেষ করার। কারণ দুই দিন পর থেকে এর পুষ্টি কমতে শুরু করে। বিশেষ করে যেসব সবজিতে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে সেগুলো দ্রুত খেয়ে শেষ করুন।

– মাছ-গোশতেও প্রোটিন বেশি থাকে। তাই এসব খাবারও রান্না করা অবস্থায় এক-দুই দিনের বেশি ফ্রিজে রাখা উচিত নয়।

– অন্য দিকে ডিমের তৈরি তরকারি যেদিন রান্না করবেন সেদিনই খেয়ে ফেলুন। আর যদি ফ্রিজে রাখেন তাহলে পুনরায় গরম করবেন না। এতে ক্ষতিকর ব্যাকরিয়া বেড়ে যাবে।

কমিশন নিয়ে ভাবছে না বিএনপি

ঢাকা ডেস্ক: নতুন নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠনে সার্চ কমিটি গঠন করেছেন প্রেসিডেন্ট। এই সার্চ কমিটি নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই বলে মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, নির্বাচ-নকালীন সময়ে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। কমিশন নিয়ে ভাবছে না বিএনপি। সার্চ কমিটি গঠনের প্রতিক্রিয়ায় এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল।

তিনি বলেন, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি যে, সার্চ কমিটি দিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয় সেটা সম্পূর্ণভাবে দলীয় লোকদের নির্বাচিত করে। এবারো তাই হয়েছে। সুতরাং এটা নিয়ে কোনো রকম মাথাব্যথা আমাদের নেই। আমাদের একটাই দাবি নির্বাচনকালীন সময়ে নিরপেক্ষ সরকার।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, এটা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। নির্বাচন কমিশন নয়, জনগণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার। কারণ আগেই প্রমাণিত হয়েছে, এই সরকারের অধীনে কোনো অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়নি, হবেও না।

এর আগে এদিন দুপুরে গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের সামনে সার্চ কমিটি নিয়ে সাংবাদিকদের কাছে পৃথক প্রতিক্রিয়ায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, বিএনপির স্ট্যান্ট খুব পরিষ্কার। আমরা মনে করি, এ সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। সেটার জন্য নির্বাচন কমিশন বা সার্চ কমিটি যা-ই করা হোক। তিনি বলেন, যেহেতু এ সরকারের অধীনে আমরা কোনো নির্বাচনে যাবো না, সেহেতু এ কমিটির ব্যাপারে আমরা তেমন কোনো মন্তব্য করতে চাই না। সরকার এর আগেও বলেছে, নির্বাচন কমিশনের সবাই নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে। এরপর আমরা যে কমিশন পেয়েছি, সেটা বাংলাদেশের সবচেয়ে জঘন্যতম নির্বাচন কমিশন। তারা যা করেছেন, সেটা দেশবাসী দেখেছে।

ইকবাল হাসান মাহমুদু টুকু বলেন, সরকারের অধীনে নির্বাচন তো নির্বাচন কমিশন করে না, করে প্রশাসন। সে প্রশাসন থাকে পুরোই সরকারের অধীনে। তাই, সে প্রশাসন বা সরকারের অধীনে নির্বাচন যে সুষ্ঠু হবে না, সেটা প্রমাণিত হয়েছে। বিএনপি প্রথম থেকেই বলে এসেছে, এ সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে না। এখনো আমরা তাই মনে করি। সুতরাং, যে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না, তাকে কেন্দ্র করে যত বড় কমিশনই গঠন করা হোক না কেন, কোনো কিছুতেই কিছু হবে না।

সোনার চেয়ে দামি চা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সোনার চেয়েও দামি চা রয়েছে পৃথিবীতে। যার এক গ্রামের দাম সোনার এক গ্রামের দামের থেকে ৩০ গুণ বেশি! এক কাপ চায়ের দাম সাড়ে সাত লাখ টাকা! বিশ্বের অন্যতম দামি এই চায়ের নাম 'দা হোং পাও'। খুব বিরল জাতের এই চা উৎপন্ন হয় চীনের ফুজিয়ান প্রদেশের উয়ি পর্বতে। খবর দ্য বিজনেস ইনসাইডারের।



সারা বিশ্বের মধ্যে একমাত্র চীনে এই চায়ের ছয়টি গাছ রয়েছে। বিরল এবং উৎকৃষ্ট গুণমানের জন্য দা হোং পাও-কে চায়ের রাজা বলা হয়। ২০০৬ সালে চীন সরকার প্রায় ১১৭ কোটি টাকার বীমা করিয়েছে এই ছয়টি চা গাছের। এক কেজি চায়ের দাম প্রায় আট কোটি ৩০ লাখ টাকা। ৩০০ বছর ধরে এই চায়ের চাষ হচ্ছে চীনে। এই চায়ে আছে ক্যাফিন, থিওফিলিন, পলিফেনলস এবং ফ্ল্যাবোনয়েড, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী। প্রতিদিন এই চা খেলে ত্বক ভালো থাকে। মাটির পাত্রে বিশুদ্ধ পানিতে এই চা বানাতে হয়। সুগন্ধের জন্যও এই চায়ের দাম এত বেশি।







বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday //January 3 // 2022

জেবিবিএ'র অভিষেক ১১ ফেব্রুয়ার

(শেষের পাতার পর)

এদিন ফ্লাশিং-এর ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায় অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, গত ৯ জানুয়ারী রোববার জেবিবিএ'র এই অংশের নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় এবং 'গিয়াস-তারেক' পরিষদ জয়ী হয়। করোনা পরিস্থিতির কারনে মূলত: জেবিবিএ'র কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রিয় ছিল। ফলে জ্যাকসন হাইটস এবং ব্যবসায়ী মালিকদেও স্বার্থে তেমন কিছুই করা হয়নি। 'গিয়াস-তারেক' পরিষদের নির্বাচনী ইসতেহার অনুযায়ী নব নির্বাচিত কমিটি ইতিমধ্যেই কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। বিশেষ করে রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, নিরাপত্তাজনিত কার্জক্রম প্রভৃতি। জেবিবিএ'র নবনির্বাচিত সভাপতি গিয়াস আহমেদ এক বিবৃতিতে অভিষেক অনুষ্ঠানর কথা জানিয়ে বলেন জ্যাকসন হাইটস এলাকা এবং ব্যবসায়ীদের স্বার্থে ইতিমধ্যে আমরা যেসকল কার্যক্রম শুরু করেছি তা হলো- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান, সিকিউরিটি নিয়োগ ও পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এবং সেনিটেশন ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। এছাড়াও জেবিবিএ'র কার্যক্রম ও কর্মসূচী পরিচালনার সুবিধার্থে ইতিমধ্যেই একটি অফিস ভাড়াও নেয়া হয়েছে।



ঢাকায় এনআরবি'র ব্রান্ডিং বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স সিরিজ উদ্বোধন ও রেমিটেন্স পদক প্রদান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সেন্টার ফর এনআরবি এর আয়োজনে ওর্য়াল্ড কনর্ফারেন্স সিরিজ ২০২২ উদ্বোধন ও রেমিটেন্স পদক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এনআরবি জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশন ও রোহিঙ্গাদের প্রতি মানবিকতাই বাংলাদেশের ব্রান্ডিং। অপরদিকে চরম পরিস্থিতিতেও সেনা সদস্যরা মানবাধিকার লংঘন করেন না বলে দাবী সেনা প্রধানের।

শনিবার (৫ ফেব্রুয়ারী) দুপুরে রাজধানীর সোনারগাঁ হোটেলে সেন্টার ফর এনআরবি আয়োজিত ব্রান্ডিং বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স সিরিজ-২০২২ এর উদ্বোধন ও রেমিটেন্স পদক প্রদান করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন এবং অতিথি হিসাবে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফি উদ্দিন আহমেদ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। সেন্টার ফর এনআরবি'র চেয়ারপারসন এম এস সেকিল চৌধুরী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

অতিথি হিসাবে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম, বৃটেনের ক্রয়ডন কাউন্সিলের মেয়র শেরওয়ান চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ইমেরিটাস অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. শহীদুল আলম এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জিএম কাজী রফিকুল হাসান।

অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট মো. আব্দুল হামিদের বাণী পাঠ করেন শোনান আয়েশা সিদ্দিকা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণী পাঠ করেন মাসুমা চৌধুরী। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে দেশী-বিদেশী গুণিজন এবং প্রবাসী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিত্বদের তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পদক দেয়া হয়।

অনুষ্ঠান বক্তব্য দেয়া ছাড়াও অনুষ্ঠানস্থলে সাংবাদিকদের কিছু প্রশ্নের জবাব দেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. মোমেন। তিনি সেন্টার ফর এনআরবি'র মতো অন্যদেরকেও ইতিবাচকভাবে বিদেশে বাংলাদেশকে তুলে ধরার আহবান জানান এবং সেন্টার ফর এনআরবির কার্যক্রমের ভুয়সী প্রশংসা করেন। বাংলাদেশে এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স বলে নেই দাবি করে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, দেশে আইনের শাসন তথা প্রত্যেকটি অপরাধের বিচার আইনের মাধ্যমে হোক, এটা নিশ্চিত করতে চায় সরকার। আমেরিকায় প্রতি বছর হাজার খানেক লোকের বিনা বিচারে মৃত্যু হয় জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, আমরা চাই আমাদের দেশে একটি লোকও বিনা বিচারে না মরুক। আমাদের দেশে এখনো অন্য দেশের তুলনায় অপরাধ কম হয় বলে দাবি করেন তিনি। বাংলাদেশ পলিটিক্যালি এবং স্ট্রাটিজিক্যালি খুব ভালো অবস্থানে আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এতে বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বের আকর্ষণ বাড়ছে বলেও মনে করেন তিনি। শ্রীলঙ্কার মতো বাংলাদেশ চীনের ডেথ ট্র্যাপে পড়ে যাওয়া আশঙ্কা নাকচ করে মন্ত্রী বলেন, দেশ হিসাবে চীনা ঋণ ৫ শতাংশের কাছাকাছি, তিনি বলেন, এতে আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। সরকার বুঝে শুনে ঋণ নিচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্যে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন, চরম পরিস্থিতিতেও সেনা সদস্যরা মানবাধিকার লংঘন করেন না। তিনি বলেন, সেনাপ্রধান বলেন, "অতীতের সমস্ত রেকর্ড পর্যালোচনা করে দেখুন, আপনারা বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মানবাধিকার লংঘনের একটি ঘটনাও পাবেন না। এ কারণে আমরা বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে নিয়ে গর্ববোধ করি" এভাবেই বাংলাদেশ এবং সেনাবাহিনীর ব্র্যান্ডিং হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষায় অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে প্রথম সারিতে আছে। ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শীর্ষে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের এই অর্জন এমনি এমনি আসেনি উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিপুল আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা তা অর্জন করেছি। বাংলাদেশের সৈন্যদের অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং মানবিক উল্লেখ করে সেনা প্রধান বলেন, নানা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি রয়েছে। শান্তি রক্ষায় অসামান্য অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আজকে বাংলাদেশকে চেনে। তাছাড়া বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের এক রোল মডেল। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের প্রসঙ্গ টেনে সেনাপ্রধান বলেন, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসীরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশের ব্র্যান্ডিং করছেন। তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের বৃহৎ আয়। তাদের অবদান আমাদের দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধি করছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রবাসীদের এই অবদানকে সম্মান জানায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বাংলাদেশ এখন 'দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাওয়া এক অর্থনীতির দেশ' বলে উল্লেখ করে জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন বলেন, "অনেক সূচকেই আমরা উন্নত দেশগুলোর চেয়ে এগিয়ে আছি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় মিয়ানমার থেকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ মানবতার উদাহরণ তৈরি করেছে। বাংলাদেশের অনেক অর্জন আছে যা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি।"

এম এস সেকিল চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ একটি মানবিক বাংলাদেশ। মহামারীর মধ্যে ও এত সংখ্যক মানুষের বোঝা বইতে হচ্ছে। বিশ্বের সকল কেই এই সংকট সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। শান্তি রক্ষীরা বিদেশের মাটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে। তাদের উৎসর্গের কথা সেভাবে প্রচার হয়নি। এগুলো তুলে ধরতে হবে। শুধু এসব নয়, এ দেশকে তুলে ধরবার বহুবিষয় রয়েছে। আমরা সেটা করছি না। শুধু শান্তি রক্ষা নয়, সেখানে ব্যবসা বাণিজ্যে র যথেষ্ট সুযোগ আছে। সেদিকে গিয়ে দেশের মর্যাদা পেশাদারিত্বের সাথে এগিয়ে যেতে হবে। ২২ বিলিয়ন ইউএস ডলার এসেছে, প্রবাসীদের কাছ থেকে। মিশনগুলোতে কূটনীতিক উদ্যোগ তেমন নেই। যে যে দেশের সাথে থাকবে, ভাষা সংস্কৃতির সাথে মিশে যাবার মত মানুষদের পাঠাতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিএমইটি'র মহাপরিচালক শহিদুল আলম বলেন, প্রতিমাসে ১ লাখের বেশি শ্রমিক বাইরে যাবার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সবাইকে ভ্যাকসিনেশনের সুযোগ অব্যহত আছে। জাতি হিসেবে বিশ্বে তুলে ধরতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অনবদ্য অবদান রাখার সুযোগ আছে। এনআরবিদের দেশের মধ্যে মর্যাদা বাড়াতে হবে। শ্রমিকদের পাসপোর্টের আলাদা রঙ ও ক্লাসিফিকেশন বাড়াতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ বি এম আব্দুল্লাহ বলেন, প্রবাসী সকলের পারস্পরিক যোগাযোগ আরো বাড়াতে হবে। মহামারীর পুরোটা সময় দেশের পক্ষে নিরলস পরিশ্রম করে গেছে। দেশের বাইরে প্রত্যেক বাঙালী ই বাংলাদেশের প্রতিনিধত্ব করে। দেশের প্রতি এই মমত্ববোধ যত বাড়বে, বিশ্বে এই জাতি তত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবে। পৃথিবীর অনেক দেশের চেয়ে বাংলাদেশের করোনা ব্যবস্থাপনা অনেক ভালো। এটা কোন আত্মতৃপ্তির কোন বিষয় না। প্রতিকার ও প্রতিরোধ করে, সংক্রমন নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে।

লন্ডনের কোরর্ডন সিটির মেয়র শেরওয়ান চৌধুরী বলেন, মানব সম্পদ রফতানি তে বাংলাদশের সুনাম আছে। দেশের অর্থনীতর জন্য প্রবাসীরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, তাদের সংকটের অন্ত নেই।

অনুষ্ঠানে সেনাবহিনী প্রধান এম এস এফ শফিউদ্দিন আরো বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বে ইতিবাচক ভাবমূর্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রবাসীরা এজন্যই কঠোর পরিশ্রম করে। দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নে তাদের অবদানকে গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। এ দেশ এখন অনেক দেশের কাছে, অনুকরণীয় মডেল। অনেক অর্জনের মধ্যে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ অন্যতম। বেশি সংখ্যায় অংশ নেয়ায় বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অবস্থায় আছে। সাড়ে ছয় হাজারেরও বেশি সদস্য সেখানে কাজ করছে। অনেক ঝুঁকি সেনাবাহিনী নেয়, এটা শুধু দেশের প্রয়োজনই। প্রত্যেকটি দায়িত্ব পালনে ধীরে ধীরে দক্ষতার উন্নয়ন করেছে এই সদস্যরা। এজন্যই আমরা গর্ব করতেই পারি। বাংলাদেশ কে আমাদের সবাইকে ব্রান্ডিং করে এগিয়ে নিতে হবে। ইউ এন মিশন ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ সেনবাহিনীর অবদান আছে।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম বলেন, স্বাধীনতার পরে নেতিবাচক ব্রান্ডিং হলেও এখন সে অবস্থায় নেই। সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় একটি শক্ত ভিত্তি র উপর দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এই দেশ। এই সরকার ক্ষমতায় এসে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ এর ব্যবস্থাপত্র পরিহার করে নিজস্ব বুদ্ধি তে চলার শুরু করল। দুই দুইটা মাইল ফলক স্পর্শ করতে পারার অগ্রগতি বদলে দিয়েছে এই দেশের ভাবমূর্তি। বাস্তবায়নযোগ্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশ। নেতিবাচক ব্রান্ডিং দুর্ভাগ্যজনক। দেশ প্রেমিকরা এটা কিছুতেই করতে পারে না। তাদের সময়োচিত জবাব দিতে, ব্রান্ডিং বাংলাদেশ-কে জোরদার করে এগিয়ে নিতে হবে। বিদেশে শুধু বিনিয়োগ নয়, আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করবে বাংলাদেশ।

মশিউর রহমান বলেন, মহামারীর পর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের চাহিদা বাড়ছে। এদের আরো দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। উন্নতদেশেও পেশাজীবীদের যুক্ত হবার লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে। প্রবাসীদের জব সিকিউরিটি ও ইনকাম সিকিউরিটি বাড়ানোর কথা ভাববার অবকাশ আছে। দেশে ফিরে আসলে যাতে এদের কাজে লাগানো যায় সেদিন ভাবনা চিন্তার অবকাশ আছে। এনআরবিদের পৃথক কোন পরিচয় পত্র যায় কি না সে বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে। শ্রমিকদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকতে হবে।

ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি আরো বাড়াতে হবে। সফলতার গল্পগুলো বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষের কাছে পৌছে দিতে হবে। রিয়েল টাইম মার্কেট অপারচুনিটিজ গ্রহন করতে হবে। ব্রান্ডিং ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার এখনই সময়। বহুপক্ষীয় উদ্যোগ গ্রহন করা হচ্ছে। শান্তিরক্ষা মিশন ইতিবাচক বাংলাদেশের বড় উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। ব্রান্ডিং অর্থনৈতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে এগুনোর কোন বিকল্প নেই। এখন অনেক অনেক বড় পরিমাণে বিনিয়োগের সুযোগ অবারিত আছে। তথ্য প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, কৃষি সহ আরে বেশ কিছু খাতে বিনিয়োগ করার সুযোগ আছে। সবাইকে এক সাথে কাজ করার সুযোগ তৈরির কোন বিকল্প নেই। বিনিয়োগকারীদের সরকার সব ধরনের সহযোগিতা ও পরিবেশ দিচ্ছে। টেকসই অবকাঠামো সহ পরিবেশ পুরোপুরি প্রস্তুত। এখন, শুধু প্রয়োজন বিনিয়োগ নিয়ে আসা এবং এর সুফল ঘরে তোলা। জাতির ব্রান্ড ইকুইটি বাড়াতে হবে। যথাসম্ভব একে কাজে লাগানোর বিষয়ে ভাবতে হবে। ড. মোমেন বলেন, বাংলাদেশের ব্রান্ড নাম হলো, ল্যান্ড অব অপারচুনিটি। বহু রকমের যে সব অপ প্রচার আছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সম্ভাবনা তুলে ধরতে হবে।



পিবিসির ইতিহাসে প্রথম নারী সভাপতি হলেন রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা

নিউইয়র্ক: জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা সর্বসম্মতিক্রমে ২০২২ সালের জন্য জাতিসংঘ শান্তিবিনির্মাণ কমিশনের (পিবিসি) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদরদপ্তরে গত ১ ফেব্রুয়ারী পিবিসির চেয়ার ও ভাইস-চেয়ারদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রদূত ফাতিমা হলেন পিবিসির প্রথম নারী সভাপতি।



পিসবিল্ডিং কমিশন (পিবিসি) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের একটি আন্ত:রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা সংস্থা। এই সংস্থা সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোতে শান্তি বিনির্মাণের জন্য কাজ করে, যাতে সংঘাতের পুনরাবৃত্তি রোধ এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক) থেকে নির্বাচিত সদস্যসহ ৩১ জন সদস্যের সমন্বয়ে ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পিবিসি। জাতিসংঘে শীর্ষ অর্থ প্রদানকারী ও শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোও কমিশনের সদস্য।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে, বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বিশেষ করে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অবদান রাখা এবং বিশ্বব্যাপী 'নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা এজেন্ডা'কে চ্যাম্পিয়ন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এক বিশ্বস্থ নাম। এই নির্বাচন বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থা ও বিশ্বাসেরই বহি:প্রকাশ, কারণ বিশ্বের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কিছু অঞ্চলে শান্তিরক্ষা ও শান্তিবিনির্মাণে বাংলাদেশ দীর্ঘ সময়ব্যাপী তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

যখন কোভিড-১৯ অতিমারি শান্তি বিনির্মাণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে ঠিক তেমনই এক চ্যালেঞ্জিং সময়ে পিবিসি পরিচালনার জন্য সদস্যরাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশের প্রতি যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখে বাংলাদেশকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করেছে, সেজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি বলেন, "উন্নয়ন ও শান্তি বিনির্মাণের ক্ষেত্রে কোভিড অতিমারি যে প্রভাব ফেলেছে তা প্রশমিত করতে আমরা বৈশ্বিক সংহতি এগিয়ে নিতে বিশেষ মনোযোগ দেব"।

সংঘাতপূর্ণ দেশ বা অঞ্চলে শান্তিবিনির্মাণ সক্ষমতাসমূহের উন্নয়নে শান্তিরক্ষীগণ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে এবং শান্তিবিনির্মাণ কাজে যুক্ত অন্যান্য অংশীজনকে সংঘাতের মূল কারণগুলো মোকাবেলায় যেভাবে সহায়তা করছে তা স্মরণ করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। এ প্রেক্ষিতে তিনি শান্তিরক্ষা এবং শান্তি বিনির্মাণ কার্যক্রমের আন্ত:সম্পর্ককে শক্তিশালী করার উপর জোর দেন।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, শান্তিরক্ষীগণ যে সকল দেশে নিয়োজিত সেই দেশসমূহের উন্নয়নে তারা যে অবদান রেখে চলেছে, শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সবসময়ই তা গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করে।

বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি শান্তিবিনির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত ও টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এক্ষেত্রে পিবিসি সদস্য ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। জাতীয় পর্যায়ে শান্তি বিনির্মাণ ও টেকসই উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সহায়তা করতে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, "সাউথ-সাউথ ও ট্রায়েঙ্গুলার কো-অপারেশন থেকে অনেক কিছুই অর্জন করা যেতে পারে, যেমন গুরুত্বপূর্ণ সম্পদসমূহের সঞ্চালন এবং উত্তম অনুশীলন ও উত্তম ধারণাসমূহ ভাগাভাগি করে নেওয়ার একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা"।

শান্তি বিনির্মাণে নারী ও যুবকদের পূর্ণ, সমান এবং অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে 'নারী শান্তি ও নিরাপত্তা' (ডব্লিউপিএস) এবং 'যুব শান্তি ও নিরাপত্তা (ওয়াইপিএস) এজেন্ডাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহের কথা তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, ও ইকোসককে সংযুক্ত করা এবং জাতিসংঘের গোটা ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ও তা সক্রিয় রাখার ক্ষেত্রে সমন্বয়কারী ও মতামত প্রধানকারী হিসেবে পিবিসি'র ভূমিকা আরও সুসংহত করার উপর জোর দেন তিনি। তিনি আরও বলেন, "জাতীয় পর্যায়ে সুসংহত ও কার্যকর শান্তিবিনির্মাণ প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে যে সকল সংস্থা, তহবিল, কর্মসূচি এবং জাতিসংঘের কান্ট্রি টিম কাজ করছে তাদের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল রাখতে আমরা অব্যাহতভাবে কাজ করে যাব"।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠানকাল থেকেই পিবিসি'র সদস্য। এর আগে ২০১২ সালে বাংলাদেশ পিবিসি'র সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA



ফেরদৌস খানের এনএনসি অ্যাওয়ার্ড লাভ

নিউইয়র্ক: টাইম টেলিভিশন-এর অন্যতম উপস্থাপক, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ফেরদৌস খান (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিয়ানীবাজার সমিতির 'দেশী পিঠা উৎসব' ১৩ ফেব্রুয়ারী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ঐতিহ্যবাহী বাঙালীর পিঠা উৎসব সময়ের ব্যবধানে আধুনিকতার ধারায় অনন্য। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

মুক্তারা বেগম নদীর কলাম

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-২০



খুবই অদ্ভুত একটা সময় পার করছি। প্রকৃতিতে যেমন রুক্ষতা, ম্লানতা তেমনি মনের ভেতরও ঝড় উঠে রোজ। চারিদিকে অসুখ বিসুখ, (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

আবারও কৃষ্ণাঙ্গ যুবক হত্যায় উত্থাল মিনিয়াপোলিসতে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিস শহরে পুলিশের গুলিতে এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে শহরের রাজপথে ব্যাপক বিক্ষোভ করে সাধারণ মানুষ। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে দ্য গার্ডিয়ান। প্রতিবেদনে বলা হয়, শনিবার (৫ ফেব্রুয়ারী) (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



মিনিয়াপোলিস শহরের রাজপথে ব্যাপক বিক্ষোভ করে সাধারণ মানুষ। ছবি: সংগৃহীত



বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে সহযোগিতা করতে চাই- গ্রেগরি মিক্স

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হওয়া নিশ্চিত করাসহ গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

স্টক মার্কেট নিয়ে বাংলাদেশীদের মাঝে আগ্রহ এবং উদ্বেগ বাড়ছে

এমদাদ চৌধুরী দীপু: ক্রমেই বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের স্টক মার্কেটে বাংলাদেশীদের অংশ গ্রহন আর এর ফলে এই ব্যবসা নিয়ে বাড়ছে আগ্রহ, পাশাপাশি উদ্বেগের কারন হয়ে দাড়িয়েছে অনেক পরিবারে। গত সপ্তাহজুড়ে স্টক মার্কেট ছিল নিম্নমুখী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্লাটফরম ফেইসবুক। এখানে আলোচনা হয় দেশ-বিদেশের নানা বিষয় নিয়ে, তবে এবার আলোচনা হয়েছে ফেইসবুক নিয়েই। এর কারন হঠাৎ করে ফেইসবুকের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ভেবে-চিন্তে ট্যাক্স ফাইল করার পরামর্শ

বিশেষ প্রতিনিধি: ২০২১ সালের ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হয়েছে গত ২৪ জানুয়ারী থেকে। শেষ হবে ১৮ এপ্রিল। কেউ এই সময়ের মধ্যে ফাইল করতে না পারলে আইআরএস এর কাছে আবেদন করে সময় বাড়াতে পারবেন। এদিকে ট্রাক্স ফাইলিং বিশেষজ্ঞরা অভিজ্ঞজনদের সাহায্যে ট্যাক্স ফাইলিং করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। কেননা বিভিন্ন করণেই অন্যান্য বছরেরমতো এবারো নতুন নতুন বিষয় ট্যাক্স ফাইলিং-এর সাথে জড়িত। এজন্য সঠিকভাবে ট্যাক্স ফাইলিং করা না হলে হিসে বিপরীত হতে পারে। সংশ্লিষ্টরা (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে প্রবাসী হিন্দু কমিউনিটির জুম সভা

সংখ্যালঘু স্বীকৃতি, আলাদা আসন ও নিরাপত্তা দাবী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রবাসী হিন্দু কমিউনিটির উদ্যোগে গত ৫ ফেব্রুয়ারী আমেরিকায় সকাল ১০ টায় এবং বাংলাদেশ সময় রাত ৯ টায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

২০২৪ সালের নির্বাচনেও হ্যারিসই রানিং মেট হবেন: বাইডেন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : জো বাইডেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করার এক বছর পূর্ণ করলেন। এ উপলক্ষে বুধবার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জেবিবিএ'র অভিষেক ১১ ফেব্রুয়ার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশের বাইরে সর্ববৃহৎ বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ) অভিষেক ১১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। জেবিবিএ'র নব নির্বাচিত 'গিয়াস-তারেক' পরিষদের অভিষেক (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

ক্ষতিপূরণ চিরকুট চোরের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হাড় কাঁপানো ঠা-া। তার ওপর প্রচ- তুষারপাত হচ্ছিল। একটি বাড়ি ফাঁকা দেখতে পেয়ে জানালা ভেঙে ঢুকে পড়ে চোর। রাতে খাওয়া-দাওয়া করে, টিভি দেখে, আরাম করে বিছানায় ঘুমিয়ে ভোরের আলো ফুটতেই বাড়ি (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের দোয়া ও আলোচনা মঙ্গলবার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশের প্রতিথযশা সাংবাদিক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। অপরদিকে (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)



"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আল্লাহর ইজ্জত

জাফর আহমাদ

পৃথিবীর সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম বা কথা হচ্ছে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। এটি কালিমা তাইয়্যেবা বা পবিত্র কথা। এই বাক্যের মাধ্যমে একজন (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

খেলার খবর

ব্রাজিলকে হারিয়ে কোপা আমেরিকার ফাইনালে আর্জেন্টিনা

স্পোর্টস ডেস্ক: চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলকে টাইব্রেকারে ২-১ গোলে হারিয়ে কোপা আমেরিকার ফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। এমন খবরে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

হেলথ টিপস

রান্না করা খাবার কতদিন ফ্রিজে রাখা যাবে?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সবাই কমবেশি রান্না করা খাবার ফ্রিজে রাখেন। বিশেষ করে রাতে বেঁচে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

জায়েদ আউট নিপুণ ইন

ফয়সাল রাব্বিকীন: শেষ পর্যন্ত শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদকের পদ হারালেন চিত্রনায়ক (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং রিয়েলেস্টেট এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com





এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com